পালি

নবম ও দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

পালি

নবম ও দশম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. ভিক্ষু শাসন রক্ষিত

ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া

ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া

ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া

প্রথম মুদ্রণ : জানুয়ারি, ১৯৯৭

সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০

সংশোধিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

পালি পবিত্র ত্রিপিটকের ভাষা। বুদ্ধের মূল উপদেশগুলো পালি ভাষায় সংকলিত হয়েছে। **পালি** ভাষায় দক্ষতা অর্জন করলে ত্রিপিটকসহ বৌদ্ধধর্মের অন্যান্য গ্রন্থ শিক্ষার্থীদের আয়ত্ত করতে সুবিধা হয়। পালি ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য গদ্য-পদ্য পাঠ্যাংশের শেষে শব্দরূপ, ধাতুরূপ, কারক ও বিভক্তি, অব্যয়, সমাস প্রভৃতি ব্যাকরণের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া অনুবাদের সুবিধার্থে পালি-বাংলা শব্দার্থ ও বাক্য গঠনের নমুনা দেওয়া হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা পালি ভাষায় দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি বাংলা ভাষায়ও বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	জাতক	১
দ্বিতীয়	মহাবগ্‌গ	২৯
তৃতীয়	অট্‌ঠকথা	৪২
চতুর্থ	খুদ্দক পাঠ	৫৫
পঞ্চম	ধম্মপদ	৭০
ষষ্ঠ	বুদ্ধ বংস	৮৭
সপ্তম	বিসুদ্ধিমগ্‌গ	৯৮
অষ্টম	ব্যাকরণ	১০৩
নবম	সদ্দরূপো-শব্দরূপ	১১০
দশম	ধাতুরূপ	১২৬
একাদশ	কারক ও বিভক্তি	১৪৮
দ্বাদশ	অব্যয়	১৫৭
ত্রয়োদশ	সমাস	১৬১
চতুর্দশ	নিজন্ত ক্রিয়া	১৬৭
পঞ্চদশ	অনুবাদ	১৭৩

প্রথম অধ্যায়

জাতক

মূল পরিযায জাতক

অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তো ব্রাহ্মণকুলে নিব্বত্তিত্বা বযপ্পত্তো তিণ্ণং বেদানং পারগু দিসাপামোক্খো আচরিযো হুত্বা পঞ্চ মাণবক সতানি মন্তে বাচেসি। তে পঞ্চসতাপি নিট্ঠিত- সিপ্পা সিপ্পে অনুযোগং দত্বা "যত্তকং অম্হে জানাম আচরিযোপি তত্তকমেব বিসেসো নত্থী"তি মানত্থদ্ধা আচরিযস্স সন্তিকং ন গচ্ছন্তি, বত্ত-পটিবত্তং ন করোন্তি। তে একদিবসং আচরিযে বদরি- রুক্খমূলে নিসিন্নে তং বঞ্চেতুকামা বদরি- রুক্খং নখেন আকোটেত্বা "নিস্সারো বাযং রুক্খো"তি আহংসু। বোধিসত্তো অত্তনো ক্বঞ্চনভাবং ঞত্বা "অন্তেবাসিকা, একং বো পঞ্হং পুচ্ছিস্সামী"তি আহ। তে হট্ঠতুট্ঠা "বদেথ, কথেস্সামা"তি।

আচরিযো পঞ্হং পুচ্ছন্তো পঠমং গাথং আহঃ
কালো ঘসতি ভূতানি সব্বানে'ব সহ'ত্তনা,
যো চ কাল-ঘাসো ভূতো স ভূত পাচিনং পচী'তি।।

ইমং পঞ্হং সুত্বা মাণবেসু একো'পি জানিতুং সমত্থো নাহোসি। অথ নে বোধিসত্তো "মা খো তুম্হে 'অযং পঞ্হো তীসু বেদেসু অত্থী"তি সঞ্ঞং অকথ, তুম্হে যং অহং জানামি তং সব্বং জানামা'তি সঞ্ঞমনা বদরি-রুক্খ সদিসং করোথ, মম তুম্হেহি অঞ্ঞাতিস্স বহুনো জানন-ভাবং ন জানাথ, গচ্ছথ, সত্তমে দিবসে কালং দম্মি; এত্তকেন কালেন ইমং পঞ্হং চিন্তেথা'তি। তে বোধিসত্তং বন্দিত্বা অত্তনো অত্তনো বসনট্ঠানং গন্ত্বা সত্তাহং চিন্তেত্বা পি পঞ্হস্স নেব অন্তং ন কোটিং পস্সিংসু। তে সত্তমে দিবসে আচরিযসস্ সন্তিকং গন্ত্বা বন্দিত্বা নিসীদিত্বা "কিং ভদ্র-মুখা জানিথ পঞ্হং"তি বুত্তেনন জানামা"তি বদিংসু। পুন বোধিসত্তো তে গরহমানো দুতিযং গাথং আহঃ

বহূনি নরসীসানি লোমসানি ব্রহানি চ,

গীবাসু পটিমুক্কানি, কোচিদেব এথ কণ্ণবা'তি।

ইতি তে মাণবকে "কণ্ন ছিদ্দ-মত্তং এব তুম্হাকং বালানং অত্থি, ন পঞ্ঞা"তি গরহিত্বা পঞ্হং বিস্সজ্জেসি। তে সুত্বা " অহো আচরিযা নাম মহন্তা" তি খমাপেত্বা নিহতমানা বোধিসত্তং উপট্ঠাহিংসু।

সারমর্ম

অতীতে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিবেদে পারদর্শিতা লাভ করে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর নিকট পাঁচশত শিষ্য শিক্ষা সমাপন করে নিজেদেরকে গুরুর সমতুল্য জ্ঞানী মনে করত।

একদিন আচার্য বদরিবৃক্ষমূলে বসে আছেন। এমন সময় তারা বৃক্ষে নখাঘাত করে বলল, এ বৃক্ষটি নিঃসার। বোধিসত্ত্ব তাদের এ উপহাস বুঝতে পেরে বললেন, আমি তোমাদের একটি প্রশ্ন করব। প্রশ্নটি হল–কাল সর্বগ্রাসী, আত্মগ্রাসীও বটে, যিনি কালগ্রাসী তিনি ভূত-ভবিষ্যতকেও আত্মসাৎ করে। শিষ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হলে আচার্য বললেন–আজ তোমরা যাও। সাতদিন পর প্রশ্নের উত্তর ঠিক করে এস। দীর্ঘ ছয়দিনেও তারা কেউ প্রশ্নের মর্ম বুঝতে না পেরে সপ্তম দিনে আচার্যের নিকট গেল। তারা আচার্যকে বন্দনা করে নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করে। তারা প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলে আচার্য দ্বিতীয় গাথাটি বললেন– বহুলোমশ নরশীর্ষে গ্রীবায় আবদ্ধ থাকে বটে কিন্তু তন্মধ্যে কয়জনই বা শ্রুতিমান? তোমরা মূর্খ তোমাদের জ্ঞানের লেশমাত্র নেই। তোমরা মনে করেছো, আমি যা জানি তোমরাও তা জান, এ ধারণা ভুল। আমি তোমাদের নিকট অজ্ঞাত। আমার বহু জ্ঞানের বিষয় তোমরা জান না। এ প্রশ্নের উত্তর তোমরা ত্রিবেদে পাবে না। আচার্য বললেন- মানবের শুধু কান থাকলে হয় না। প্রজ্ঞারও প্রয়োজন আছে। অতঃপর শিষ্যরা ক্ষমা চেয়ে আচার্য বোধিসত্ত্বের সেবায় নিয়োজিত হল। তাদের আত্মশ্লাঘা অপসারিত হয়ে সুবুদ্ধির উদয় হল।

উপদেশ : ইন্দ্রিয় শক্তির চেয়ে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শক্তি বড়।

শব্দার্থ

দিসাপামোক্খ - বিশ্ববিশ্রুত, অনুযোগং - গুরু দক্ষিণা, তত্তকং - সে পরিমাণ, ভূতো পাচনিং - ভূতকে পাক করে, এত্তকে কালেন - এসময়ের মধ্যে, গরহমানো - ভৎর্সনা করতে করতে, বিস্‌সজ্জেসি - উত্তর দিলেন, খমাপেত্বা - ক্ষমা প্রার্থনা করে।

টীকা

জাতক: বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব জীবনের কাহিনি জাতক নামে পরিচিত। বোধিসত্ত্ব দশ পারমী, দশ উপপারমী এবং দশ পরমার্থ পারমী পূর্ণ করেন। বুদ্ধ সুমেধ তাপস জন্ম থেকে বুদ্ধত্ব লাভ করা পর্যন্ত ৫৫০ বার জন্মগ্রহণ করেন। এ সময়েই তাঁর পারমীসমূহ পূর্ণ হয়। সংক্ষেপে, এ পারমী পূরণের ইতিবৃত্তই জাতক।

অতীত বস্তু: জাতকের তিনটি অংশের মধ্যে অতীত বস্তু প্রধান। বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব জীবনের কাহিনিই অতীত বস্তু। অতীত বস্তুই হচ্ছে প্রকৃত জাতক। বুদ্ধ বর্তমান বস্তুর ভিত্তিতে অতীত জীবনের কাহিনি বলতেন।

প্রত্যুৎপন্ন বস্তু: বর্তমান কালের ঘটনাপ্রবাহ হল প্রত্যুৎপন্ন বস্তু। বুদ্ধ বর্তমান কালে ঘটনাপ্রবাহ বা কোন প্রসঙ্গে বলতেন তা বুঝিয়ে দেওয়া এর প্রধান উদ্দেশ্য।

সমোধান: জাতকের অন্যতম অংশ সমোধান। এ অংশে জাতকে বর্ণিত কাহিনির মূল বক্তব্য উপস্থাপন করা হয় এবং জাতকের সাথে সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়।

১০১৫

সীহচম্ম জাতক

অতীতে বারাণসিংযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তো কস্সককুলে নিব্বত্তিত্বা বযপ্পত্তো কসি কম্মেন জীবিকং কপ্পেসি। তস্মিং পন কালে একো বাণিজো গদ্রভ ভারকেন বোহারং কারোন্তো বিচরতি। গতাগতট্ঠানে গদ্রভস্স পিট্ঠিতো ভণ্ডিকং ওতারেত্বা গদ্রভং সীহচম্মেন পারপিত্বা সালি-যব খেত্তেসু বিস্সজ্জেতি। খেত্ত-রক্খকা তাং দিস্বা 'সীহো'তি সঞ্ঞায উপসঙ্কমিতুং ন সক্কোন্তি।

অথ একদিবসং সো বাণিজো একস্মিং গামদ্বারে নিবাসং গহেত্বা পাতরাসং পচাপেন্তো ততো গদ্রভং সীহচম্মং পারুপিত্বা যবখেত্তে বিস্সজ্জেসি। খেত্ত-রক্খকা সীহো'তি সঞ্ঞায তাং উপগন্তুং অসক্কোন্তা গেহং গন্ত্বা আরোচেসুং। সকল গামবাসিনো আযুধানি গহেত্বা সঙ্খে ধমেন্তা ভেরিযো বাদেন্তা খেত্ত-সমীপং গন্ত্বা উন্নদিংসু। গদ্রভো মরণ- ভযভীতো গদ্রভ-রবং রবি। অথ অস্স গদ্রভ ভাবং ঞত্বা বোধিসত্তো পঠমং গাথং আহঃ

"নেতুং সীহস্স নদিতং ন ব্যাগ্ঘস্স না দীপিনো,

পারুতো সীহচম্মেন জম্মো নদতি গদ্রভো"তি।

গামবাসিনো'পি তস্স গদ্রভভাবং ঞত্বা অট্ঠিনি অঞ্জন্তা পোথেত্বা সীহচম্মং আদায অগমংসু। অথ খো বাণিজো আগন্ত্বা তং বাসনপ্পত্তং গদ্রভং দিস্বা দুতিযং গাথং আহঃ

চিরং'পি খো তং খাদেয্য গদ্রভো হরিতং যবং,

পারুতো সীহচম্মেন, রবমানো চ দুসযী'তি।

তস্মিং এব বদন্তে যেব গদ্রভো তত্থ এব মরি, বাণিজো'পি তং পহায পক্কামি।

সারমর্ম

সিংহ চর্ম জাতকটির আলোকে প্রাচীন ভারতের লোকদের ব্যবসা বাণিজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এ জাতকের মধ্যে অসংযত বাক্য এবং অদমিত জিহ্বার পরিণাম ফল কি হতে পারে সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সিংহ চর্ম পরিহিত গাধা যতদিন বাক সংযত করেছিল ততদিন যবক্ষেত পরিভোগ করেছিল। যেদিন বাক সংযম হারাল, সেদিনই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হল। জাতকের মূল উপদেশ হল– সব সময় বাক্য সংযম এবং জিহ্বা সংযত রাখতে হবে। বাক্যজনিত অসংযত আচরণ করলে সিংহচর্ম পরিহিত গাধার দশা হতে পারে।

উপদেশ : বাক্য ও জিহ্বা সংযম করা উত্তম।

শব্দার্থ

কস্সক - কৃষক, কসিকম্ম - কৃষিকাজ, বোহারং - ব্যবসা, ওতারেত্বা - নামিয়ে, পারুপিত্বা - পরিধান করিয়ে, সালি - ধান, সঞ্ঞায - জেনে, বিস্সজ্জেসি - ছেড়ে দিত; আযুধানি - অস্ত্রশস্ত্র, নদিতং - শব্দ, দীপিনো - বাঘ, খাদেয্য - খেতে পারত; হরিতং - সবুজ।

বাবেরু জাতক

অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তো মোরযোনিযং নিব্বত্তিত্বা বুদ্ধিং অন্বায সোভগ্‌গপ্পত্তো অরঞ্‌ঞে বিচরি। তদা একচ্চে বাণিজো দিসাকাকং গহেত্বা নাবায বাবেরু-রট্ঠং অগমংসু।

তস্মিং কির কালে বাবেরুরট্ঠে সকুণা নাম নত্থি। আগতাগতারট্ঠবাসিনো তং কুপগ্‌গে নিসিন্নং দিস্বা "পস্‌সথ ইমস্‌স ছবিবণ্ণং গল-পরিযোসানং মুখ-তুণ্ডকং মণিগোল-সাদিসানি অক্‌খিনি" কাকমেব পসংসিত্বা তে বাণিজোকে আহংসু, "ইমং সকুণং অম্হাকং দেথ; অম্হাকং হি ইমিনা অত্থো। তুমহে অত্তনো রট্ঠে অঞ্‌ঞং লভিস্‌সথা"তি। "তেন হি মূলেন গণ্হথাতি", কহাপণেন দেথ"তি, "ন দেমা"তি। অনুপুব্বে বড়ঢেত্বা "সতেন দেথ"তি বুত্তে "অম্হাকং এস বহুপকারো, "তুম্হেহি পন সদ্ধিং মেত্তি হোতু"তি কহাপণ-সতং গহেত্বা অদংস।

তে তং গহেত্বা সুবণ্ণপঞ্জরে পক্‌খিপিত্বা নানাপ্প-কারেন মচ্ছে-মংসেন চ এব ফলাফলেন চ পটিজগ্‌গিংস। অঞ্‌ঞে সকুণানং অবিজ্জমানট্ঠানে দসহি অসদ্ধম্মেহি সমন্নাগতো কাকো লাভগ্‌গ-যসগ্‌গপ্পত্তো অহোসি। পুনবারে তে বাণিজো এক ময়ূররাজানং গহেত্বা যথা অচ্ছরাসদ্দেন বস্‌সতি পাণিপ্পহারসদ্দেন নচ্চতি এবং সিক্‌খাপেত্বা বারেরুরট্ঠং অগমংসু। সো মহাজনে সন্নিপতিতে নাবায ধুরে ঠত্বা পক্‌খে বিধুনিত্বা মধুরসস্‌রং নিচ্ছারেত্বা নচ্চি। মনুস্‌সা তং দিস্বা সোমনস্‌সজাতা "ইমং অয্য সোভগ্‌গপ্পত্তং সুসিক্‌খিত সকুণরাজানং অম্হাকং দেখা"তি অহংসু। "অম্হেহি পঠমং কাকো আনীতো, তং গণ্হিথ, ইদানিং এতং মোররাজানং আনযিম্হা, এতং পি যাচথ, তুম্হাকং রট্ঠে সকুণং নাম গহেত্বা আগন্তুং ন সক্কা"তি। "হোতু অয্যো অত্তনো রট্ঠে অযং লভিস্‌সথ, ইমং নো দেখা"তি মূলং বড়ঢেত্বা সহস্‌সেন গণ্হিংসু। অথ নং সত্তরতন বিচিত্তে পঞ্চরে ঠপেত্বা মচ্ছ-মংস-ফলাফলেহি চ এব মধু-লাজ-সক্করা-পণকাদিহি চ পটিজগ্‌গিংসু। ময়ূররাজা লাভগ্‌গ-যসগ্‌গপ্পত্তো জাতো। তস্‌সাগত-কালতো পট্ঠায কাকস্‌স লাভ-সক্কারো পরিহাযি, কোচি নং ওলোকেতুং'পি-ন ইচ্ছি। কাকো খাদনিয-ভোজনিযং অলভমানো কা কা'তি বস্‌সন্তো গন্ত্বা উক্কার-ভূমিযং ওতরি।

অদস্‌সনেন মোরস্‌স সিখিনো মঞ্জুভাণিনো,
কাকং তত্থ অপূজেসুং মংসেন চ ফলেন চ।
যদা চ সনম্পন্নো মোরা বাবেরু আগমা,
অথ লাভো চ সক্কারো বাযস্‌স অহাযথ।
যাব ন উপ্পজ্জতি বুদ্ধো ধম্মারাজা পভঙ্করো,
তাব অঞ্‌ঞেঞ অপূজেসুং পুথু সমণ -ব্রাহ্মণে।
"যদা চ সরসম্পন্নো বুদ্ধো ধম্মং অদেসযি,
অথ লাভো চ সক্কারো তিত্থিযানং অহাযথা'তি।

সারমর্ম

অতীতে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ব ময়ূরকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তখন কতিপয় বণিক প্রথমে একটি দিক নির্ণয়কারী কাক ও পরে একটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ময়ূর নিয়ে বাবেরু রাজ্যে গমন করেন। পরে ময়ূরের আগমনে কিভাবে কাকের আদর যত্ন কমে গেল তার বাস্তব চিত্র এ জাতকে ফুটে উঠেছে। মূলত বুদ্ধের আবির্ভাবে অন্য তীর্থিক ধর্মগুরুদের লাভ সৎকার উপহার, মান সম্ভ্রম কিভাবে কমে গিয়েছিল তারই প্রতিচ্ছবি এ জাতকে উন্মোচিত হয়েছে।

২০২৫

যখন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটেনি তখন তীর্থিকগণ লোকের নিকট হতে প্রচুর দান-দক্ষিণা পেতেন। সকলে ভক্তি শ্রদ্ধা করত। বুদ্ধের আবির্ভাবে সে লাভ সৎকার ও সম্মান বন্ধ হয়ে গেল। কারণ বুদ্ধের গুণের কাছে তাঁদের গুণ ছিল ক্ষীণ। তাই লোকেরা দলে দলে বুদ্ধের দিকে ধাবিত হল। তাদের দিকে ফিরেও তাকাত না। উপসংহার গাথায় জৈন ধর্মের প্রবর্তক নির্গ্রন্থ নাথপুত্রকে এখানে কাকের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

উপদেশ : জ্ঞানীদের গুণের নিকট অজ্ঞানীরা পরাভূত হয়।

শব্দার্থ

নিব্বত্তিত্বা - জন্মগ্রহণ করে; দিসাকাকং - দিক নির্দেশক কাক, সকুণা - পাখিগুলো; কূপগ্গে - মাস্তুলের শীর্ষে; কাকমেব - কাকের মত, আহংসু - বলল, অত্থো - প্রয়োজন; পটিজগ্গিংসু - যত্ন করল; অচ্ছরা - তুরি, নাবায - নৌকায, সোমনকস্স - আনন্দিত, সোভগ্গপ্পত্ত - সুন্দর, সৌভাগ্যশালী, অত্তনো - নিজেদের, মূলং বড্ঢেত্বা - মূল্য বাড়িয়ে, উক্কার ভূমিযং - মলপূর্ণ ভূমিতে, মঞ্জু ভাসিনো - মিষ্টভাষী, পসন্নেন - প্রসন্ন, অহাযত - অর্হিত, উপ্পজ্জতি - উৎপত্তি, অদেসযি - দেশনা করেন।

টীকা

তিত্থিযানং: তীর্থিকগণ। জৈন ধর্মের অনুসারী সন্ন্যাসীগণকে তীর্থিক বলা হয়। বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে তাঁরা জনসাধারণের কাছে দানগ্রহীতা এবং সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বুদ্ধের আবির্ভাবের সাথে সাথে তাঁদের সে সৌভাগ্যের হ্রাস পায়।

ব্রহ্মদত্ত: ব্রহ্মদত্ত একটি গোত্রের নাম। এ বংশের সব রাজাই ব্রহ্মদত্ত অভিধায় পরিচিত। রাজাদের নিজস্ব নামের চেয়ে গোত্রের নামকে তাঁরা বেশি প্রাধান্য দিতেন। এজন্য জাতকে বর্ণিত ব্রহ্মদত্ত কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। একটি বংশকে বোঝাতে ব্রহ্মদত্ত উপাধি ব্যবহৃত হয়।

লটুকিক জাতক

অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তো হত্থিযোনিযং নিব্বত্তিত্বা বযপ্পত্তো পাসাদিকো মহাকাযো অসীতিসহস্স-বারণ পরিবারো যূথপতি হুত্বা হিমবন্ত পদেসে বিহাসি। তদা লটুকিকা সকুণিকা হত্থিনং বিচরণ-উঠানে অণ্ডানি নিক্খিপি। তানি পরিণতানি ভিন্দিত্বা সকুণপোতকা নিক্খমিংসু। তেসু অবিরূলহ-পক্খেসু উপ্পতিতুং-অসক্কোন্তেসু যেব মহাসত্তো অসীতিসহস্স-বারণ পরিবুতো গোচরায চরন্তো তং পদেসং সম্পত্তো। তং দিস্বা লটুকিকা চিন্তেসি" "-অযং হত্থিরাজা মম পোতকে মদ্দিত্বা মারেস্সতি, হন্দ নং পুত্তকানং পরিত্তানত্থায ধম্মিকং রক্খং যাচামী"তি। সো উভোপক্খে একতো কত্বা তস্স পুরতো ঠত্বা পঠমং গাথং আহ-

বন্দামি তং, কুঞ্জর, সট্ঠিহাযনং
আরঞ্ঞকং যূথপতিং যসস্সিং,
পকখেহি তং পঞ্জলিকং করোমি
মা মে বদি পুত্তকে দুব্বলাযা'তি।

মহাসত্তো "মা চিন্তযি লটুকিকে, অহং তে পুত্তকে রক্খিস্সন্তি" সকুণ-পোতকানং উপরি গন্ত্বা অসীতিযা হত্থি সহস্সেসু গতেসু, লটুকিকং আমন্তেত্বা " অম্হাকং পচ্ছতো একা একচারিক-হত্থি আগচ্ছতি, সো আম্হাকং বচনং ন করিস্সতি, তস্মিং আগতে তং পি যাচিত্বা পুত্তকানং সোত্থি ভাবং করেয্যাসী"তি বত্বা পক্কামিং সা পি তস্স পচ্চুগমনং কত্বা উভোহি পক্খেহি অঞ্জলিং কত্বা দুতিযং গাথং আহ-

বন্দামি তং কুঞ্জর একচারিং
আরঞ্ঞকং পব্বত সানগোচরং,
পক্খেহি তং পঞ্চলিকং করোমি;
মা মে বধি পুত্তকে দুব্বলাযা'তি।

সো তস্স বচনং সুত্বা ততিযং গাথং আহ-

বধিস্সামি তে, লটুকিকে পুত্তকং,
কিং তে তুবং কাহসি দুব্বলাসি,
সতং সহস্সানি পি তাদিসিনং,
বামেন পাদেন পপোথযেয্য'ন্তি।

এবঞ্চ পন বত্বা সো তস্স পুত্তকে পাদেন সংচুণ্ণেত্বা নাদেন্তে পক্কামি। লটুকিক রুক্খ সাখায নিসীদিত্বা "ইদানি তং নন্দতো গচ্ছ, কতিপাহেন এব মে কিরিযং পস্সিস্সসি, কাযবলতো ঞাণবলস্স মহন্ততর-ভাবং ন জানাসি, ভো জানাপেস্সামি তং'তি তং সন্তজ্জযমানা চতুত্থং গাথং আহ-

ন হেব সব্বত্থ বলেন কিচ্চং
বলং হি বালস্স বধায হোতি,
করস্সামি তে নাগরাজ, অনত্থং,
যো মে বধি পুত্তকে দুব্বলাযা'তি।

এবং বত্বা কতিপাহং এক কাকং উপট্ঠহিত্বা তেন তুট্ঠেন "কিং তে করোমী" তি বুত্তা, "সামি, অঞ্ঞং কাতব্বং নত্থি" এতস্স পন একচারি বারণস্স তুণ্ডেন পহরিত্বা তুম্হেহি অক্খিনি ভিন্নানি পচ্চাসিং সামী" তি আহ। সা তেন "সাধূ"তি সম্পটিচ্ছিতি, একং নীলমক্খিকং উপট্ঠহি, তযা পি "কিং তে করোমী"তি বুত্তা, "ইমিনা কাকেন একচারি বারণস্স অক্খীসু ভিন্নেসু, তুম্হেতি তত্থ আসাটিকং পাতিতং ইচ্ছামী"তি বুত্তা, তযা'পি "সাধূ"তি বুত্তে, এবং মণ্ডুকং উট্ঠাহিত্বা, তেন "কিং করোমী"তি বুত্তা, "যদা এস একচারি-বারণো অন্ধ হুত্বা পানীযং পরিযেস্সতি তদা পব্বত মত্থকে ঠিতা সদদং কত্বা, এতস্মিং পব্বতমত্থকং অভিরূলেহ, ওতরিত্বা পপাতে সদ্দং করেয্যাথ এত্তকং অহং তুমহাকং সন্তিকা পচ্চাসিং সামী"তি আহ। সো পি তস্স বচনং সুত্বা "সাধূ"তি সম্পটিচ্ছি।

অথ একদিবসং কাকো বারণস্স দ্বে পি অক্খিনি তুণ্ডেন ভিন্দি, মক্খিকা আসাটিকং পাতেসি। সো পুলবেহি খজ্জন্তো বেদনামত্তো পিপসায অভিভূতো পানীযং পরিযেসমানো বিচরি। অস্মিং কালে মণ্ডুকো পব্বতমত্থকে ঠত্বা সদ্দং অকাসি। বারণো "এত্থ পানীযং ভবিস্সতি" তি পব্বতং অভিরূহি। অথ মুণ্ডকো ওতরিত্বা পপাতে ঠত্বা সদ্দং অকাসি। বারণো" এত্থ পানীযং ভবিস্সত"তি পপাতভিমুখো গচ্ছন্তো পরিট্টোত্বা পব্বতপাদে পতিত্বা জীবিতক্খযং পাপুণি। লটুকিকা তস্স মতভাবং ঞত্বা "দিট্ঠা মে পচ্চামিত্তস্স পিট্ঠিতী"তি হট্ঠতুট্ঠ তস্স খন্ধে চঙ্কমিত্বা যথাকম্মং গতা।

২০২৫

সারমর্ম

অতীতে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব হস্তীকুলে জন্মগ্রহণ করে যুথপতিরূপে বিচরণ করতেন। তখন এক একচারী হাতি লটুকিক পাখির অনুরোধ সত্ত্বেও তার বাচ্চাগুলো পদদলিত করে বৈরিতার সূত্রপাত করে।

বৈরিতা বৈরিতার জন্ম দেয়। সামান্যতম হলেও কারো প্রতি বৈরিতা পোষণ করা উচিত নয়। জাতকে বর্ণিত লটুকিকের প্রতি মৈত্রীর পরিবর্তে বৈরিতা পোষণ করে মদমত্ত একচারী হাতি লটুকিকের বাচ্চা পদদলিত করে। লটুকিক এ অপকর্মের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বৈরিতার আশ্রয় নেয়। লটুকিক হননের ইচ্ছায় উন্মত্ত হয়ে একে একে কাক, নীলমক্ষিকা এবং ব্যাঙের সাহায্য নিয়ে বিরাটকায় মদমত্ত একচারী হাতিকে সুকৌশলে প্রাণে বিনাশ করে। ভগবান তাঁর ভিক্ষু মণ্ডলীকে এ বলে সচেতন করেন যে, ক্ষুদ্রতম হলেও কেউ যেন বৈরিতার বশবর্তী না হয়। কারণ বৈরিতার দ্বারা বৈরিতা বৃদ্ধি পায়। ক্ষান্তি ও মৈত্রী বৈরিতার অবসান করে। এ জাতকে দৈহিক শক্তির চেয়ে প্রজ্ঞা শক্তিকে মহত্তর করে দেখানো হয়েছে।

উপদেশ : বৈরিতা দিয়ে বৈরিতা কখনো প্রশমিত হয় না; বরং বৃদ্ধি পায়। দৈহিক শক্তির চেয়ে প্রজ্ঞা শক্তিই মহৎ।

শব্দার্থ

নিব্বত্তিত্বা - জন্মগ্রহণ করে; অণ্ডানি - ডিমগুলো; পরিণতানি ভিন্দিত্বা - পরিণতির কথা চিন্তা না করে; চরন্তো - বিচরণ করতে করতে; সম্পত্তো - উপস্থিত হল; পরিত্তানথায় - পরিত্রাণার্থে; কুঞ্জর - হাতি, সট্‌ঠিহাযনং - ষাট বছর বয়সী; যূথপত্তি - হস্তীদের নেতা; একচরিকা - একাচারী; সোত্থিভাবং - স্বস্তিভাব; পঞ্জলিকং - অঞ্জলিবদ্ধ; পচ্ছুগমনং - পূর্বে গমন; সম্পটিচ্ছিত - সম্মতি জানায়, পব্বত মথকে - পর্বতের চূড়ায়; অভিরুহি - আরোহণ করলেন।

টীকা

নহি এব সব্বথ বলেন কিচ্চং : দৈহিক শক্তির দ্বারা সবকিছু করা যায় না। দৈহিক বলের চেয়ে প্রজ্ঞাবল অধিক শক্তিশালী। এ জগতে প্রজ্ঞাবলের দ্বারা যা করা যায় দৈহিক শক্তির জোরে তা করা যায় না। সুতরাং প্রজ্ঞাবলই শ্রেষ্ঠ বল।

সুবণ্ণহংস জাতক

অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তো অঞ্ঞতর ব্রাহ্মণকুলে নিব্বত্তি। তস্স বয়প্পত্তসস্ সমজাতীকা কুল পজাপতিং আহরিংসু। তস্সা নন্দা'তি তিস্সো ধীতরো অহেসুং। তেসু পরকুলং আগতাসু যেব বোধিসত্তো কালং কত্বা সুবণ্ণহংস-যোনিযং নিব্বত্তি জাতিস্সরং ঞাণং চ অস্স উপজ্জি। সো বয়প্পত্তো হুত্বা সুবণ্ণপত্ত- সংঞ্ছন্নং সোভগগ্‌পপ্তং মহন্তং অত্তভাবং দিস্বা "কুতো নু খো চবিত্বা অহুং ইধুপপ্পন্নো"তি আবজ্জেন্তো "মনুস্সলোকতো"তি ঞত্বা পুন "কথং নু সে ব্রাহ্মণী চ ধিতরো চ জীবন্তি'তি ঞত্বা চিন্তেসি - "মযহং সরীরে সুবণ্ণমযানি পত্তানি কোট্টন ঘোট্‌ঠন-সভাবানি, ইতো একেকং পত্তং দস্সামি, তেন মে পজাপতি চ ধীতরো চ সুখং জীবিস্সন্তী"তি সো তথ গন্ত্বা পিট্‌ঠবংস কোটিযং নিলীযি। ব্রাহ্মণী চ ধীতরো চ বোধিসত্তং দিস্বা "কুতো আগতো সামী"তি পুচ্ছিংসু। "অহং তুমহাকং পিতা কালং কত্বা সুবণ্ণহংস- যোনিযং নিব্বত্তিং, তুম্হে দট্‌ঠুং আগতো ইতো পট্‌ঠায তুম্হাকং পরেসং ভতিং কত্বা দুক্খজীবিকায জীবনকচ্চং নত্থি,

অহং বো এককেকং পত্তং দস্‌সামি, তং বিক্কিণিত্বা সুখেন জীবথা" তি এবং পত্তং দত্বা অগমাসি। সো এতেন এব নিযামেন অন্তরন্তরা আগন্ত্বা এককেকং পত্তং দেতি। ব্রাহ্মণিযো অড্‌ঢা সুখিতা অহেসুং।

অথ এক দিবসং সা ব্রাহ্মণী ধীতরো আমন্তেসি "অম্মা তিরচ্ছানানং নাম চিত্তং দুজ্জনং কদাচি বো পিতা ইধ নাগচ্ছেয্য, ইদানি অস্‌স আগতকালে সব্বানি পত্তানি লুঞ্চিত্বা গণ্হামা'তি। তা "এবং নো পিতা কিলমিস্‌সতী"তি ন সম্পটিচ্ছিংসু। ব্রাহ্মণী পণ মহিচ্ছতায পুন একদিবসং সুবণ্ণরাজ-হংসস্‌স আগতকালে "এহি তাব সামী"তি বত্বা অত্তনো সন্তিকং উপগতং উভোহি হত্থেহি গহেত্বা সব্বপত্তানি লুঞ্চি। তানি পন বোধিসত্তস্‌স রুচিং বিনা বলকারেন গহিত্বা সব্বানি বকপত্তসদিসানি অহেসুং। বোধিসত্তো পক্‌খে পসারেত্বা গন্তুং নাসক্‌খি। অথ নং সা মহাচাটিযা পক্‌খিপিত্বা পোসিসি। তস্‌স পন উট্‌ঠহন্তানি পত্তানি সেতানি সম্পজ্জিংসু। সো সঞ্জাতপক্‌খো উপ্‌পতিত্বা অত্তনো বসনট্‌ঠানং যেব গন্ত্বা ন পুন আগমাসী'তি।

যং লদ্ধং তেন তুট্‌ঠব্বং, অতিলোভোহি পাপকো,
হংসরাজং গহেত্বান সুবণ্ণা পরিহাযথা'তি।

সারমর্ম

অতীতে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সমজাতীয় এক ব্রাহ্মণীর পাণি গ্রহণ করেন। সে ঘরে জন্ম নেয় তিন কন্যা। একদিন হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়ে বোধিসত্ত্ব মৃত্যু বরণ করে সুবর্ণহংস হয়ে জন্ম নেন। তিনি ছিলেন জাতিস্মর সম্পন্ন। একদিন তিনি জাতিস্মর জ্ঞানে দেখতে পেলেন তাঁর স্ত্রী এবং কন্যারা দাসীবৃত্তি করে দিন যাপন করছে। এতে বোধিসত্ত্বের খুব দুঃখ হল। তাই তিনি চিন্তা করে তাদের বাড়িতে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। ফেরার সময় তিনি একটি সুবর্ণ পালক দিয়ে এলেন। এভাবে মাঝে মাঝে তিনি এসে একটি করে সোনার পালক দিয়ে যেতেন। এতে ব্রাহ্মণীর অভাব দূর হলে। সকলে সুখে দিন যাপন করতে লাগল।

একদিন ব্রাহ্মণী তার মেয়েদের সাথে পরামর্শ করে বলল, ইতর প্রাণীকে বিশ্বাস করতে নেই। যদি বোধিসত্ত্ব আসা বন্ধ করে দেয় তবে তাদের কষ্ট পেতে হবে। এ ভেবে সুবর্ণহংস এবার এলে সব পালক নিয়ে নিতে সংকল্প করল। মেয়েরা মাকে বাধা দিল। কিন্তু ব্রাহ্মণী সে বাধা মানল না। সুবর্ণহংস এলে তাকে ধরে সমস্ত পালক উপড়ে নিল। অনিচ্ছায় পালক নেয়ার ফলে সমস্ত পালকই বকের পালকের মত সাদা হয়ে গেল। ব্রাহ্মণীর ইচ্ছা পূরণ হল না। পরে বোধিসত্ত্বের গায়ে নতুন পালক গজিয়ে উঠলে উড়ে চলে গেলেন। আর কখনও সে বাড়িতে এলেন না।

লোভ মানুষের স্বভাবজাত। তবে অতিলোভ করা উচিত নয়। তাই লোভ সংবরণ করা উচিত।

উপদেশ : অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

শব্দার্থ

সমজাতীকা - সমজাতীয়, জাতিস্‌সরং - জাতিস্মর, সঞ্ছন্নং - আচ্ছন্ন, সোভাগ্‌গপ্‌পত্তং - সৌভাগ্যশালী, অত্তভাবং - নিজকে, ধীতরো - কন্যাগণ; দট্‌ঠুং - দেখতে, সামি - প্রভু, বিক্কিণিত্বা - বিক্রয় করে, অন্তরান্তরা - মাঝে মাঝে, অড্‌ঢা - ধনশালী, তিরচ্ছানানাং - ইতর প্রাণীদের, সব্ব পত্তানি - সকল পালক, লুঞ্চি - উপড়ে নিল; রুচিং বিনা -

ইচ্ছার বিরুদ্ধে: বকপত্ত - বকের পালক; ন সক্খি - অসমর্থ; মহাচাটিযা - বড় মাটির জলপাত্র; সঞ্জাতপক্খো - জাতপালক; তুট্ঠব্বং - তুষ্ট থাকা উচিত; পরিহায - বিনষ্ট করল।

রাজোবাদ জাতক

অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তো তস্স অগ্গমহেসিয়া কুচ্ছিস্মিং পটিসন্ধিং গহেত্বা লদ্ধ-গব্ভপরিহারো সোত্থিনা মাতুকুচ্ছিম্হা নিক্খমি। নামগহন-দিবসে পন অকাত ব্রহ্মদত্ত-কুমারো ত্বেব নামং অকংসু। সো অনুপুব্বেরন বযপ্পত্তো সোলবস্সকালে তক্কসিলং গন্ত্বা সব্বসিপ্পেসু নিপ্পত্তিং পত্বা পিতু অচ্চযেন রজ্জে পতিট্ঠায ধম্মেন সমেন রজ্জং কারেসি, ছন্দাদিবসেন আগন্ত্বা, বিনিচ্ছযং অনুসাসি। তস্মিং এবং ধম্মেন রজ্জং কারেন্তে অমচ্চা' পি ধম্মেন এবং বোহারং বিনিচ্ছিংসু। বোহারেসু ধম্মেন বিনিচ্ছযমানেসু কুটকারকা নাম নাহেসুং। তেসং অভাবা অট্টথায় রাজঙ্গণে উপরবো পচ্ছিজ্জি। অমচ্চা দিবসং পি বিনিচ্ছযট্ঠানে নিসীদিত্বা কঞ্চি বিনিচ্ছযথায় আগচ্ছন্তা অদিস্বা পক্কমন্তি। বিনিচ্ছযট্ঠানং ছড্ডেতব্ব ভাবং পাপুণি। বোধিসত্তো চিন্তেসি - মযি ধম্মেন রজ্জং কারেন্তে বিনিচ্ছযথায় আগচ্ছন্তা নাম নত্থি, উপরবো পচ্ছিজ্জি, বিনিচ্ছযট্ঠ ছড্ডেতব্ব - ভাবং পত্তং; ইদানি মযা অত্তনো অগুণং পরিযেসিতুং বট্টতি অযং নাম মে সে অগুণোতি ঞত্বা তং পহায গুণেসু যেব বত্তিসসামী'তি পট্ঠায় "অত্থি নু মে যে কোচি অগুণবাদী'তি পরিগণ্হতো অন্তো বলঞ্জকা নং অন্তরে কঞ্চি অগুণবাদিং অদিস্বা অত্তনো গুণকথং এব সুত্বা "এতে মযহং ভযেনা'পি অগুণং অবত্বা গুণং এবং বদেয্যুং'তি বহি-বলঞ্জনকে পরিগণ্হন্তো তত্তাপি অদিস্বা অন্তোসনগরং পরিগণ্হি। তত্তাপি কঞ্চি অগুণবাদিং অদিস্বা অত্তনো গুণকথং এব সুত্বা জনপদং পরিগণ্হিস্সমী'তি অমচ্চে রজ্জং পটিচ্ছাপেত্বা রথং আরযুহ সারথিং এব গহেত্বা অঞ্ঞাতক-বেসেন নগরা নিক্খমিত্বা জনপদং পরিগণ্হমানো যাব পচ্ছন্তভূমিং গন্ত্বা কঞ্চি অগুণবাদীং অদিস্বা অত্তনো গুণকথং এব সুত্বা পচ্চন্তো সীমাতো মহামগ্গেন নগরাভিমুখে যেব নিব্বত্তি।

তস্মিং পন কালে মলিকো নাম কোসলরাজাপি ধম্মেন রজ্জং কারেন্তো অগুণগবেসকো হুত্বা অন্তো-বলঞ্জকাদিসু অগুণবাদীং অদিস্বা অত্তনো গুণকথং এব সুত্বা জনপদং পরিগণ্হন্তো তং পদেসং অগমাসি।

তে উভো'পি একস্মিং নিন্নে সকটমগ্গে অভিমুখা অহেসুং। রথস্স উক্কমনট্ঠানং নত্থি। অথ মলিক-রঞ্ঞো সারথি বারাণসিং রঞ্ঞো সারথি তব রথ উক্কামাপেহি"তি আহ। সোপি "অম্ভো সারথি তব রথং উক্কামাপেহি ইমম্হিং রথে বারাণসিরজ্জ-সামিকো ব্রহ্মদত্তো মহারাজো নিসিন্নো"তি আহ। ইতরো'পি "অম্ভো সারথি ইমস্মিং রথে কোসলরজ্জ-সামিকো মলিক মহারাজা নিসিন্নো, তব রথং উক্কমাপেত্বা অম্হাকং রঞ্ঞো রথস্স ওকাসং দেহী'তি আহ। বারাণসি রঞ্ঞো সারথি অযংপি কির রাজা যেবকিং নু খো কাতব্বং"তি চিন্তেন্তো "অথ এস উপাযো ঃ বযং পুচ্ছিত্বা দহরতরস্স রথং উক্কমাপেত্বা মহলকস্স ওকাসং দাপেস্সামী"তি সন্নিট্ঠানং কত্বা তং সারথিং কোসল রঞ্ঞো বযং পুচ্ছিত্বা পরিগণ্হন্তো উভিন্নং পি সমান বযভাবং ঞত্বা, রজ্জ পরিমাণং বলং ধনং যসং জাতি-গোত্ত-কুল পদেসংতি সব্বং পুচ্ছিত্বা, উভো'পি তিযোজন সত্তিকস্স চিন্তেত্বা, সো সারথি "তুমহাকং রঞ্ঞো সীলাচারো কিদিসো"তি পুচ্ছি। সো "অযঞ্চ অযঞ অম্হাকং রঞ্ঞো সীলাচারো"তি অত্তনো রঞ্ঞো অগুণং এব গুণতো পকাসেন্তো পঠমং গাথং আহ-

দল্হং দল্হস্স খিপতি মলিকো, মুদুনা মুদুং
সাধুং'পি সাধুনা জেতি, অসাধুংপি অসাধুনা।
এতাদিসো অযং রাজা, মগ্গ উয্যাহি সারথী'তি।

অথ নং বারাণসি-রঞ্ঞো সারথি "অম্ভো, কিং পন তযা অত্তনো রঞ্ঞো গুণা কথিতা"তি বত্বা, "আমা"তি বুত্তে যদি এতে গুণা, অগুণা পন কিদিসা"তি বত্বা "এতে তাব অগুণা হোন্তু, তুম্হাকং পন রঞ্ঞো কিদিসা গুণা"তি বুত্তে তেন হি সুণাহী" তি দুতিযং গাথং আহ-

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং, সাধুনা জিনে,
জিনে কদরিযং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং;
এতাদিসো অযং রাজা, মগ্গা উয্যাহি সারথী'তি।

এবং বুত্তে মলিকরাজা চ সারথি চ উভো'পি রথা ওতরিত্বা অসসে মোচেত্বা রথং অপনেত্বা বারাণসি রঞ্ঞো মগ্গং অদংসু। বারাণসিরাজা মলিক- রঞ্ঞো নাম "ইদঞ্চ ইদঞ্চ কাতুং বট্টতী"তি ওবাদং দত্বা বারাণসিং গন্ত্বা দানাদীনি পুঞ্ঞানি কত্বা জীবিত পরিযোসানে সগ্গপাদং পূরেসি। মলিক রাজা'পি তস্স ওবাদং গহেত্বা। জনপদং পরিগ্গহেত্বা অত্তনো অগুণবাদীং অদিস্বাব সকনগরং গন্ত্বা দানাদীনি পুঞ্ঞানি কত্বা জীবিত- পরিযোসানে সগ্গপাদং এব পূরেসি।

সারমর্ম

বারাণসী এবং কোশল এ দুটি রাজ্যের সীমা একই প্রান্তে অবস্থিত। দুটি রাজ্যে রাজত্ব করতেন যথাক্রমে রাজা ব্রহ্মদত্ত এবং মলিকরাজ। উভয় রাজার রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় ছিল। তাঁরা রাজধানীতে স্বীয় অগুণ ও অকীর্তি শুনতে না পেয়ে সীমান্তবর্তী প্রদেশে তা জানার জন্য রথ নিয়ে বের হলেন। কিন্তু কোথাও কোন অপবাদ শুনতে পেলেন না। অবশেষে দু রাজ্যের সীমানায় সংকীর্ণ রাস্তায় উভয় রাজার রথ পরস্পর মুখামুখি হল। কেউ কাউকে পথ ছেড়ে দিতে রাজি হলেন না। উভয় রথের সারথিদের মধ্যে রাজাদের বয়স, বংশ, কুল, ধন, রাজ্যের পরিধি ইত্যাদি নিয়ে তুলনা করা হয়। দেখা গেল, এসব বিষয়ে উভয় রাজা সমান গুরুত্বপূর্ণ। এবার রাজার শাসন প্রণালি নিয়ে উভয় সারথি তুলনা করতে লাগল। প্রথমে মলিকরাজ্যের সারথি বলল, তাদের রাজা কঠোরে কঠোর, মৃদুতায় মৃদু, সাধুকে সাধুতা এবং অসাধুকে অসাধুতা দিয়ে জয় করে রাজ্য শাসন করেন। একথা শুনে বারণসীরাজের সারথি বলল, তাদের রাজা রাজ্য শাসন করেন ক্রোধীকে অক্রোধের দ্বারা, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা, কৃপণকে দান দিয়ে এবং মিথ্যাবাদীকে সত্য ভাষণের দ্বারা। বারণসীরাজের রাজ্য শাসনের পদ্ধতি শুনে কোশলরাজ মলিক অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর সারথিকে রথ খুলে নিয়ে বারাণসীরাজকে পথ ছেড়ে দিতে নির্দেশ দেন। পরে বারাণসীরাজ মলিকরাজকে করণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। উভয় রাজা নিজ নিজ রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

উপদেশ : মূলত প্রেম, মৈত্রী ও ভালবাসা দিয়ে মানুষের মন জয় করাই উত্তম জয়। এ জয় ইহ-পরকালে সুখ প্রদান করে।

শব্দার্থ

রাজোবাদ (রাজ+ওবাদ) - রাজার আদেশ; সোত্থিং - নিরাপদে; মাতুকুচ্ছিম্হা - মাতৃগর্ভ হতে; নিক্খম্হি - নিষ্ক্রান্ত হলেন; সব্বাসিপ্পেসু - সকল শিল্পে; নিপ্পত্তিং - ব্যুৎপত্তি লাভ; পিতু অচ্চযেন - পিতার মৃত্যুর পর; ধম্মেন সমেন - যথাধর্ম; ছন্দাদিবসেন - ছন্দাদিবসে; বিনিচ্ছযং - শাসন কার্য; কুটট্ঠকারকা - মিথ্যা মোকর্দমাকারী; পচ্ছিজ্জি - বন্ধ হয়ে গেল; পক্খযন্তি - ফিরে যেতেন; ছড্ডেতব্ব ভাবং - ত্যাগ করার ভাব; ঞত্বা - জেনে, বত্তিস্সামি - লিপ্ত থাকব, পরিগণ্হন্তো -

পরীক্ষা করতে করতে, কঞ্চি - কাকেও, বলঞ্জকে - প্রাসাদে, দ্বারগামকে - গ্রামের দ্বারে; অঞ্ঞঞ্ঞাতক - অজ্ঞাত;অভিমুখা - মুখামুখি, অযঞ্চ - এ রকম, দলহং - কঠোর, মুদুং - মৃদুকে, অম্ভো - ওহে, বুত্তে - বললে, অলিকবাদিনং - মিথ্যাবাদীকে, ওতারিত্বা - অবতরণ করে; জীবিত - পরিযোসানে - জীবনাবসানে, পরিগ্গহেত্বা - আশ্রয় করে, পূরেসি - পূর্ণ করেন।

টীকা

তক্কসিলং: তক্ষশিলা অতীত বৌদ্ধ যুগের বিদ্যা শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম স্থান। রাজা, মহারাজা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা তাঁদের সন্তানদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় প্রেরণ করতেন। সকল রকম বিদ্যাশিক্ষা সেখানে দেয়া হত।

বিনিচ্ছযট্ঠানং: রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অতীত যুগেও বিচার বিভাগের ব্যবস্থা ছিল। বিচারের স্থান ছিল নির্দিষ্ট। রাজা ও অমাত্যগণ এখানে বসে বিচার করতেন। দোষীকে শাস্তি এবং নির্দোষীকে বিদায় দিয়ে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা হত।

সস জাতক

অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তো সসযোনিযং নিব্বত্তিত্বা অরঞ্ঞে বসতি। তস্স পন অরঞ্ঞস্স একো পব্বতপাদো একতো নদী একতো পচ্চন্ত গামকো। অপরে'পি অস্স তযো সহাযা অহেসুং- মক্কটো সিগালো উদ্দো'তি। তে চত্তারো'পি একতো বসন্তো অত্তনো গোচরট্ঠানো গোচরং গহেত্বা সাযণ্হ সমযে একতো সন্নিপতিন্তি। সসপণ্ডিতো "দানং দাতব্বং, সীল রক্খিতব্বং, উপোসথ কম্মং কাতব্বং'তি তিণ্ণং জনানং ওবাদসেন ধম্মং দেসেতি। তে অস্স ওবাদং সম্পটিচ্ছিত্বা অত্তনো অত্তনো নিবাসগুম্বং পরিসিত্বা বসন্তি।

এবং কালে গচ্ছন্তে এক দিবসং বোধিসত্তো আকাসং ওলোকেত্বা চন্দং দিস্বা "স্বে উপসথো দিবসো"তি ঞত্বা ইতরে তযো আহ- "স্বে উপোসথো, তযো পি জনা সীলং সমাদিযিত্বা উপোসথিকা হোথ, সীলে পতিট্ঠায দিন্নং দানং মহাপ্ফলং হোতি, তস্মা যাচকে সম্পত্তে তুম্হেহি খাদিতব্বাহারতো দত্বা খাদেয্যাথা"তি। তে 'সাধু'তি সম্পটিচ্ছিত্বা অত্তনো বসনট্ঠানেসু বসিত্বা পুনদিবসে তেসু উদ্দো পাতো'ব গোচরং পরিযেস্সামী" তি নিক্খমিত্বা গঙ্গাতীরং গতো।

অথ একো বালিসিকো সত্ত রোহিতমচ্ছ উদ্ধরিত্বা বলিযা আবুণিত্বা গঙ্গাতীরে বালুকায পটিচ্ছাদেত্বা মচ্ছে গণহন্তো ভস্সি। উদ্দো মচ্ছগন্ধং ঘাযিত্বা বালিকং বিযূহিত্বা মচ্ছে দিস্বা নিহরিত্বা "অথি নু খো ইমেসং সামিকো"তি তিক্খত্তুং ঘোসেত্বা সামিকং অপস্সন্তো বালযং ডসিত্বা অত্তনো বসনগুম্বে ঠপেত্বা " বেলাযং এব খাদিস্সামী"তি অত্তনো সীলং আবজ্জন্তো নিপ্পজ্জি।

সিগালো'পি নিক্খমিত্বা গোচরং পরিযেসন্তো একস্স খেত্তগোপকস্স কুটিযং দ্বে মংসসূলানি একং গোধং একঞ্চ দধিবারকং দিস্বা "অথি নু খো এতস্স সামিকো"তি তিকখত্তুং ঘোসেত্বা সামিকং অদিস্বা দধিবারকস্স উগ্গহণ-রজ্জুকং গীবায পবেসেত্বা মংস সূলানি চ গোধঞ্চ চ মুখেন ডসিত্বা নেত্বা অত্তনো সযনগুম্বে ঠপেত্বা " বেলাযং এব খাদিস্সামী" তি অত্তনো সীলাং আবজ্জন্তো নিপ্পজ্জি।

মক্কটো'পি বনসণ্ডং পবিসিত্বা অম্বপিণ্ডং আহরিত্বা বনগুম্বে ঠপেত্বা " বেলাযং খাদিসসামী'তি অত্তনো সীলং আবজ্জন্তো নিপপজ্জি। বোধিসত্তো পন বেলাযং এব নিক্খমিত্বা দব্বতিণানি খাদিস্সামী'তি অত্তনো গুম্বে যেব নিপন্নো চিন্তেসি- "মম সন্তিকং আগন্তং যাচকানং তিণানি দাতুং ন সক্কা, তিলতণ্ডলাদযো'পি মযহং ন অত্থি; সচে মে সন্তিকং যাচকো আগচ্ছিস্সতি অত্তনো সরীর- মংসং দস্সামী"তি।

তস্স সীলতেজেন সক্কস্স পাণ্ডুকম্বল-সীলাসনং উণহাকারং দস্সেসি। সো আবজ্জামানো ইমং কারণং দিস্বা "সস্রাজং বিমংসিস্মী"তি পঠমং উদ্দস্স বসনট্ঠানং গন্ত্বা ব্রাহ্মণবেসেন অট্ঠাসি, "ব্রাহ্মণ কিমত্থং ঠিতোসী"তি চ বুত্তে "পণ্ডিত, সচে কিঞ্চি আহারং লভেয্যং উপোসথিকো হুত্বা সমণধম্মং করেয্যং"তি। সো "সাধু, দস্সামি তে আহারং"তি তেন সদ্ধিং সলাপন্তো পঠমং গাথং আহ-

সত্ত মে রোহিতা মচ্ছা উদকা থলং উব্ভতা,
ইদং ব্রাহ্মণ মে অত্থি এতং ভুত্বা বনে বসা'তি।

ব্রাহ্মণো "পাতো ব তাব হোতু, পচ্ছা জানিস্সামী"তি সিগালস্স সন্তিকং গতো, তেনাপি "কিমত্থং ঠিকতোসী"তি বুত্তে তথেব আহ। সো "সাধু, দস্সামি তে আহারং"তি তেন সদ্ধিং সলপন্তো দুতিযং গাথং আহ-

দুস্সং খেত্তপালস্স রত্তিভত্তং অপাভতং,
মাংসসূলা চ দ্বে গোধা একঞ্চ দধিবারকং;
ইদং ব্রাহ্মণ, মে অত্থি, এতং ভুত্বা বনে বসা'তি।
ব্রাহ্মণো "পাতো ব হোতু, পচ্ছা জানিস্সামী"তি
মক্কটস্স সন্তিকং গতো; তেনাপি "কিমত্থং ঠিতোসী"তি
বুত্তে তথেব আহ। মক্কটো "সাধু দম্মী"তি তেন সদ্ধিং
সলপন্তো ততিযং গাথং আহ-
অম্বাপক্কোদকং সিতং সিতচ্ছাযং মনোরমং,
ইদং ব্রাহ্মণ, মে অত্থি এতং ভুত্বা বনে বসা'তি।

ব্রাহ্মণো "পাতাবো তাব হোতু, পচ্ছা জানিস্সী"তি সস পণ্ডিতস্স সন্তিকং গতো; তেনাপি "কিমত্থং ঠিতোসী"তি বুত্তে তথেব আহ। তং সুত্বা বোধিসত্তো সোমনস্সপ্পত্তো ব্রাহ্মণ, সুট্ঠু তে কতং আহারত্থায মম সন্তিকং আগচ্ছন্তেন, অজ্জাহং মযং অদিন্ন-পুব্বাদানং দস্সামি, তং পন সীলবা পাণাতিপাতং ন করিস্সসি। গচ্ছ তাত দারূনি সঙ্কড্ঢিত্বা অঙ্গারে কত্বা মযহং আরোচেসি, অহং অত্তানং পরিচ্চজ্জিত্বা অঙ্গারগব্ভে পতিস্সামি, মম সরীরে পক্কে ত্বং মংসং খাদিত্বা সমণধম্মং করেয্যসী'তি তেন সদ্ধিং সলপন্তো চতুত্থং গাথং আহ-

ন সসস্স তিলা অত্থি ন মুগ্গা নাপি তণ্ডুলা,
ইমিনা অগ্গিনা পক্কং মমং ভুত্বা বনে বসা'তি।

সক্কো তস্স কথং সুত্বা অত্তনো অনুভাবেন একং অঙ্গাররাসিং মাপেত্বা বোধিসত্তস্স আরোচেসি। সো দব্বতিণ সযনতো উট্ঠায তথ গন্ত্বা "সচে মে লোমন্তরেসু পাণকা অত্থি তে মা মরিংসু'তি বত্বা তিক্খত্তুং সরীরং বিধুনিত্বা সকসরীরং দানমুখে দত্বা লঙ্ঘিত্বা পদুমপুঞ্জে রাজহংসো বিয পমুদিত চিত্তো অঙ্গাররাসিম্হি পতি।

সো পন অগ্‌গি বোধিসত্তস্‌স সরীরে লোমকূপমত্তম্পি উণ্হং কাতং নাসক্‌খি; হিমগব্‌ভং পবিট্‌ঠো বিয অহোসি। অথ সক্কং আমন্তেত্বা " ব্রাহ্মণতযা কতো অগ্‌গি অতিসীতলো, মম সরীরে লোমকূপমত্তম্পি উণ্হং কাতুং ন সক্‌খি কিং নাম এতন্তি" আহ্। পণ্ডিতা নাহং ব্রাহ্মণো, সক্কো অহং'স্মি, তব বিমংসনত্থায আগতো"তি। সক্ক, ত্বাং তার তিট্‌ঠ সকলো'পি চে লোকসন্নিবাসো মং দানেন বিমংসেয্য নেব মে অদাতুকামন্তং পস্‌সেয্যা"তি বোধিসত্তো সীহনাদং নাদি।

অথ নং সক্কো "সসপণ্ডিত, তবগুণো সকল কপ্‌পং পাকটো হোতু"তি পব্বতং পীলেত্বা পব্বতরসং আদায চন্দমণ্ডলে সস লক্‌খণং অলিক্‌খিত্বা বোধিসত্তং আমন্তেত্বা তস্মিং বনসণ্ডে তস্মিং যেব বনগুম্বে তরুণ-দব্বতিণ পিট্‌ঠে নিপজ্জাপেত্বা অত্তনো দেবট্‌ঠানং এব গতো। তে পি চত্তারো পণ্ডিতা সম্মোদমানা সীলং পূরেত্বা উপোসথকম্মং কত্বা যথাকম্মং গতা।

সারমর্ম

অতীতে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব অরণ্যে শশককুলে জন্মগ্রহণ করে তিন বন্ধুর সাথে বাস করতেন। তাদের মধ্যে ছিল একটি বানর, একটি শৃগাল এবং একটি উদবিড়াল। বোধিসত্ত্ব বন্ধুত্রয়কে ধর্মের কথা শুনিয়ে দান, শীল ও উপোসথ পালনে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর উপদেশ মতো সকলে এক পূর্ণিমায় উপোসথ পালন ও দান দেয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে তারা সুকৌশলে দানীয় সামগ্রীও সংগ্রহ করল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব ছিলেন তৃণভোজী। তিনি কোন সামগ্রী যোগাড় করেননি। তবে মনে মনে সঙ্কল্প করলেন, যাচক এলে আজকে উত্তম দানে নিজেকে তৃপ্ত করবেন। নিজের শরীর দান করবেন। তাঁর শীলের তেজ দেবরাজ ইন্দ্রের জানা ছিল। ইন্দ্র তাঁর ত্যাগ মহিমা পরীক্ষা করার জন্য ব্রাহ্মণের বেশে একে একে অপর তিন বন্ধুর দ্বারে গিয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। পরে এলেন বোধিসত্ত্ব শশক পণ্ডিতের কাছে। ব্রাহ্মণবেশি দেবরাজ ইন্দ্র শশক পণ্ডিতের কাছে আহার দান চাইলে বোধিসত্ত্ব তাকে আগুন জ্বালাতে বললেন। আরো বললেন, তিনি জ্বলন্ত আগুনে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করবেন। দগ্ধ হলে যেন ভক্ষণ করেন। ইন্দ্র দৈববলে আগুন জ্বালালেন। শশক পণ্ডিত সে আগুনে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু আগুন তাঁকে দগ্ধ করেনি। বরং তার মনে হল যেন হিমগর্ভে প্রবেশ করেছেন। শশক পণ্ডিত এর কারণ জিজ্ঞেস করলে দেবরাজ নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁর দানের প্রশংসা করেন। দেবরাজ সে দানের স্মারক স্বরূপ চন্দ্র পৃষ্ঠে শশক চিহ্ন অঙ্কিত করে দেন।

উপদেশ : দান ও শীলগুণের কাছে অগ্নিও পরাভূত হয়।

শব্দার্থ

পচ্চন্ত গামকো - প্রত্যন্ত গ্রাম, সাযণ্হ - সন্ধ্যা, ওবাদসেন - উপদেশচ্ছলে; যাচকে - যাচককে, নিক্‌খমিত্বা - বের হয়ে, বালিকং বিযুহিত্বা - বালি অনাবৃত করে, গীবায - গলায়, ডসিত্বা - কামড়িয়ে, দব্বতিণানি - দর্ভতৃণরাশি; আবজ্জমানো - চিন্তা করে, সলপন্তো - আলাপচ্ছলে, রোহিমচ্ছ - রুইমাছ, অপাভতং - সংগৃহীত ভোজন, খেত্তপালস্‌স - ক্ষেত্রপালের, ওদকং - জল, সিতচ্ছাযা - শীতল ছায়া, সোমনস্‌সপ্‌পত্তো - পরিতুষ্ট হয়ে, অত্তনং - নিজেকে, পরিচ্ছিজ্জিত্বা - উৎসর্গ করে, তিক্‌খত্তুং - তিনবার, লঙ্ঘিত্বা - লাফ দিয়ে, হিমগব্‌ভং - হিমগর্ভে।

টীকা

উপোসথ : উপবাস শব্দ থেকে উপোসথ শব্দের উৎপত্তি। প্রতি অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে উপোসথ পালন করা হয়ে থাকে। উপোসথিকেরা দশ সুচরিত শীল অথবা অষ্টশীল পালন করেন। শীলকে আরও শক্তিশালী করতে দান ও ভাবনা অভ্যাস করেন। প্রতিজাগর, গোপাল, নির্গ্রন্থ এবং আর্য উপোসথ ভেদে উপোসথ চার প্রকার।

চন্দমণ্ডলে সস লক্‌খণ - কথিত আছে, শশক পণ্ডিতের দানের স্মৃতিকে অক্ষয় রাখতে দেবরাজ শক্র পর্বত রস দিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে শশকের চিহ্ন অঙ্কিত করেন। এজন্য লক্ষ করলে দেখা যাবে চন্দ্র পৃষ্ঠে যে কালছায়া আছে তা অনেকটা শশকের আকৃতিবিশিষ্ট।

নিগ্রোধমিগ জাতক

অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তো মিগযোনিযং পটিসন্ধিং গণ্হি। সো মাতুকুচ্ছিতো নিক্‌খন্তো সুবণ্ণবণ্ণো অহোসি, অক্‌খীনি চ অস্‌স মণিগুল সদিসানি অহেসুং, সিঙ্গানি রজতবণ্ণাসি মুখং রত্তকম্বলপুঞ্জ-বণ্ণং, হত্থপাদ-পরিযন্তা লাখা পরিকম্মতা বিয, বালধি চমরসস বিয অহোসি, সরীরং পন অস্‌স মহন্তং অস্‌সপোত কপ্‌পমানং অহোসি। সো পঞ্চসত মিগপরিবারো অরঞ্ঞে বাসং কপ্‌পেসি নামেন নিগ্রোধমিগ রাজা নাম। অবিদূরে পন অস্‌স অঞ্ঞো পি পঞ্চসত মিগপরিবারো সাখমিগ নাম বসতি, সোপি সুবণ্ণো'ব অহোসি।

তেন সমযেন বারাণসিরাজা মিগবধ পসুতো হোতি, বিনা মংসেন ন ভুঞ্জতি, মনুস্‌সানং কম্মচ্ছেদং কত্বা সব্বের নেগমে জনপদে সন্নিপাতেত্বা- দেবসিকং মিগবং গচ্ছতি। মনুস্‌সা চিন্তেসুং-অযং রাজা অম্‌হাকং কম্মচ্ছেদং করোতি,যন্নুন মযং উয্যানে মিগানং নিবাপং বপিত্বা পানীযং সম্পাদেত্বা বহুমিগে উয্যানে পবেসেত্বা দ্বারং বন্ধিত্বা রঞ্ঞো নিয্যাদেম"তি। তে সব্বে উয্যানে নিবাপতিণং রোপেত্বা উদকং সম্পাদেত্বা দ্বারং যোজাপেত্বা নাগরে আদায মুগ্‌গরাদি নানাবুধ- হত্থা অরঞ্ঞং পরিসিত্তা মিগে পরিযেসমানা "মজ্‌ঝে ঠিতে মিগে গণ্হিস্‌সাম"তি যোজনমত্তং ঠানং পরিক্‌খিপিত্বা সংখিপমানা নিগ্রোধমিগ-সাখমিগানং বসনট্‌ঠান মজ্‌ঝে কত্বা পরিক্‌খিপিংসু। অথ নং মিগ্‌গণং দিস্বা রুক্‌খগুম্বা দযো চ ভূমিঞ্চ মুগ্‌গরেহি পহরন্তা মিগ্‌গণং গহণট্‌ঠানতো নীহরিত্বা অসিত্তি-ধনু আদীনি আবুধানি উগ্‌গিরিত্বা মহানাদং নদন্তানং মিগ্‌গণং উয্যানং পবেসেত্বা দ্বারং পিধায রাজানং উপসঙ্কমিত্বা "দেব, নিবদ্ধং মিগবং গচ্ছন্তো অম্‌হাকং কম্মং নাসেথ, অম্‌হেহি অরঞ্ঞতো মিগে আনেত্বা তুম্‌হাকং উয্যানং পূরিতং, ইতো পট্‌ঠায তেসং মংসং খাদেথা"তি রাজানং আপুচ্ছিত্বা পক্কমিংসু। রাজা তেসং বচনং সুত্বা উয্যানে গন্ত্বা মিগে ওলোকেন্তো দ্বে সুবণ্ণমিগে দিস্বা তেসং অভযং অদাসি। ততো পট্‌ঠায পন কদাচি সামং আগন্ত্বা একমিগং বিজ্‌ঝিত্বা আনেতি, কদাচি অস্‌স ভত্তকারকো গন্ত্বা বিজ্‌ঝিত্বা আহরতি। মিগা ধনুং দিস্বা'ব মরণভযেন তজ্জিত্বা পলাযন্তি, দ্বে তযো পহারে লভিত্বা কিলমন্তি'পি, গিলানা'পি হোন্তি, মরণং'পি পাপুণন্তি। মিগগণো তং পবত্তিং বোধিসত্তসস আরোচেসি। সো সাখং পক্কোসাপেত্বা আহ-" সম্ম, বহুমিগা নস্‌সন্তি, একংসেন মরিতব্বে সতি ইতো পট্‌ঠায মা কণ্ডেন মিগা বিজ্ঝন্তু, ধম্মগণ্ডিকট্‌ঠানে মিগানং বারো হোতু; একদিবসং মম পরিসায বারো পাপুণাতু; একদিবসং তব পরিসাযো বারো পাপুণাতু, বারপত্তো মিগো গন্ত্বা ধম্মগণ্ডিকায সীসং ঠপেত্বা নিপ্‌পজ্জতু; এবং সন্তে মিগা বণিতা ন ভবিস্‌সন্তী"তি। সো"সাধূ"তি সম্পটিচ্ছি। ততো পট্‌ঠায বারপ্‌পত্তো'ব মিগো গন্ত্বা ধম্মগণ্ডিকায গীবং ঠপেত্বা নিপ্পজ্জি। ভত্তকারকো আগন্ত্বা তথ নিপন্নকং এব গহেত্বা গচ্ছতি।

অথেক দিবসং সাখমিগস্‌স পরিসায একিস্‌সা গব্‌ভিনী মিগিযা বারো পাপুণি। সা সাখং উপসঙ্কমিত্বা- "সামি, অহং'পি গব্‌ভিনী পুত্তকং বিজাযিত্বা দ্বে জনা বারং গমিস্‌সাম, মযহং বারং অতিক্কমেহী'তি আহ। সো "নসক্কা তব্‌বারং অঞ্ঞেসং পাপেতুং, ত্বং এব তুযহং পত্তং জানিস্‌সসি, গচ্ছাহী"তি আহ। সা তস্‌স সন্তিকা

অনুগ্গহং অলভমানা বোধিসত্তং উপসঙ্কমিত্বা তং অত্থং আরোচেসি। সে তস্স বচনং সুত্বা " হোতু গচ্ছ ত্বং, অহং তে বারং অতিক্কমেসসামী"তি সযং গন্ত্বা ধম্মগণ্ডিকায সীসং কত্বা নিপ্পজ্জি। ভত্তকারকো তং দিস্বা "লদ্ধাভযো মিগরাজা" গণ্ডিকায নিপন্নো, ধম্মগণ্ডিকায, কিন্নু কারণং"তি বেগেন গন্ত্বা রঞ্ঞো আরোচেসি। রাজা তাবদেব রথং আরুয্হ মহন্তেন পরিবারেন আগন্ত্বা বোধিসত্তং দিস্বা আহ- "সম্ম মিগরাজ, ন নু মযা তুযহং অভযং দিন্নং, কস্মা তং ইধ নিপন্নো"তি?-মহারাজ, গব্ভিনী মিগী আগন্ত্বা মম বারো অঞ্ঞস্স পাপোহীতি আহ, ন সক্কা খো পন মযা একস্স মরণদুক্খং অঞ্ঞস্স উপরি পক্খিতুং স্বাহং অত্তনো জীবিতং তস্সা দত্বা তসসো সন্তিকং মরণং গহেত্বা ইধ নিপন্নো, মা অঞ্ঞং কিঞ্চি আসকখিত্থ মহারাজ"তি। রাজা আহ-"সামি, সুবণ্ণমিগরাজ মযা তাদিসো খন্তি- মেত্তানুদ্দনসম্পন্নো মনুস্সেসু পি সে ন দিট্ঠপুব্বো, তেন তে পসন্নো'স্মি; উট্ঠেহি তুযহঞ্চ তস্সা চ অভযং ধম্মী"তি।

দ্বীহি অভযে লদ্ধে, অবসেসা কিং করিস্সন্তি নরিন্দা"তি "অবসেসানং পি অভযং ধম্মি সামী"তি। মহারাজ এবং'পি উয্যানে যেব মিগা অভযং লভিস্সন্তি, সেসা কিং করিস্সন্তী"তি?- "এতেসং'পি অভযং ধম্মি সামী"তি। -"মহারাজ, চতুপ্পদা তাব অভযং লভন্তু, দ্বিজাগণা কিং করিসন্তী"তি। -"এতেসং'পি ধম্মি, সামী"তি। -"মহারাজ, দ্বিজগ্ণা তাব অভযং লবিস্সন্তি, উদকে বসন্তা মচ্ছা কিং করিস্সন্তীতি।- "এতেসং'পি অভযং ধম্মি সামী"তি।

এবং মহাসত্তো রাজানং সব্ব সত্তানং অভযং যাচিত্বা উট্ঠায় রাজানং পঞ্চেসু সীলেসু পতিট্ঠাপেত্বা ধম্মংচর মহারাজা, মাতাপিতুসু পুত্তধীতাসু ব্রাহ্মণ গহপতিকেসু নেগম জনপদেসু ধম্ময চরন্তো সমং চরন্তো কাযসস ভেদা সুগতিং সগ্গং লোকং গমিসস্সী"তি রঞ্ঞো বুদ্ধলীলহায ধম্মং দেসেত্বা কতিপাহং উয্যানে বসিত্বা রঞ্ঞো ওবাদাং দত্বা মিগগণ পরিভুতো অরঞ্ঞং পাবিসি।

সা'পি খো; মিগধেনু পুপফ্কণিকা সদিসং পুত্তং বিজাযি। সো কীলমানো সাখ মিগস্স সন্তিকং গচ্ছিত। অথ নং মাতা তসস সন্তিকং গচ্ছন্তং দিস্বা "পুত্ত, ইতো পট্ঠায় মা এতস্স সন্তিকং গচ্ছ, নিগ্রোধস্স এব সন্তিকং গচ্ছেয্যাসী"তি ওবদন্তি ইমং গাথং আহ-

নিগ্রোধ এব সেবেয্য, ন সাখং উপসংবসে,
নিগ্রোধস্মিং মতং সেয্যো যঞ্চে সাখম্মিং জীবিত'ন্তি।

ততো পট্ঠায় চ পন অভয-লদ্ধকা মিগা মনুস্সানং সস্সানি খাদন্তি। মনুস্সা "লদ্ধভযা ইমে মিগা"তি পহরিতং বা পলাপেতুং বা ন বিসহন্তি। তে রাজঙ্গণে সন্নিপতিত্বা রঞ্ঞো তং অওং আরোচেসুং। রাজা "মযা পসন্নেন নিগ্রোধামিগরাজস্স বরো দিন্নো, অহং রজ্জং জহেয্যং ন চ তং পটিযঞ্ঞং গচ্ছথ, ন কোচি মম; বিজিতে মিগে পহরিতুং লভতী"তি। নিগ্রোধামিগ তং পবত্তিং সুত্বাং মিগ্গণং সন্নিপাতেত্বা, "ইতো পট্ঠায় পরেসং সস্সং খাদিতুং ন লভথা"তি মিগে বারেত্বা মনুস্সানং আরোচাপেসি- "ইতো পট্ঠায় সস্সকারকা মনুস্সা সস্স রকখনত্থং বতিং মা করোন্ত, খেত্তং পন আবিজ্ঝিত্বা পন্ন সঞ্ঞং বন্ধন্ত"তি। ততো পট্ঠায কির খেত্তেসু পণ্ণবন্ধন-সঞ্ঞং উদাদি। ততো পট্ঠায় পণ্ণ - সঞ্ঞং অতিক্কমনক- মিগো নাম নত্থি অযং কির নেসং বোদিসত্তো লদ্ধ-ওবাদো।

এবং মিগ্গণং ওবদিত্বা বোধিসত্তো যাবতাযুকং ঠত্বা সদ্ধিং মিগেহি যথাকম্মং গতো। রাজাপি বোধিসত্তস্স ওবাদে ঠত্বা পুঞ্ঞানি কত্বা যথাকম্মং গতো।

সারমর্ম

অতীতে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব মৃগকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রমে নিগ্রোধমৃগ নামধারণ করে পাঁচশত মৃগের অধিপতি হন। পাশে শাখামৃগ দলপতিরও পাঁচশত মৃগ ছিল। রাজার তুষ্টি বিধানের জন্য একদিন গ্রামবাসীরা বনের সমস্ত মৃগ তাড়িয়ে এনে রাজার উদ্যানে আবদ্ধ করল। এ খবর পেয়ে রাজা উদ্যানে মৃগ দেখতে এলেন। রাজা সুদর্শন দুটি মৃগপতিকে হত্যা না করার জন্য বলে দিয়ে চলে গেলেন। একদিন রাজার পাচক হরিণ বধ করতে এসে নিগ্রোধমৃগকে যূপকাষ্ঠে পতিত দেখে এ খবর রাজাকে জানাল। রাজা এসে ঘটনা জানতে চাইলে বোধিসত্ত্ব বললেন, গর্ভিণী শাখামৃগী তার জীবন রক্ষার জন্য তাঁর নিকট প্রার্থনা করে। অথচ পালা অনুযায়ী সেদিন গর্ভিণী মৃগীর বধ্যস্থানে গিয়ে পড়ে থাকার কথা। বোধিসত্ত্ব প্রাণ দিতে কাউকে পাঠাতে পারেন না। তাই গর্ভিণী মৃগীর জীবন রক্ষার্থে নিজে বধ্যস্থানে এসে উপস্থিত হলেন। রাজা বোধিসত্ত্বের কথা শুনে অভিভূত হলেন। শুধু পশু কেন মানব কুলেও এরূপ মহত্ত্ব বিরল। বোধিসত্ত্বের ত্যাগে মুগ্ধ হয়ে রাজা নিগ্রোধমৃগ এবং গর্ভিণী মৃগী উভয়ের জীবনের জন্য অভয় দিলেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব যূপকাষ্ঠ থেকে উঠলেন না । তিনি রাজার নিকট ক্রমে সকল মৃগ, স্থলচর, জলচরসহ সমস্ত প্রাণীর জন্য অভয়দান গ্রহণ করে উঠলেন। পরে রাজাকে বোধিসত্ত্ব পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করেন। সর্বজীবে দয়া যে মহৎ গুণ বোধিসত্ত্ব রাজাকে এ ধর্মবাণীতে উদ্বুদ্ধ করেন। সেদিন থেকে রাজা প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়ে ধর্মময় জীবন যাপন করেন।

উপদেশ : সর্বজীবের প্রতি মৈত্রী ও করুণা প্রদর্শন করা মহৎ গুণ ।

শব্দার্থ

পটিসন্ধিং - প্রতিসন্ধি, অক্খিণি - চোখদ্বয়, মনুস্সানং - মানুষদের : উয্যানে - উদ্যানে, মুগ্গরাদি - মুদগত ইত্যাদি, যোজনমত্তং - যোজনপ্রমাণ, আপুচ্ছিত্বা - জিজ্ঞেস না করে, কিলমন্তি - কষ্ট পেয়ে, পক্কোসাপেত্বা - ডেকে, নিপ্পজ্জতু - নিপতিত হবে, অতিক্কমেহি - অতিক্রম করুন, ভত্তকারকো - পাচক, মরণদুক্খং - মৃত্যু দুঃখ, খন্তি মেত্তানুদ্দয - ক্ষান্তি, মৈত্রী ও দয়া; চতুপ্পদা - চতুষ্পদ, দম্মি - দিচ্ছি, সব্ব সত্তানং - সকল সত্ত্বকে, পুপ্ফকণিকা - ফুলের কণিকা, ওবদন্তি - উপদেশ প্রদান করে, উপসংবসে - এক সাথে বাস, ন বিসহং - অসমর্থ।

বণ্ণপথ জাতক

অতীতে কাসীরট্ঠে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তো সত্থবাহকুলে পটিসন্ধিং গহেত্বা বযপ্পত্তো পঞ্চহি সকটসতেহি বণিজ্জং করোন্তো বিচরতি। সো একদা সট্ঠিযোজনিকং মুরুকন্তারং পটিপজ্জি। তস্মিং কন্তারে সুখমবালিকা মুট্ঠিনা গহিতা হত্থে ন তিট্ঠতি, সুরিযুগ্গমনতো পট্ঠায অঙ্গাররাসি বিয উণ্হা হোতি, ন সক্কা অক্কমিতুং, তস্মা তং পটিপজ্জন্তা দারুদকতেল তণ্ডুলাদীনি সকটেহি আদায রত্তিং এব গন্ত্বা অরুণুগ্গমনে সকটানি পরিবত্তং কত্বা মত্থকে মণ্ডপং কারেত্বা কালস্স এব আহারকিচ্চং নিট্ঠপেত্বা ছাযায নিসিন্না দিবসং খেপেত্বা অত্থং গতে হোতি, থলনিযামকো নাম লদ্ধুং বট্টতি, সো তারটক সঞ্ঞায সত্থং তারেতি। সো'পি সত্থবাহো তস্মিংকালে ইমিনা'ব নিযামেন তং কন্তারং গচ্ছন্তো একূন সট্ঠিযোজনানি গন্ত্বা "ইদানি একরত্তেন এব মরুকন্তরা নিক্খমনং ভবিস্সতী"তি সাযমাসং ভুঞ্জিত্বা সব্বং দারূদকং খেপেত্বা সকটানি যোজেত্বা

পাযাসি। নিযামকো পুরিম- সকটে আসন্দিং সন্তরাপেত্বা আকাসে তারকা ওলোকেত্তা "ইতো পাজেথ"তি বগমানো নিপজ্জি।

সো দীগং অদ্ধানং অনিদ্দাযনুভাবেন কিলন্তো নিদ্দং ওক্কামি, গোণে নিবত্তিত্বা আগতমগ্গং এব গণ্হন্তে ন অঞ্ঞাসি। গোণ সব্বরত্তিং অগমংসু। নিযামকো অরুণগ্গমন বেলায পবুদ্ধো নক্খত্তং ওলোকেত্বা সকটানি নিবত্তেথ "নিবত্তেথা"তি আহ। সকটনি পটিপাটিং কারোন্তানং যেব অরুণো উগ্গমনো মনুস্সা "হিয্যো অমহাকং নিবিট্ঠ খন্ধবারট্ঠানং এব এতং দারুকং' পি নো খীণং ইদানি অম্হা নট্ঠ"তি সকটানি মোচেত্বা পরিরত্তকেন ঠপেত্বা মথকে মণ্ডপং কত্বা অত্তনো অত্তনো সকটস্স হেট্ঠা অনুসোচেন নিপজ্জিংসু।

বোধিসত্তো "মযি বিরিযং ওস্সজন্তে সব্বে বিনস্সিস্সন্তী"তি পাতো সীতল বেলাযং এব অহিণ্ডতো একং দব্বিতিণ-গচ্ছং দিস্বা "ইমানি তিণানি হেট্ঠা উদকাসিনেহেন উট্ঠিটানি ভবিস্সন্তী"তি চিন্তেত্বা কুদ্দালং গাহাপেত্বা তং পদেসং খণাপেসি। সট্ঠিহত্থট্ঠানং খণিংসু। এত্তকং ঠানং খনিত্বা পহরন্তানং কুদ্দালো হেট্ঠা তব্বং"তি ওতরিত্বা পাসাণে ঠিতো ওনমিত্বা সোতং ওদহিত্বা সদ্দং আবজ্জেন্তো হেট্ঠা উদকস্স পবত্তন-সদ্দং সুত্বা উত্তরিত্বা চলপট্ঠকং আহ- "তাত, তযা বিরিয়ে ওসট্ঠে সব্বে বিনস্সিস্সামী'তি তং বিরিযং অনোস্সজিত্বা ইমং অযকূটং গহেত্বা আবতং ওতরিত্বা এতস্মিং পাসাণে পহারং দেহী"তি। সো তস্স বচনং সম্পটিচ্ছিত্বা, সব্বেসু বিরিযং ওস্সজ্জিত্ব ঠিতেসু'সি বিরিযং অনোস্সজিত্বা ওতরিত্বা পাসাণে পহারং অদাসিং। পাসাণো মজ্ঝে ভিজ্জিত্বা হেট্ঠা পতিত্বা সোতং সন্নিরুম্ভিত্বা উট্ঠাসি। তালক্খন্ধপ্পামানা উদকবট্টি উগ্গঞ্চি। সব্বে পানীযং পিবিত্বা নহাযিংসু। অতিরেকানি অক্খযুগাদিনী ফালেত্বা যাগুভত্তং পচিত্বা ভুঞ্জিত্বা গোণে চ ভোজেত্বা সূরিয়ে অত্থং গতে উদকাবাটসমীপে ধজং বন্ধিত্বা ইচ্ছিট্ঠানং অগমিংসু। তে তথ ভণ্ডং বিক্কিণিত্বা দিগুণং চতুগ্গুণং ভোগং লভিত্বা অত্তনো বসনট্ঠানং এব অগমিংসু। তে তথ যাবতযুকং ঠত্বা যথাকম্মং গতা। বোধিসত্তো'পি দানাদীনি পুঞ্ঞানি কত্বা যথাকম্মং এব গতো।

সারমর্ম

অতীতে কাশীরাজ্যে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব সার্থবাহকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচশত শকট নিয়ে নানা স্থানে বাণিজ্য করতেন। একবার তিনি ষাট যোজন পরিমিত মরুকান্তার অতিক্রম করে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তারা দিনের বেলায় উষ্ণতা নিবারণের জন্য তাবু খাটিয়ে বিশ্রাম নিতেন এবং রাতের বেলায় পথ অতিক্রম করতেন। আকাশের নক্ষত্র দেখেই দিক নির্ণয় করে চলতেন। এভাবে যেতে যেতে আর মাত্র এক যোজন পথ বাকি আছে। সে রাতের শেষে তারা লোকালয়ে পৌঁছার কথা। তাই শেষ যাত্রা হিসেবে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া কাঠ ইত্যাদি ভারী রন্ধন উপকরণ ফেলে দিয়ে সন্ধ্যায় যাত্রা করলেন। পথে নিয়ামক ঘুমিয়ে পড়লেন। গরুগুলো পথ পরিবর্তন করে উল্টোপথে সারা রাত চলল। নিয়ামক হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে শকট থামালেন। কিন্তু তখন রাত ভোর হয়ে গেল। সকলে নিজ নিজ শকট খুলে তাবু পেতে নিল। খাদ্য কিছু থাকলেও পানি পাবে কোথায়? তাই বোধিসত্ত্ব সকালের শীতল হাওয়ায় বের হলেন জলের সন্ধানে। তিনি এক জায়গায় দর্ভতৃণ দেখে মাটির নিচে জল আছে কিনা অনুচরদের মাটি খনন করতে নির্দেশ দিলেন। মাটির তলদেশে পাওয়া গেল বিরাট পাষাণখণ্ড। এটাকে ভেদ করার জন্য তিনি অনুচরদের মধ্যে বীর্য উৎপাদক শক্তি যোগালেন। আঘাতের পর আঘাতে পাষাণ ফেটে জল বের হল। সকলে ইচ্ছামত জল ব্যবহার করে প্রাণরক্ষা করল।

উপদেশ : বীর্যের মাধ্যমে সকল বাধা অতিক্রম করা যায়।

শব্দার্থ

থলনিযামকো - স্থলপথ নির্দেশক, উণ্হা - গরম; দারুকান - কাষ্ঠ দ্বারা; তারক - সঞ্ঞায় - নক্ষত্র দেখে, মরুকন্তরা - মরুভূমি; অনিদ্ধাযেন - অনিদ্রায়, অরুণোগ্গমনো - অরুণোদয়, দব্বতিণ - দর্ভতৃণ; কুদ্দালং - কোদাল, ওস্সজিংসু - প্রয়োগ করল, উগ্গঞ্ছি - উত্থিত হল; অত্থং গতো - অস্তগতে।

টীকা

তারকসঞ্ঞা : সমুদ্রে কিংবা মরুকান্তারে সেকালে গমনের উপায় ছিল তারকা সম্পর্কিত জ্ঞান। নিয়ামকগণ ছিলেন এ জ্ঞানে পারদর্শি। রাত্রে আকাশের নক্ষত্র দেখে তারা সমুদ্র কিংবা মরুকান্তা পথ নির্দেশ করতেন।

জবসকুণ জাতক

অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তো হিমবন্তপদসে রুক্খকোট্ঠক সকুণো হুত্বা নিব্বত্তি। অথ একস্স সীহস্স মংসং খাদন্তস্স অট্ঠি গলে লগ্গি, গলো উদ্ধমাযি, গোচরং গণ্হিতং ন সক্কোতি। খরা বেদনা বত্তন্তি।

অথ নং সো সকুণো গোচরপসুতো দিস্বা সাখায় নিলীনো "কিং তে সম্ম দুক্খং"তি পুচ্ছি। সো তাং অত্তনো আচিক্খি, "অহং তে সম্ম এতঙ অট্ঠিং অপনেয্যং, ভযেন পন তে মুখ ন পবিসিতুং বিসহামি, খাদেয্যাসি মং"তি।

"মা ভাযি সম্ম, নহিং তাং খাদামি জীবিতং মে দেহী"তি। সো "সাধূ"তি পসসেন নিপজ্জাপেত্বা কো জানাতি কিং পি এসা করিস্সতী"তি চিন্তেত্বা যথা মুখং পিদহিতুং ন সক্কোতি তথা তস্স অধরোট্ঠে চ উত্তরোট্ঠে চ দণ্ডকং ঠপেত্ব মুখং পবিসিত্বা অট্ঠিকোটিং তুণ্ডেন পহরি। অট্ঠি পতিত্বা গতং।

সো অট্ঠিং পাতেত্বা সীহস্স মুখতো নিক্খমন্তো দণ্ডকং তুন্ডেন পহরিত্বা পাতেন্তো নিক্খমিত্বা সাখাগ্গে নিলীযি। সীহো নীরোগো হুত্বা এক দিবসং বনমহিসং বধিত্বা খাদতি। সকুণো 'বিমংসিস্সামিক নং'তি তস্স উপরিভাগে সাখায নিলীযিত্বা তেন সদ্ধিং সলাপন্তো পঠমং গাথং আহ-

অকরমংসে তে কিচ্চং যং বলং অহুবম্হমে,
মিগরাজ নমো ত্যত্থু, অপি কিঞ্চি লভামসে।
তং সুত্বা সীহো দুতিয গাথং আহ-
মম লোহিত ভক্খস্স নিচ্চং লুদ্দানি কুব্বতো,
দন্তন্তরগতো সন্তো তং বহুং যং কিঞ্চি জীবসী'তি।
তং সুত্বা সকুণো ইতরো দ্বে গাথা অভাসি-
অকতঞ্ঞুং অকত্তারং কতস্স অপ্পটিকারকং,
যস্মিং কতঞ্ঞুতা নত্থি নিরত্থা তস্স সেবনা।
যসস সম্মুখচিন্নেন মিত্তধম্মো ন লভতি;
অনুসুয্যং অনক্কোসং সনিকং তম্হা অপক্কমে"তি।
এবং বত্বা সো সকুণো পক্কামি।

২০২৫

সারমর্ম

অতীতে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব কাঠঠোকরা পাখিরূপে জন্ম নিয়ে হিমবন্ত প্রদেশে বাস করতেন। একদিন এক সিংহ গলায় হাড় ফুটে অসীম যন্ত্রণায় ভুগছিল। বোধিসত্ত্ব সিংহের যন্ত্রনা দেখে তাকে সাহায্য করতে এলেন। সিংহের অনুরোধে কৌশলে বোধিসত্ত্ব তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে গলার হাড় বের করে আনলেন। সিংহ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল।

কিছুদিন পর সিংহ এক বন্য মেষ মেরে খাচ্ছিল। বোধিসত্ত্ব পাশের গাছে বসে সিংহকে পরীক্ষা করার জন্য প্রতিদান হিসেবে কিছু খাবার চাইলেন। কথা শুনে সিংহ রেগে গেল এবং বলল, তার গলায় মাথা ঢুকিয়ে বের হতে পেরেছে সেই সৌভাগ্য। এর চেয়ে প্রতিদান আর কি আছে? একথা শুনে বোধিসত্ত্ব তার সঙ্গ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

উপদেশ : যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না তার সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত।

শব্দার্থ

খাদন্তস্স - খাবার সময়; উদ্ধুমায়ি - ফুলে উঠল; গোচর পসুতো - খাদ্যান্বেষণে; আচিক্খি - জিজ্ঞেস করলেন, নিপজ্জাপেত্বা - শোয়ায়ে, তুন্ডেন - ঠোঁট দ্বারা, নিক্খমিত্বা - বের হয়ে, নিলীযিত্বা - লীন হয়ে, অকরমহসে - করেছি, অত্থুবমহসে? - স্মরণ হয় কি?, দন্তন্তরতো - দাঁতের ভিতর গমন, অকতঞ্ঞু - অকৃতজ্ঞ, বিবথা - নিরর্থক।

কুরুঙ্গমিগ জাতক

অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তো কুরুঙ্গমিগো হুত্বা অরঞ্ঞে একস্স সরস্স অবিদূরে একস্মিং গুম্বে বাসং কপ্পেসি। তস্সেব সরস্স অবিদূরে একস্মিং রুক্খগ্গে সতপত্তো নিসীদি, সরস্মিং পন কচ্ছপো বাসং কপ্পেসি। এবং তে অযো'পি সহাযা অঞ্ঞমঞ্ঞং পিযসংবাসং বসিংসু।

অথ একো মিগলুদ্দকো অরঞ্ঞে চরন্তো পানীযতীথে বোধিসত্তস্স পদবলঞ্জং দিস্বা লোহনিগল সদিসং বদ্ধমযং পাসং ওড্ডেত্বা অগমাসি। বোধিসত্তো পানিযং পাতং আগতো পঠম যামে যেব পাসে বজ্ঝিত্বা বদ্ধরবং রবি। তসস তেন সদ্দেন রুকখতো সতপত্তো উদকতো চ কচ্ছপো আগন্ত্বা "কিন্নু খো কাতব্বং"তি মন্তযিংসু। অথ সতপত্তো কচ্ছপং আমন্তেত্বা "সম্ম, তব দন্তা অত্থি, তং ইমং পাসং ছিন্দথ, অহং গন্ত্বা যথা সো নাগচ্ছতি তথা করিস্সামি। এবং অম্হেহি দ্বীহি'পি কতপরক্কমেন সহাযো নো জীবিতং লভিস্সতী"তি ইমং অত্থং

পকাসেন্তো পঠমং গাথং আহ-

ইংঘ বদ্ধমযং পাসং ছিন্দ দন্তেহি কচ্ছপ,
অহং তথা করিস্সামি যথা নেহিতি লুদ্ধকো'তি।

কচ্ছপো চম্মবরত্তং খাদিতুং আরভি। সতপত্তো লুদ্দস্স বসনগামং গতো। লুদ্দো পচ্চুসকালে যেব সত্তিং গহেত্বা নিক্খমি। সকুণো তস্স নিক্খমনং ভাবং ঞত্বা বসিত্বা পক্খে পপ্পোঠেত্বা তং পুরেদ্বারেন নিক্খমন্তং মুখে পহরি।

লুদ্দো কালকণ্ণী সকুণেন অম্হি পহটো” তি নিবত্তিত্বা থোকং সযিত্বা পুন সত্তিং গহেত্বা উট্ঠাসি। সকুণো “অযং পঠমং পুরেদ্বারেন নিক্খন্তো, ইদানি পচ্ছিমদ্বারেন নিখমিস্সতী”তি ঞত্বা পচ্ছি-গেহে নিসীদি।

লুদ্দো'পি পুরেদ্বারেন নিক্খমন্তেন কালকণ্ণী সকুণো দিট্ঠো, ইদানি পচ্ছিম-দ্বারেন নিক্খমি, সকুণো পুন বসিত্বা গন্ত্বা মুখে পহরি।

লদ্দো পুন পি কালকণ্ণী সকুণেন গহতো “ন মে এস নিক্খমিতুং দেতী”তি নিব্বত্তিত্বা যাব অরুণুগ্গমনা সাযিত্বা অরুণবেলায় সত্তিং গহেত্বা নিক্খমি। সকুণো বেগেন গন্ত্বা “লুদ্দো আগচ্ছতী”তি বোধিসত্তস্স কথেসি। তস্মিং খণে কচ্ছপেন একমেব বদ্ধং ঠপেত্বা সেসবরত্বা খাদিত্বা হোন্তি দন্তা পন অস্স পতনাকারপ্পত্তা জাতা মুখং লোহিত-মক্খিতং। বোধিসত্তো লুদ্দপুত্তং সত্তিং গহেত্বা অসনিবেগেন আগচ্ছন্তং দিস্বা তং বদ্ধং ছিন্দিত্বা বনং পাবিসি। সকুণো রুক্খগ্গে নিসীদি। কচছপো দুব্বলতা তত্থেব নিপজ্জি। লুদ্দো কচ্ছপং পসিব্বকে পক্খিপিত্বা একস্মিং খণ্ডুকে লগ্গেসি।

বোধিসত্তো নিব্বত্তিত্বা ওলোকেন্তো কচ্ছপস্স গহিতভাবং ঞত্বা “সহাযস্স জীবিতদানং দস্সামী”তি দুব্বলো বিয হুত্বা লুদ্দস্স অত্তানং দসেসি। সো দুব্বলো এস ভবিস্সতি, মারেস্সামিং'তি সত্তিং আদায অনুবন্ধি। বোধিসত্তো নাতিদূরে নচ্চাসন্নে গচ্ছন্তো তং আদায অঞ্ঞেন মগ্গেন বাতবেগেন গন্ত্বা সিঙ্গেন পসিব্বকং নিক্খিপিত্বা ভূমিযং পাতেত্বা কচ্ছপং নীহরি। সতপত্তো'পি রুক্খে ওতরি।

বোধিসত্তো দ্বিন্নং'পি ওবাদং দদমানো “অহং তুম্হে নিস্সায জীবিতং লভিং, তুম্হেহি'পি সহাযস্স কত্তব্বং মযহং কতং, ইদানি লুদ্দো আগন্ত্বা তুম্হে গণ্হেয্য, তস্মা সম্ম, সতপত্তো তং অত্তনো পুত্তকে গহেত্বা অঞ্ঞত্থ যাহি, ত্বং হি সম্ম কচ্ছপ উপকং পাবিসী”তি আহ। তে তথা অকংসু।

কচ্ছপো পাবিসি বারিং কুরুঙ্গো পাবিসি বনং,

সতপত্তো দুমগ্গম্হা দূরে পুত্তে অপানযী'তি।

লুদ্দো তং ঠানং আগন্ত্ব কঞ্চি অপস্সিত্বা ছিন্ন পসিব্বকং গহেত্বা দোমনস্সপ্পত্তো অত্তনো গেহং অগমাসি। তে পি তযো সহাযা যাবজীবং বিস্সাসং অচ্ছিন্দিত্বা যথাকম্মং গতা।

সারমর্ম

অতীতে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব কুরঙ্গমৃগ কুলে জন্ম নেন। তাঁরা ছিলেন তিন বন্ধু। কুরঙ্গ মৃগ, শতপত্র বক ও কচ্ছপ। একদিন এক ব্যাধের জালে বোধিসত্ত্ব দৈবাৎ আবদ্ধ হন। শতপত্র এবং কচ্ছপ একত্রিত হয়ে বন্ধুর প্রাণ রক্ষায় তৎপর হল। কচ্ছপকে জালের রশি কাটতে দিয়ে শতপত্র ব্যাধের ঘরের চালে গিয়ে বসে রইল। ঘুম ভাঙ্গার সাথে সাথে ব্যাধ শিকারের জন্য বের হলেই শতপত্র উড়ে গিয়ে ব্যাধের নাকে মুখে আঘাত করে। ব্যাধ এতে কুলক্ষণ ভেবে আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর ব্যাধ ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে বের হতে গেলে শতপত্র বক আবার আঘাত করে। তাতেও অমঙ্গল হবে ভেবে ঘরে ঢুকল। অরুণ উদয়ে ব্যাধ উঠে শিকারের উদ্দেশ্যে বের হল।

২০১৯

এদিকে শতপত্র বক দ্রুত উড়ে দিয়ে বন্ধুদের একথা জানল। কচ্ছপ প্রাণপনে রশি কাটতে কাটতে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ল। তার মুখ রক্তাক্ত হয়ে গেল। ইতোমধ্যে ব্যাধ এসে পড়লে অবশিষ্ট বন্ধন ছিন্ন করে বোধিসত্ত্ব বনে পলায়ন করলেন। ব্যাধ দৃশ্যটি দেখতে পেল। সে কচ্ছপটিকে থলিতে নিয়ে গাছের ডালে রেখে বোধিসত্ত্বের দিকে ধাবিত হল। ব্যাধ অনেক দূর চলে গেলে বোধিসত্ত্ব তড়িৎ বেগে ফিরে এসে বন্ধু কচ্ছপকে থলি থেকে মুক্ত করে জলাশয়ে চলে যেতে বলল। শতপত্রকে সপরিবারে পলায়ন করতে বলে নিজেও গভীর কাননে চলে গেলেন।

উপদেশ : বিপদে বন্ধুর পরিচয় হয়।

শব্দার্থ

সরস্স - সবোবরের; অরঞ্ঞ - বনে; পদবলঞ্জ -পদচিহ্ন, লোহনিগল- লৌহনিগড়, কতপক্কমেন- কৃত পরাক্রম দ্বারা, লুদ্দকো - ব্যাধে, ওড্ডেত্বা - বিস্তার করে, বদ্ধরবং - বন্ধন রব; ইং - এস, চম্মরজ্জুং - চর্মরজ্জু; কালকন্নী - কুলক্ষণ, লোহিত মক্খিতং- রক্তাক্তমুখ, অসনিবেগেন - অশনিবেগে, অত্তানং - নিজকে, নচ্চাসন্নে - নিকটে নয়, অঞ্ঞত্থ - অন্যত্র, ছিন্নপসিব্বকং - ছিন্নথলি।

টীকা

কালকণ্নিসকুণো : সুদূর অতীত হতে বর্তমানকাল অবধি বিচার বিদ্যমান। এ সংস্কারজাত বোধ থেকে মানুষ এখনও পরিত্রাণ পায়নি। কালকণ্নি বা কুলক্ষণে পাখি হয়ে শতপত্র বক মানুষের এ দুর্বলতাকে কাজে লাগাল। শতপত্র বার বার ব্যাধকে শিকার সংগ্রহে বিলম্ব ঘটায়। তাতে বোধসত্ত্বের জীবন রক্ষা পায়।

ফল জাতক

অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তো সেট্ঠিকুলে নিব্বত্তিত্বা বয়প্পত্তো পঞ্চহি সকট সতেহি বণিজ্জাং কারেন্তো। একস্মিং কালে মহাবত্তনি অটবিং পত্বা অটবীমুখে ঠত্বা সব্বে মনুস্সে সন্নিপাতেত্বা "ইমিস্সা অটবিযা বিসরুক্খা নাম হোন্তি যেব, পুব্বে তুম্হেতি অপরিভুতং যং কিঞ্চি পত্তং বা ফলং বা মং অপরিপুচ্ছিত্বা মা খাদিথা"তি আহ।

তে "সাধূ"তি সম্পটিচ্ছিত্বা অটবিং ওতরিংসু। অটবীমুখে চ একস্মিং গামদ্বারে বিসফলরুক্খো নাম অত্থি। তস্স খন্ধ সাখা পলাস পুপ্ফকানি অম্বসদিসেনেব হোন্তি, ন কেবলং বণ্ণসণ্ঠ নিতোবণ্ণ গন্ধরসেহি পি অসস আম পক্কানি ফলানি অম্বফল সদিসানি এব খাদিতানি পন হলাহল বিসং বিয তং খণং যেব জীবিতক্খযং পাপেতি। পুরতো গচ্ছন্তা একচ্চে লোল পুরিসো- "অম্বরুক্খা অযং'তি সঞ্ঞায় ফলানি খাদিংসু, একচ্চে সত্থবাহ পুচ্ছিত্বা এব খাদিস্সামা"তি হত্থেন গহেত্বা অট্ঠংসু। তে সত্থাবাহে আগতে "অয্য ইদানি ফলানি খাদামা"তি পুচ্ছিংসু।

বোধিসত্তো "নাযং অম্বরুক্খো'তি" কিংফলরুক্খো নাম এস ন অম্বরুক্খো, মা খাদিথা"তি বারেত্বা যে খাদিংসু তে' পি বমাপেত্বা চতুমধুরং আরোগে অকাসি।

পুব্বে পন ইমস্মিং রুক্খমুখে মনুস্সা নিবাসং কপ্পেত্বা অম্বফলানী'তি ইমানি বিসফলানি খাদিত্বা জীবিতকখযং পাপুণন্তি। পুনদিবসে গামবাসিনো নিক্খমিত্বা মত মনুস্সে দিস্বা সকটং গহেত্বা গচ্ছন্তি।
তে তং দিবসং'দি নিগমনকালে যেব মযহং বলিবদ্দা ভবিস্সন্তি মযহং সকটং মযং ভণ্ডং'তি বেগেন তং রুক্খমূলং গন্ত্বা মনুস্সে নিরোগে দিস্বা "কতং তুম্হে ইমং রুক্খং নাহং অম্বরুক্খো'তি জানিথাতি'তি পুচ্ছিংসু। তে "মযহং ন জানাম সত্থবাহ জেট্ঠকো নো জানাথা"তি অহংসু। মনুস্সা বোধিসত্তং পুচ্ছিংসু "পণ্ডিত কিং ইতিকত্বা ইমস্স রুক্খস্স ন অম্বরক্খ তং অঞ্ঞাসী"তি। সো 'দ্বীহি কারণেহি অঞ্ঞাসিং'তি বত্বা ইমং গাথং আহ-
'নাযং রুকখো দূরাবুহো ন'পি গামতা আরকা,
আকারেন জানাসি নাযং সাধুফল দুমো'তি,
মহাজনস্স ধম্মং দেসেত্বা সোত্থি গমনং গতো।

সারমর্ম

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠীকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিনি তাঁর পিতার পাঁচশত শকট ও অনুচর নিয়ে বাণিজ্যে বের হন। পথে পড়ল এক বন। বোধিসত্ত্ব অনুচরদের ডেকে সে অরণ্যের কোন ফল খেতে নিষেধ করেন। কারণ, এতে তাদের বিপদ হতে পারে। কিন্তু কয়েকজন লোভী অনুচর তাঁর নিষেধ অমান্য করে আম্রফল ভেবে কিমফল খেয়ে নিল। বোধিসত্ত্ব এ কথা জেনে ঔষধ প্রয়োগে তাদেরকে বমন করালেন এবং চতুর্মধু খাইয়ে দিয়ে সুস্থ করে তুললেন।

পূর্বে অন্যেরা সে গাছের নিচে বসে আমফল ভেবে বিষফল খেয়ে মৃত্যুবরণ করে। পরদিন গ্রামবাসীরা এসে সকলকে মৃত দেখে তাদের মালামাল নিয়ে গ্রামে ফিরে যেত। সেদিনও ভোর হওয়ার সাথে সাথে গ্রামবাসীরা এসে দেখল সবাই জীবিত ও সুস্থ আছে। তারা এ বিষয়ে সার্থবাহ বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি বললেন, গ্রামের নিকটে ফলভারে নমিত এমন আমগাছ থাকতে পারে না। নিশ্চয়ই এ ফল সুফল নয়। এ অভিজ্ঞতা থেকে সকলে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল।

উপদেশ : জ্ঞানীর উপদেশ পালন করা উচিত।

শব্দার্থ

মহাবত্তনি – বড় রাস্তা, অটবী - বন; সন্নিপাতেত্বা - একত্রিত হয়ে; অপরিভুত্তং - অভুক্ত অবস্থায়; অপুচ্ছিত্বা - জিজ্ঞেস না করে; ওতরিংসু - প্রবেশ করল; সঞ্ঞায - মনে করে; হলাহল বিসং - এক প্রকার বিষ; পুরতো - পুরোভাগে, লাল পুরিসো - লোভী মানুষ, সত্থবাহ - নেতা, পাযেত্বা - পান করে; পটিচ্ছন্ন - নিবৃত; ছড্ডেত্বা - ফেলে দিয়ে; রুক্খো - গাছ।

মতকভত্ত জাতক

অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে একো তিণ্ণং বেদানং পারগূ দিসাপামোক্খো আচরিযো ব্রাহ্মণো "মতকভত্তং দস্সামী'তি একং এলকং গাহাপেত্বা অন্তেবাসিকে- "তাত, ইমং এলকং নদিং নেত্বা মণ্ডেত্বা

আনেথা"তি। তে"সাধূ"তি পটিসুণিত্বা তং আদায নদিং গন্ত্বা নহাপেত্বা মণ্ডেত্বা নদীতীরে ঠপেসুং। সো এলকো অত্তনো পুব্বকম্মাং দিস্বা "এবরূপা নাম অজ্জ মুচ্চিস্সামী"তি সোমনস্সজতো ঘট ভিন্দন্তো বিয মহ-হসিতং হসিত্বা পুন "অযং ব্রাহ্মণো" মং ঘাতেত্বা মযা লদ্ধং দুক্খং লভিস্সতী"তি ব্রাহ্মণে কারুঞ্ঞং উপ্পাদেত্বা মহন্তেনা সদ্দেন পরোদি।

অথ নং মাণবকা পুচ্ছিংসু "সম্ম এলক, ত্বং মহাসদ্দেন হসি চ এব রোদি চ, কেন নু কারণেন হসি, কেন কারণেন রোদী"তি? -"তুমেহ মং ইমং কারণং অত্তনো আচরিযস্স সন্তিকে পুচ্ছেয্যথ"তি, তে তং আদায গন্ত্বা ইদং কারণং আচরিযস্স আরোচেসুং। আচরিযো তেসং বচনং সুত্বা এলকং পুচ্ছি- "কস্মা ত্বং এলক হসি, কস্মা রোদী"তি। এলকো অত্তনা কতকম্মং জাতিস্সর ঞাণেন অনুস্সরিত্বা ব্রাহ্মণস্স কথেসি- "অহং, ব্রাহ্মণ, পুব্বে তাদিসো ব মন্তজ্ঝাযক ব্রাহ্মণো হুত্বা "মতকভত্তং দস্সামী'তি এলকং মারেত্বা অদাসিং, স্বাহং একস্স এলকস্স ঘাতিতত্তা একেন উণেসু পঞ্চসু অত্তভাব-সতেসু সীসচ্ছেদং পাপুণিং, অযং মে কোটিযং ঠিতো পঞ্চসতিমো অত্তভাবো, স্বাহং অজ্জ এবরূপা দুক্খা মুচ্চিস্সামী'তি সোমনস্স জাতো ইমিনা কারণেন হসিং, রোদন্তো পন অহং তাব একং এলকং মারেত্বা পঞ্চ জাতিসতানি সীসচ্ছেদ-দুক্খং পত্বা অজ্জ তস্মা মুচ্চিস্সামী'তি, অযং পন ব্রাহ্মণো মং মারেত্বা পঞ্চ জাতিসতানি সীসচ্ছেদ-দুক্খং পত্বা অজ্জ তস্মা মুচ্চিস্সামী'তি, অযং পন ব্রাহ্মণো মং মারেত্বা অহং বিয পঞ্চজাতি সতানি সীসচ্ছেদ-দুক্খং লভিস্সসী'তি তযি কারঞ্ঞেন রোদিং"তি। -"এলক, মা ভাযি, নাহং তং মারিসাসামী"তি। "ব্রাহ্মণ, কিং বদেসি, তযি মারেন্তে'পি অমারেন্তে'পি ন সক্কা, অজ্জ মযা মরণা মুচ্চিতুং'তি। -"এলক, মা ভাযি, অহং তে আরক্খং গহেত্বা তযা সদ্ধিং যেব বিচরিস্সামী"তি।

"ব্রাহ্মণা অপ্পমত্তকো তব আরক্খো, সযা কতপাপং পন মহন্তং বলবং"তি।

ব্রাহ্মণো এলকং মুঞ্চিত্বা "ইমং এলকং কস্সচি'পি মারেতং ন দস্সামা"তি অন্তেবাসিকে আদায একেন এব সদ্ধিং বিচরি। এলকো বিসট্ঠমত্তো' ব একং পাসণেপিট্ঠং নিস্সায জাতগুম্বে গীবং উক্খিপিত্বা পণ্ণানি খাদিতুং আরব্ভো। তং খণং যেব তস্মিং পাসাণপিট্ঠে অসনি পতিতা। একা পাসাণ-সকলিকা ছিজ্জিত্বা এলকস্স পসারিত-গীবায পতিত্বা সীসং ছিন্দি। মহাজনা সন্নিপতিংসু। তদা বোধিসত্তো তস্মিং ঠানে রুক্খ- দেবতা হুত্বা নিব্বত্তো। সো পস্সন্তস্স এব তস্স মহাজনস্স দেবতানুভাবেন আকাসে পলঙ্কেন নিসীদিত্বা "ইমে সত্তা এবং পাপস্স ফলং জানমানা অপ্প এব নাম পাণাতিপাতং ন করেয্য"তি মধুরেন সরেন ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথং আহ-

এবঞ্চে সত্তা জানেয্যুং দুক্খাযং জাতিসম্ভবো,
ন পাণো পাণিনং হণঞ্ঞে, পাণঘাতীহি সোচতী'তি।
এবং মহাসত্তো নিরযভযেন তজ্জিত্বা ধম্মং দেসেসি।

মনুস্সা তং ধম্মদেসনং সুত্বা নিরযভযভীতা পাণাতিপাতা বিরমিংসু। বোধিসত্তো'পি ধম্মং দেসেত্বা মহাজনং সীলে পতিট্ঠাপেত্বা যথাকম্মং গতো। মহাজনো'পি বোধিসত্তস্স ওবাদে ঠত্বা দানাদীনি পুঞ্ঞানি দোবনগরং পূরেসি।

সারমর্ম

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব এক বৃক্ষদেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তখন বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। সে রাজ্যে ত্রিবেদজ্ঞ এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি একদিন মৃতকভত্ত বা মৃতের উদ্দেশ্যে ভাত দেবার জন্য এক ছাগল ক্রয় করে এনে শিষ্যদের সেটিকে স্নান ও মালা পরিয়ে আনতে নির্দেশ দেন। আচার্যের নির্দেশ মত তারা সেটিকে স্নান করিয়ে মালা পরালে ছাগলটি প্রথমে এক অট্টহাসি ও পরে রোদন করল। ছাগলের এদৃশ্য দেখে তারা আচার্যকে তা নিবেদন করল। আচার্য ছাগলকে একথা জিজ্ঞেস করলে সে বলল, অতীতে মৃতকভত্ত দেবার উদ্দেশ্যে এক ছাগল হত্যা করে তার পাঁচশত বার মস্তকছেদ হয়েছে। এটি তার শেষ শিরশ্ছেদ। তাই সে হেসেছিল। অপর পক্ষে, আচার্যের প্রাণবধ জনিত পাপে পাঁচশতবার শিরচ্ছেদ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তাই সে কাঁদছিল।

একথা শুনে ব্রাহ্মণ ছাগলটিকে হত্যা না করে সুরক্ষার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সেদিনই ছাগলের মৃত্যু ছিল অনিবার্য। বন্ধনমুক্ত ছাগল পাহাড়ের এক পাষাণে দাঁড়িয়ে পত্রগুল্ম খাচ্ছিল। এমন সময় পাষাণের উপর বজ্রপাত হল। বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ পাষাণের খণ্ড প্রসারিত ছাগলের গ্রীবায় লেগে মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এ অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে সেখানে বিপুল জনতা সমবেত হল। বৃক্ষ দেবতা বোধিসত্ত্ব বিষয়টি সকলের জানার জন্য প্রাণিহত্যার অপকারিতা এবং নরক ভয় উল্লেখ করে ধর্মদেশনা করেন। তাতে সকলের ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হল।

উপদেশ : প্রাণিহত্যার ফল ভয়াবহ।

শব্দার্থ

পারগূ - পারদর্শী; অন্তেবাসিকে - শিষ্যদিগকে; এলকং - ছাগল; নাহাপেত্বা - স্নান করিয়ে; পঞ্চঙ্গুলকং - পাঁচ আঙুলের রংয়ের চিহ্ন; সোমনস্‌স - আনন্দ; কারুঞ্‌ঞং - কারুণা; আচরিযস্‌স - আচার্যের; জাতিস্‌সর ঞাণেন - জাতিস্মর জ্ঞানের দ্বারা; অনুস্‌সারিত্বা - অনুসরণ করে; সীসচ্ছেদং - শিরশ্ছেদ; মুচ্চিস্‌সামি - মুক্ত হব; রোদিং - রোদন করেছিল; আরক্‌খো - সুরক্ষা; উক্‌খিপিত্বা - তুলে; ছিজ্জিত্বা - ছেদন করে; জাতিসম্ভবো - জন্মান্তরে; তজ্জিত্বা - দেখায়ে; পতিট্‌ঠাপেত্বা - প্রতিষ্ঠিত করে।

অনুশীলনী

ক. নিচের ঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দাও :

১। 'কালো ঘসতি ভূতানি' বাক্যটি কোন জাতকের অন্তর্গত ?

ক. সস জাতক　　খ. মূলপরিযায জাতক

গ. বাবেরু জাতক　　ঘ. সীহচম্ম জাতক

২। কতজন ব্রাহ্মণ কুমার বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা নিয়েছিল ?

ক. দুশত জন　　খ. তিনশত জন

গ. চারশত জন　　ঘ. পাঁচশত জন

৩। **মূল পরিযায সূত্র শুনে কারা অর্হত্ব ফল লাভ করেন?**

ক. ব্রাহ্মণেরা খ. শ্রামণেরা

গ. ভিক্ষুরা ঘ. উপাসকেরা

৪। **বাবেরু রাজ্যে কারা দিক নির্ণয়কারী কাক এনেছিল?**

ক. গণকেরা খ. বণিকেরা

গ. শিক্ষকেরা ঘ. যাজকেরা

৫। **লটুকিক কোথায় প্রসব করেছিল?**

ক. পার্বত্য ভূমিতে খ. গোচারণ ভূমিতে

গ. হস্তীচারণ ভূমিতে ঘ. সমতল ভূমিতে

৬। **বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে কি উপদেশ প্রদান করেন?**

ক. দৈহিক শক্তি দেখাতে খ. প্রজ্ঞাশক্তি দেখাতে

গ. বৈরি হতে ঘ. বৈরিহীন হতে

৭। **সুবর্ণহংস কে ছিলেন?**

ক. ব্রাহ্মণ খ. বোধিসত্ত্ব

গ. দেবরাজ ঘ. ব্রাহ্মণী

৮। **কে দাসীবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করত?**

ক. ব্রাহ্মণ খ. ব্রাহ্মণী

গ. কন্যারা ঘ. ব্রাহ্মণী ও কন্যারা

৯। **বারাণসীরাজের কোন মহিষীর গর্ভে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন?**

ক. প্রথম মহিষী খ. অগ্রমহিষী

গ. মধ্যম মহিষী ঘ. কনিষ্ঠ মহিষী

১০। **কুমার ব্রহ্মদত্ত বিদ্যাশিক্ষার জন্য কোথায় গিয়েছিল?**

ক. বারাণসীতে খ. তক্ষশিলায়

গ. নালন্দায় ঘ. বুদ্ধগয়ায়

১১। **কীভাবে পরিত্যক্ত মালের কিভাবে মালিক হওয়া যায়?**

ক. কার মাল তিনবার ঘোষণা করে খ. না বলে নিয়ে গিয়ে

গ. নিজের অধিকারে রেখে ঘ. অপরকে জিজ্ঞেস করে

১২। **সস পণ্ডিতের উপদেশ কী ছিল?**

ক. দান করতে খ. শীল পালন করতে

গ. ভাবনা করতে ঘ. উপোসথ নিতে

১৩। **গর্ভিণী মৃগী বোধিসত্ত্বের কাছে কি নিবেদন করেছিল?**

ক. জীবন রক্ষা খ. পালা বদলের

গ. দলভুক্ত করার ঘ. শাখা মৃগের অভিযোগ

১৪। **বোধিসত্ত্ব কি করে বুঝলেন যে মাটির নিচে পানি আছে?**

ক. তৃণগুল্ম দেখে খ. গাছগাছড়া দেখে

গ. মাটি দেখে ঘ. দৈব বলে

১৫। **কে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না?**

ক. অকৃতজ্ঞ খ. কৃতজ্ঞ

গ. সকৃতজ্ঞ ঘ. কৃতঘ্ন

১৬। **বোধিসত্ত্বকে মুক্ত করার পরিকল্পনা কে দিয়েছিল?**

ক. কচ্ছপ খ. সেতপত্ত

গ. ব্যাধ ঘ. বোধিসত্ত্ব

১৭। **কচ্ছপ দুর্বল ও রক্তাক্ত হল কেন?**

ক. অসুস্থ বলে খ. জালের রশি কাটতে কাটতে

গ. সতপত্তের সাথে যুদ্ধ করে ঘ. মৃগের সাথে ঝগড়া করে

১৮। **বণিক বোধিসত্ত্বের কতটি শকট ছিল?**

ক. ৩০০টি খ. ৪০০টি

গ. ৫০০টি ঘ. ৬০০টি

১৯। **জ্ঞানীদের উপদেশ মেনে চললে কি হয়?**

ক. লাভ হয় খ. উপকার হয়

গ. অপকার হয় ঘ. মঙ্গল হয়

২০। **আকাশ থেকে কে ধর্মদেশনা করেন?**

ক. বৃক্ষদেবতা খ. আকাশ দেবতা

গ. দেবরাজ ঘ. বোধিসত্ত্ব

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. মূলপরিযায় জাতকের অতীত কাহিনি লেখ।

২. সর্বভূত নিজেকেও কেন গ্রাস করে?

৩. 'মূর্খ তোমাদের কর্ণছিদ্র আছে মাত্র, প্রজ্ঞা নেই'- কথাটি কেন এবং কাদের লক্ষ করে বলা হয়েছে? ২০১৬

৪. বহুনি নরসীসানি লোমসানি রহানি' - কথাটির তাৎপর্য কী?

৫. "নেতং সীহস্স নাদিতং' - এটি কার উক্তি?

৬. সীহচম্ম জাতকের উপদেশ কী?

৭. যুথপতি হস্তীর অনুসারী কত ছিল? তারা কোথায় বিচরণ করত?

৮. লটুকিক কিভাবে একাচারী হাতির প্রতিশোধ নিয়েছিল?

৯. জাতিস্মর জ্ঞান কী?

১০. ব্রহ্মদত্ত কুমার কে ছিলেন ? তাঁর রাজ্য শাসন কীরূপ ছিল?

১১. সস পণ্ডিত কে ছিলেন? তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

১২. ন্যাগ্রোধ মৃগের দেহের গঠন কেমন ছিল?

১৩. লোকজন বনের মৃগ তাড়িয়ে এনেছিল কেন?

১৪. রাজা ব্রহ্মদত্ত বোধিসত্ত্বের কোন গুণে মুগ্ধ হলেন?

১৫. মরুভূমিতে কখন পথ চলতে হয়?

১৬. কাঠঠোকরা পাখির আসল পরিচয় কি?

১৭. জবসকুণ জাতকের উপদেশ কী?

১৮. ব্যাধ কেন দুবার যাত্রা বন্ধ করল?

১৯. বোধিসত্ত্ব অনুচরদের কী উপদেশ দিয়েছিলেন?

২০. ব্রাহ্মণ কিসে পারদর্শী ছিলেন?

২১. একবার প্রাণিহত্যা করে ছাগলের কয়বার শিরচ্ছেদ হয়েছিল?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মূলপরিযায় জাতকের সারমর্ম নিজের ভাষায় লেখ।

২. 'দাম্ভিকতা আধিক্যের লক্ষণ এবং মানবতা গাম্ভীর্যের লক্ষণ'- কথাটি ব্যাখ্যা কর।

৩. 'কালো ঘসতি ভূতানি' এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৪. সীহচম্ম জাতকের কাহিনি লেখ।

৫. সীহচম্ম জাতকের মূল উপদেশ মানবের জীবনে কতটুকু প্রতিফলিত হচ্ছে তা ব্যাখ্যা কর।

৬. বাবেরু জাতকের কাহিনি সংক্ষেপে লেখ।

৭. বুদ্ধের আবির্ভাবের ফলে অন্য তীর্থিকগণের যে অবস্থার উদ্ভব হয় তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

৮. 'একতাই শক্তি'- লটুকিক জাতকের আলোকে প্রমাণ কর।

৯. "ন ভিক্খবে কেনচি সদ্ধিং বেরং নাম কাতব্বং"- ব্যাখ্যা কর।

১০. সুবর্ণহংসের পরিচয় কী ? সুবর্ণহংসের দয়ার কথা বর্ণনা কর।

১১. উক্তিটি ব্যাখ্যা কর :

"যং লদ্ধং তেন তুট্‌ঠব্বং অতিলোভেহি পাপকো।"

১২. রাজোবাদ জাতকের সারমর্ম লেখ।

১৩. বারাণসীরাজের রাজ্য শাসন প্রণালি ব্যাখ্যা কর।

১৪. সস জাতকের কাহিনি সংক্ষেপে লেখ।

১৫. সস পণ্ডিতের দানের মাহাত্ম্য বর্ণনা কর।

১৬. নিগ্রোধমিগ জাতকের কাহিনি লেখ।

১৭. বণ্ণুপথ জাতক লেখ।

১৮. মরুকান্তার অতিক্রমের সময় বোধিসত্ত্ব কোন বিপদের সম্মুখীন হলেন?

১৯. জবসকুণ জাতকের কাহিনি সংক্ষেপে লেখ।

২০. ব্যাখ্যা কর :

"কতঞ্‌ঞু অকত্তারং কতস্‌স অপটিকারকং,

যস্মিং ন অকতঞ্‌ঞু নত্তি নিরত্থ তস্‌স সেবনা।

২১. কুরুঙ্গমিগ জাতক লেখ।

২২. ফল জাতকের কাহিনি লেখ।

২৩. বোধিসত্ত্ব কী উপায়ে বিষবৃক্ষ চিহ্নিত করলেন ?

২৪. মতকভত্ত জাতকের কাহিনি লেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাবগ্গ

সামণের পব্বজ্জা

ভগবা রাজগহে যথাভিরন্তং বিহরিত্বা যেন কপিলবত্থু তেন চারিকং পক্কামি; অনুপুব্বেন চারিকং চরমানো যেন কপিলবত্থু তদ্ অবসরি; তত্রা সুদং ভগবা সক্কেসু বিহরতি কপিলবত্থুস্মিং নিগ্রোধারামে। অথ খো ভগবা পুব্বণ্হ সময়ং নিবাসেত্বা পত্তচীবরং আদায় যেন সুদ্ধোদনস্স সক্কস্স নিবেসনং তেন উপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা পঞ্ঞত্তে আসনে নিসীদি। অথ খো রাহুলমাতা দেবী রাহুল কুমারং এতদ্‌বোচ। "এস তে রাহুল, পিতা গচ্ছস্সু দায়জ্জং যাচাহী" তি। অথ খো রাহুল কুমারো যেন ভগবা তেন উপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবতো পুরতো অট্‌ঠাসি, "সুখো যে সরণ ছায়া"তি। অথ খো ভগবা উট্‌ঠায়সনা পক্কামি। অথ খো রাহুলো কুমারো ভগবন্তং পিট্‌ঠিতো অনুবন্ধি। -"দায়জ্জং মে সমণ দেহি, দায়জ্জং মে সমণ দেহি"তি। অথ খো ভগবা আযস্মন্তং সারিপুত্তং আমন্তেসি" - তেন হি তং সারিপুত্ত রাহুল কুমারং পব্বজেহী"তি। "কথাহং ভন্তে রাহুল কুমারং পব্বজেসী"সি। অথ খো ভগবা এতস্মিং নিদানে এতস্মিংপকরণে ধম্মিকথং কত্বা ভিক্‌খু আমন্তেসি- "অনুজানামি ভিক্‌খবে তীহি সরণ-গমনেহি সামণের-পব্বজ্জং। এবং চ পন ভিক্‌খবে পব্বাজেতব্বো পঠমং কেসমস্‌সুং ওহারাপেত্বা কাসাযানি কত্থানি আচ্ছাদাপেত্বা একংসং উত্তরাসঙ্গ কারাপেত্বা ভিকখূনং পাদে বন্ধাপেত্বা উক্কুটিকং নিসীদাপেত্বা অঞ্জলিং পগ্‌গণহাপেত্বা এবং বদেহী'তি বত্তব্বো-

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।

ধম্মং সরণং গচ্ছামি।

সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

দুতিযম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।

দুতিযম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি।

দুতিযম্পি সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

ততিযম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।

ততিযম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি।

ততিযম্পি সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

"অনুজানামি ভিক্‌খবে ইমেহি তীহি সরণগমনেহি সামণের পব্বজ্জং"তি।

সামণের : 'সামণের' শব্দের বাংলা অর্থ 'শ্রামণের'। এখানে শ্রামণের অর্থ শিক্ষার্থীকে বুঝায়। শ্রামণেরগণ দশ শীল প্রতিপালন করেন। বুদ্ধের বাণী শিক্ষার মাধ্যমে তা আচরণে ও প্রতিপালনের জন্য শ্রামণগণ তৎপর থাকেন। বিনয়ের প্রাথমিক বিষয় আয়ত্ত করা এবং ব্রতাদি সম্পন্ন করা শ্রামণের কর্তব্য। শ্রামণ্য জীবনে এগুলো আয়ত্ত হলে এবং বয়স বিশ বছর পুর্ণ হলে উপসম্পদা লাভ করতে পারেন।

অথ খো সারিপুত্তো রাহুল কুমারং পব্বাজেসি। অথ খো সুদ্ধোদনো সক্কো যেন ভগবা তেন উপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি, একমন্তং নিসিন্নো খো সুদ্ধোদনো সক্কো ভগবন্তং এতদবোচ "একাহং ভন্তে ভগবন্তং বরং যাচামী"তি। -"অতিক্কন্তবরা খো গোতম তথাগতা"তি। "যঞ্চ ভন্তে কপ্পতি যঞ্চ অনবজ্জং"তি। "বদেহি গোতমা"তি। ভগবতি মে ভন্তে পব্বজিতে অনপ্পকং দুক্খং অহোসি, তথা নন্দে, অধিমত্তাং রাহুলো। পুত্ত-পেমং ভন্তে ছবিং ছিন্দতি, ছবিং ছেত্বা চম্মং ছিন্দতি, চম্মং ছেত্বা মংসং ছেত্বা নহারুং ছিন্দতি, নহারং ছেত্বা অট্ঠিং ছিন্দতি, অট্ঠিং ছেত্বা অট্ঠিমজ্জং অহচ্চা তিট্ঠতি। সাধু ভন্তে "অয্য অননুঞ্ঞাতং মাতাপিতূহি পুত্তং ন পব্বাজেয্যং"তি।

অথ খো ভগবা সুদ্ধোদনং সক্কং ধম্মিযা কথায সন্দস্সেসি সমাদপেসি সমুত্তেজেসি। অথ খো সুদ্ধোদনো সক্কো ভগবতা ধম্মিযা কথায সন্দস্সিতো সমাদপিতো সুমুত্তেজিতো সমপহংসিতো উট্ঠাযসনা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা পদক্খিণং কত্বা পক্কামি। অথ খো ভগবা এতস্মিং নিদানে পকরণে ধম্মিকথং কত্বা ভিক্খূ আমন্তেসি- "ন ভিক্খবে অননুঞ্ঞাতো মাতাপিতূহি পুত্তো পব্বাজেতব্বো; যো পব্বাজেয্য আপত্তি দুক্খটস্সা"তি।

সারমর্ম

রাহুল গৌতম সিদ্ধার্থের পুত্র। শাক্য বংশের শেষ প্রদীপ। দেবী যশোধরা কুমার রাহুলকে পিতৃধন চাইতে ভগবানের নিকট প্রেরণ করেন। রাহুল বুদ্ধের কাছে পিতৃধন চাইলেন। এতে রাজ পরিবারের কেউ তাকে নিরস্ত করতে পারলেন না। রাহুল ক্রমে ভগবানের পশ্চাৎ অনুসরণ করে নিগ্রোধারামে এসে পৌছঁলেন। বুদ্ধ ভাবলেন, এই অবোধ শিশু যে পিতৃধন চাইছে তা দুঃখদায়ক এবং সংসারাবর্তে আকর্ষণকারী। এ চিন্তা করে বুদ্ধ তাঁকে সাত প্রকার আর্যধন দান করতে মনস্থ করেন। পরে সারিপুত্রকে দিয়ে ত্রিশরণ প্রদানে প্রব্রজ্যা দেন। এতে ত্রিশরণ প্রদান করে প্রব্রজ্যা দেয়ার পদ্ধতি প্রথম প্রবর্তিত হল।

অপরদিকে রাজা শুদ্ধোদন রাহুলের প্রব্রজ্যায় বিশেষভাবে মর্মাহত হন। তিনি ভগবানের নিকট গিয়ে তাঁর মনোবেদনার বিষয় প্রকাশ করেন। এজন্য তিনি সকলের পক্ষ হয়ে যেন ভগবানের নিকট একটি বর প্রার্থনা করেন যেন পরবর্তীতে মাতাপিতার বিনা অনুমতিতে কাকেও তাঁর ধর্মে দীক্ষা প্রদান না করেন। বুদ্ধ শুদ্ধোদনের এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে। বিষয়টি ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করে জানিয়ে দিলেন যে মাতাপিতার অনুমতি ছাড়া প্রব্রজিত করলে তাঁর দুক্কট আপত্তি হবে।

শব্দার্থ

অনুপুব্বেন - ক্রমান্বয়ে; দায়জ্জং - পৈতৃকধন; যাচি - যাচ্ঞা করলেন, উট্ঠাযাসনা - আসন থেকে উঠে; পিট্ঠিতো - পেছনে; কথাহং - কিভাবে; নিবেদনে - প্রসঙ্গে; অনুজানামি - প্রজ্ঞাপ্তি করছি। কাসাযানি - কাষায়বস্ত্রসমূহ; উক্কুটিকং - উৎকুটিত; অতিক্কন্তব্য অতিক্রম্য বর; কপ্পটিত - উপযুক্ত; অনবজ্জন্তি - অনবদ্য; পুত্তপেমং - পুত্রপ্রেম; অনুনঞ্ঞাতো - অনুমতি ছাড়া, সন্দস্সেসি - শিক্ষা করে; সমাদপিতো - উৎসাহিত হয়ে।

টীকা

পব্বজ্জা– পব্বজা শব্দের বাংলা অর্থ প্রব্রজ্যা। প্রব্রজ্যা হচ্ছে সংসার ত্যাগ করে উপসম্পন্ন জীবনে পূর্বাবস্থা। বৌদ্ধ মতে প্রব্রজ্যার অর্থ আরও ব্যাপক। নিজের পাপমল প্রক্ষালনের উদ্দেশ্যে যে দীক্ষা তাকে প্রব্রজ্যা বলে। এটি একটি মঙ্গলজনক এবং উত্তম কর্ম। স্ত্রীপুত্র ও গৃহবাস ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বনই প্রব্রজ্যা। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে অষ্ট পরিষ্কার প্রয়োজন হয়। যথা- সংঘাটি, উত্তরাসঙ্গ, অন্তর্বাস, ভিক্ষাপাত্র, ক্ষুর, সূচ, কটিবন্ধনি এবং জলছাকনি। এই আট প্রকার বস্তু নিয়ে কোন উপযুক্ত ভিক্ষুর নিকট গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে হয়। প্রত্যেক বৌদ্ধদের প্রব্রজ্যার গ্রহণ আবশ্যকীয় কর্তব্য।

জীবক কোমারভচ্চ

জীবকো কোমারভচ্চ যেন অভয রাজকুমারো তেন উপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা অভয়রাজ কুমারাং এতদবোচুং- "কা মে দেব মাতা, কো পিতা"তি। -অহং'পি খো তে ভণে জীবক মাতরং ন জানামি, অপি চাহং তে পিতা, মযা'পি পোসিতো"তি। অথ খো জীবকস্স কোমারভচ্চস্স এতদ অহোসি- "ইমানি খো রাজকুলানি ন সুকরানি অসিপ্পেন উপজীবিতুং, যং নুনাহং সিপ্পং সিক্খেয্যং"তি।

তেন খো পন সমযেন তক্কসিলাযং দিসাপামোক্খো বেজ্জ পটিবসতি। অথ খো জীবকো কোমারভচ্চ অভযং রাজকুমারং অনাপুচ্ছা যেন তক্কসিলা তেন পক্কামি। অনুপুব্বেন যেন তক্কসিলা যেন সো বেজ্জো তেন উপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা তং বেজ্জং এতদ্বোচ "ইচ্ছাম্হং আচরিয সিপ্পং সিক্খিতুং"তি। "তেন হি ভণে জীবক সিক্খস্সু"তি। অথ খো জীবকো কোমারভচ্চ বহুঞ্চ গণ্হাতি লহুঞ্চ গণ্হাতি সুট্‌ঠং চ উপধারেতি গহিচং চ অস্স ন পমুস্সতি। অথ খো জীবকস্স কোমরাভচ্চস্স সত্তন্নং বস্সানং অচ্চযেন এতদ্হোসি- "অহং খো বহুং চ গণ্হামি লহুং চ গণ্হামি সুট্‌ঠুং চ উপধারেমি গহিতং চ মে ন পমুস্সতি সত্ত চ মে বস্সানি অধিযন্তস্স ন ইমস্স সিপ্পস্স অন্তো পঞ্ঞাযতি, কদা ইমস্স সিপ্পস্স অন্তো পঞ্ঞাযিস্সতী"তি। "তেন হি ভণে জীবক খণিত্তিং আদায তক্কসিলায সমন্তা যোজনং আহিন্দন্তো যং কিঞ্চি অভেসজ্জং পস্যেয্যাসি তং আহারা"তি। -"এবং আচরিযা" তি খো জীবকো কোমারভচ্চ তস্স বেজ্জস্স পটিসুণিত্বা খণিত্তিং আদায তক্কসিলায সমন্তা যোজনং আহিণ্ডন্তো ন কিঞ্চি অভেসজ্জং অদ্দস"। অথ খো জীবকো কুমারভচ্চ যেন সো বেজ্জো তেন উপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা তং বেজ্জং এতদবোচ- আহিণ্ডন্তো'ম্হি আচরিয তক্কসিলাযং সমন্তা যোজনিযং, ন কিঞ্চি অভেসজ্জং অদ্দসং'তি। "সিক্খিতো'সি ভণে জীবক, অহং তে এত্তকং জীবিকাযা"তি জীবকস্স কোমারভচ্চস্স পরিত্তং পাথেয্যং পাদাসি।

অথ খো জীবকো কোমারভচ্চ তং পরিত্তং পাথেয্যং আদায যেন রাজগহং তেন পক্কামি। অথ খো জীবকস্স কোমারভচ্চস্স তং পরিত্তং পাথেয্যং অন্তরা মগ্গে সাকেতে পরিক্খযং অগমাসি। অথ কো জীবকস্স কোমারভচ্চস্স এতদহোসি "ইমে খো মগ্গা কন্তারা অপ্পোদকা অপ্পভক্খা ন সূকরা অপাথেয্যেন গন্তুং, যং নূনাহং পাথেয্যং পরিসেয্যং"তি।

তেন খো পন সমযেন সাকেতে সট্ঠেঠিভরিযায সত্তবস্সিকো সীসাবোধো হোতি, বহু মহন্তা মহন্তা দিসাপামোক্খা বেজ্জা আগন্ত্বা নাসকখিংসু আরোগং কাতুং, বহুং হিরঞ্ঞং আদায অগমংসু। অথ খো জীবকো কোমারভচ্চ সাকেতং পবিসিত্বা মনুস্সে পুচ্ছি- "কো ভণে গিলানো কং তিকিচ্ছামী"তি। এতিসস্সা আচরিয

সেট্‌ঠি ভরিযং তিকিচ্ছাহী"তি। অথ খো জীবকো কোমারভচ্চ যেন সেট্‌ঠিস্‌স গহপতিস্‌স নিবেসনং তেন উপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা দোবারকং আণাপেসি- "গচ্ছ ভনে দোবারিক, সেট্‌ঠি ভরিযায পাবদ, বেজ্জো অয্যে আগতো সো তং দট্‌ঠুকামো"তি।- "এবং আচরিযা"তি খো সো দোবারিক জীবক্‌স কোমারভচ্চস্‌স পটিসুণিত্বা যেন সেট্‌ঠি ভরিযায তেন উপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা সেট্‌ঠভরিযং এতদবোচ ঃ "বেজ্জো, অয্যে আগতো, সো তং দট্‌ঠুকামো"তি। - "কিদিসো ভণে দোবারিকা বেজ্জো"তি।- "দহরকো অয্যে"তি। অলং ভণে দোবারিক কিং মেদহরকো বেজ্জো করিস্‌সতি, বহূ মহন্তা মহন্তা দিসাপামোক্‌খা বেজ্জা আগন্ত্বা নাসক্‌খিংসু আরোগং কাতুং বহুং হিরঞ্‌ঞং আদায অগমংসু"তি।

অথ খো সো দোবারিকো যেন জীবকো কোমারভচ্চ তেন উপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা জীবকং কোমারভচ্চং এতদবোচ- "সেট্‌ঠি ভরিযা আচরিয এবং আহ-" অলং ভণে দোবারিক হিরঞ্‌ঞং আদায অগমংসু"তি। গচ্ছ ভণে দোবারিক সেট্‌ঠি ভরিযায পবদ, বেজ্জে অয্যে এবং আহ- "মা কির অয্যে পুরে কিঞ্চি অদাসি, যদা আরোগো অহোসি, তদা যং ইচ্ছেয্যাসি তং দজ্জেয্যাসী"তি। -"এবং আচরিযা"তি খো সো দোবারিকো জীবকস্‌স কোমারভচ্চস্‌স পটিসুণিত্বা যেন সেট্‌ঠি ভরিযা তেন উপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা সেট্‌ঠি ভরিযাযং এতদ্‌বোচ "বেজ্জো অয্যে এবং আহ..... তং দজ্জেয্যাসী"তি। -"তেন হি ভণে দোবারিক বেজ্জো উপগচ্ছতু"তি। "এবং অয্যে" তি খো দোবারিকো সেট্‌ঠি ভরিযা পটিসুত্বা যেন জীবকো কোমারভচ্চ তেণ উপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা জীবকং কোমারভচ্চং এতদ্‌বোচ "সেট্‌ঠিভরিযা তং আচরিয পক্কোসতী"তি।

অথ খো জীবকো কোমারভচ্চ সেট্‌ঠিভরিযা তেন উপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা সেট্‌ঠি ভরিযায বিকারং সলখেত্বা সেট্‌ঠিভরিযং এতদ্‌বোচ "পসতেন অয্যে সপ্‌পিনা অত্থো।" অথ খো সেট্‌ঠি ভরিযা জীবকস্‌স কোমরভচ্চস্‌স পসতং সপ্‌পিং দাপেসি। অথ কো জীবকো কোমারভচ্চ তং পসতং সপ্‌পিং নানা ভেসজ্জেহি নিপ্‌পতিত্বা সেট্‌ঠিভরিযং মঞ্চকে উত্তানং নিপজ্জাপেত্বা নত্থুতো অদাসি। অথ খো তং সপ্‌পি নত্থুতো দিন্নং মুখতো উদ্‌গচ্ছি। অথ খো সেট্‌ঠি ভরিযা পটিগ্‌গহে নুট্‌ঠুহিত্বা দাসিং আনাপেসি "হন্দ তো ইমং সপ্‌পিং পিচুনা গণ্‌হাহী"তি।

অথ খো জীবকস্‌স কোমারভচ্চসস্‌ এতদ্‌ অহোসি- অচ্চরিযং যাব লূখাযং ঘরণি যত্র হি নাম ইমং ছড্‌ঢনিয ধম্মং সপ্‌পিং পিচুনা গাহাপেস্‌সতি, বহুকানি চ মহগ্‌গানি মহগ্‌গানি ভেসজ্জানি উপগতানি, কিং'পি নাযং কিঞ্চি দেয্যধম্মং দস্‌সতী"তি। অথ কো সেট্‌ঠিভরিযা জীবকস্‌স কোমারভচ্চস্‌স বিকারং সলকেত্বা জীবকং এতদ্‌বোচ কোমারভচ্চং "মযং কো আচরিয অগারিকা নাম উপজানাম এতস্‌ সংযমস্‌স, বরঙ এতং সপ্‌পি দাসানং বা কম্মকারকং বা পাদাব্যঞ্জনং বা পদীপকরণে বা আসিত্তং। মা তং আচরিয বিমনো অহোসি, ন তে দেয্য ধম্মো হাযিস্‌সতী"তি।

অথ খো জীবকো কোমারভচ্চ সেট্‌ঠি ভরিযায সত্তবস্‌সিকং সীসাবাধং একেন এব নত্থু-কম্মেন অপকড্‌ঢি। অথ খো সেট্‌ঠিভরিযা আরোগা সমানা জীবকস্‌স কোমারভচ্চস্‌স চত্তারি সহস্‌সানি পাদাসি পুত্তো "মাতা মে আরোগা ঠিতা"তি চত্তারি সহস্‌সানি পাদাসি, সুনিসা "সস্‌সু মে আরোগা ঠিতা"তি চত্তারি সহস্‌সানি পাদসি সেট্‌ঠি গহপতি "ভরিযা মে আরোগ্য ঠিতা"তি সহস্‌সানি পাদাসি দাসং চ দাসীং চ অস্‌সরথং চ।

অথ খো জীবকো কোমারভচ্চ তানি সোলস সহস্‌সানি আদায দাসঞ্চ দাসীঞ্চ অসস্‌রতঞ্চ যেন রাজগহং তেন

২০২৩

পক্কামি, অনুপুব্বেন রাজগহং যেন অভযো রাজকুমারো তেন উপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা অভযং রাজকুমারং এতদ অবোচ- "ইদং মে দেব পঠমকম্মং সোলস সহস্সানি দাসো চ দাসী চ অস্সরথো চ পটিগণ্হাতু মে দেবো পোসাবনিং"তি। "অলং ভণে জীবক তুযহ এব হোতু, অম্হাকঞ্ঞেব অন্তপুরে নিবেসনং মাপেহী"তি।- "এবং দেবা"তি খো জীবকো কোমরভচ্চ অভযস্স রাজুমারস্স পটিসুণিত্বা অভযস্স রাজকুমারস্স অন্তেপুরে নিবেসনং মাপেসি।

সারমর্ম

জীবক মগধরাজ অভয় কুমারের পোষ্যপুত্র। মাতার নাম অজ্ঞাত। রাজগৃহে লালিত হলেও রাজ্যের অধিকার তাঁর ছিল না। একথা স্মরণ করে জীবক একদিন কতিপয় বণিকের সাথে তক্ষশিলায় গিয়ে উপনীত হলেন। তাঁর ইচ্ছা, স্বাধীন ব্যবসায় জীবন যাপন করবেন। তাই গুরু অত্রেয় এর কাছে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। মাত্র সাত বছরে জীবক চিকিৎসা শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেন। এবার জীবকের ফিরে যাবার পালা। গুরু তাঁকে অর্ধ পথের পাথেয় দিয়ে বিদায় দিলেন।

জীবকের পাথেয় শেষ হয়ে যায় সাকেত নগরে এসে। তাই তাঁকে চিকিৎসা করে পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে। রোগীর সন্ধান করতে গিয়ে প্রথম রোগী পেলেন সাকেত নগরের শ্রেষ্ঠীর পত্নীকে। সাত বছর ধরে তাঁর শিরঃপীড়া। কত বড় বড় অভিজ্ঞ ডাক্তার চলে গেল কেউ ভাল করতে পারল না। জীবকের রোগ নির্ণয় এতটুকু ভুল হয়নি। এক ছটাক ঘৃতের সাথে ঔষধ মিশিয়ে উত্থানশায়ী রোগিণীর নাসারন্ধ্রে তা নস্য করালেন। নস্যকৃত ঘৃত মুখ দিয়ে বের হয়ে এল। এতেই শ্রেষ্ঠী পত্নীর শিরঃপীড়া চলে গেল। রোগী সুস্থ হল। রোগমুক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে যথাক্রমে শ্রেষ্ঠী, শ্রেষ্ঠীপত্নী, পুত্র, পুত্রবধূ প্রত্যেকে চার হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে জীবককে খুশি করলেন। আর সঙ্গে দিলেন অশ্ব, রথ ও দাস-দাসী। জীবক এসব সাথে নিয়ে রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সমুদয় অর্থ অভয় রাজকুমারকে অর্পণ করেন। অচিরে রাজান্তপুরে জীবকের জন্য প্রাসাদ নির্মিত হল।

উপদেশ : জন্ম নয়, কর্মই মানুষকে চিরঞ্জীব করে রাখে।

শব্দার্থ

মযাপি পোসিতো - আমার দ্বারা পোষিত, সকবানি - সুখকর, উপজীবতু - উপজীবিকা; সিক্খাপেয্য - শেখা উচিত, দিসাপামোক্খো - বিশ্ববিখ্যাত, ভণে - বলে, সুট্‌ঠুং - সুষ্ঠুভাবে; বস্সানং - বৎসর; পঞ্ঞাযতি - জানা যায়; সমন্তা - সকল; অভেসজ্জং - অভৈষজ্য; আহিণ্ডাতো - পরিভ্রমণ করে; পাথেয্যং - পাথেয়; পরিক্খযং - নিঃশেষ; অপ্পভক্খা - অল্পভোজী; নাসক্কিংসু - সমর্থ নয়; পক্কোসতি - ডাকলেন; সপ্পি - ঘি, পসন্তং - পতিত, পোসাবনিকং - পোষণ ব্যয়।

টীকা

চক্খসীলা : প্রাচীন গান্ধার রাজ্যের রাজধানী তক্ষশিলা। এখানে বিশ্ববিশ্রুত বিদ্যাপীঠ ছিল। গ্রীক থেকে বৈশালী পর্যন্ত সকল দেশের শিক্ষার্থীরা এসে এখানে বিদ্যাশিক্ষা করত। এখানে বেদ, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ, ন্যায়, স্মৃতি, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, অর্থনীতি, তর্কশাস্ত্রসহ অনেক শিক্ষা দেয়া হত। তক্ষশিলার কীর্তি ইতিহাস বিখ্যাত।

মজ্ঝিম নিকায
অঙ্গুলিমাল সুত্তং

ভগবা আয়স্মন্তা অঙ্গুলিমালেন পচ্ছা সমযেন যেন সাবত্থি তেন চারিকং পক্কামি; অনুপুব্বেন চারিকং চরমানো যেন সাবত্থি তদ অবসরি। তত্র সুদং ভগবা সাবত্থিযং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। তেন খো পন সমযেন রঞ্‌ঞো পসেনদিস্স কোসলস্স অন্তেপুরদ্বারে মহাজনকাযো সন্নিপতিত্বা উচ্চাসদ্দো মহাসদ্দো হোতি- "চোরো তে, দেব, বিজিতে অঙ্গুলিমালো নাম লুদ্দো লোহিতপাণী হতপহতে নিবিট্ঠো অদযাপন্নো পাণভূতেসু। তেন গামা পি আগামা কতা, নিগমা পি অনিগমা কতা, জনপদা পি অজনপদা পি অজনপাদা কতা। সো মনুস্সে বধিত্বা বধিত্বা অঙ্গুলীনং মালং ধারেতি। তং দেবো পটিসেধেতূ"তি।

অথ খো রাজা পসেনদি কোসলো পঞ্চমত্তেহি অস্সসেতেহি সাবত্থিযা নিক্খমি, দিবাদিবস্স যেন আরামো তেন পাযসি। যাবতিকো যানস্স ভূমি যানেন গন্ত্বা যানা পচ্চোরোহিত্বা পত্তিকো ব যেন ভগবা তেন উপসঙ্কমি; উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নং খো রাজানং পসেনদিং কোসলং ভগবা এতদ্‌বোচ "কিণ্ণু তে, মহারাজ, রাজা মাগধো সেনিযো বিম্বিসারো কুপিতো, বেসালিকা বা লিচ্ছবী, অঞ্‌ঞে বা পটিরাজানো"তি?-"ন খো মে, ভন্তে, রাজা মাগধো সেনিযো বিম্বিসারো কুপিতো, ন পি বেসালিকা লিচ্ছবী, ন পি অঞ্‌ঞো পটিরাজানো। চোরো মে, ভন্তে, বিজিতে অঙ্গুলিমালো নাম লুদ্দো লোহিতপাণী হতপহতে নিবিট্ঠো অদযাপন্নো পাণভূতেসু। তেন গামা পি অগামা কত, নিগমা পি অনিগমা কতা, জনপদা পি অজনপদা কতা। সো মনুস্সে বাধিত্বা বাধিত্বা অঙ্গুলীনং মালং ধারেতি। নাহং, ভন্তে, পটিসেধিসস্‌মী"তি। -"সচে পন ত্বং, মহারাজ, অঙ্গুলিমালং পস্সেয্যাসি কেসমসসুং ওহারেত্বা কাসাযানি বত্তানি অচ্ছাদেত্বা অগারস্মা অনাগারিয়ং পব্বজিতং, বিরতং পাণাতিপাতা, বিরতং অদিন্নাদানা, বিরতং মুসাবাদা, একভত্তিকং ব্রহ্মচরিযং সীলবন্তং কল্যাণধম্মং, কিন্তি নং করেয্যাসী"তি? - অভিবাদেয্যাম বা ভন্তে, পচ্চুট্ঠেয্যাম বা, আসনেন বা নিমন্তেয্যাম, অবিনিমন্তেয্যাম বা নং চীবর-পিণ্ডপাত-সেনাসন-গিলান পচ্চয-ভেসজ্জপরিক্খারেহি-ধম্মিকং বা অস্স রক্খাবরণ-গুত্তিং সংবিদহেয্যাম। কুতো পন অস্স ভন্তে দুস্সীলস্স পাপধম্মস্স এবরূপো সীলসংযমো ভবিসস্তী"তি?

তেন খো পন সমযেন অঙ্গুলিমালো ভগবতো অবিদূরে নিসিন্নো হোতি। অথ খো ভগবা দক্খিণবাহং পগ্গহেত্বা রাজানং পসেনদিং কোসলং এতদ্‌বোচ- "এসো, মহারাজ, অঙ্গুলিমালো "তি। অথ খো রঞ্‌ঞো পসেনদিস্স কোসলস্স অহুদেব ভযং অহু ছম্ভিতত্তং অহু লোমহংসো। অথ খো ভগবা রাজানং পসেনদিং কোসলং ভীতং সংবিগ্গ লোমহট্ঠজাতং বিদিত্বা রাজানং পসেনদিং কোসলং এতদ্ অবোচ-"মা ভাযি, মহারাজ; মা ভাযি, মহারাজ; নত্থি তে অথবা ভয়ং"তি। অথ খো রঞ্‌ঞো পসেনদিস্স কোসলস্স যেন অহোসি ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা, সো পটিপ্পসসম্ভি। অথ খো রাজা পসেনদি কোসলো যেন অযস্মা অঙ্গুলিমালো তেন উপসঙ্কমি; উপসঙ্কমিত্বা আযস্মন্তং অঙ্গুলিমালং এতদ্ অবোচ- "অয্যো নো, ভন্তে অঙ্গুলিমালো "তি?-"এবং, মহারাজা"তি। -"কথং গোত্তো, ভন্তে, অয্যস্স পিতা? কথং গোত্তা মাতা "তি? গগ্গো খো, মহারাজ, পিতা, মন্তাণী মাতা"তি। "অভিরমতু, ভন্তে, অয্যো গগ্গো মন্তাণীপুত্তো; অহং অয্যস্স গগ্গোস্স মন্তাণীপুত্তস্স উসসুক্কং করিস্সামি চীবর-পিণ্ডপাত- সেনাসন-গিলান পচ্চয়- ভেসজ্জ পরিক্খারানং"তি।

তেন খো পন সমযেন আযস্মা অঙ্গুলিমালো আরঞ্ঞকো হোতি পিণ্ডিপাতিকো পংসুকূলিকো তেচীবরিকো। অথ খো আযস্মা অঙ্গুলিমালো রাজানং পসেনদিং কোসলং এতদ্‌বোচ- "অলং, মহারাজা; পরিপুন্নং মে তেচীবরং"তি।

অথ খো রাজা পসেনদি কোসলো যেন ভগবা তেন উপসঙ্কমি; উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নো খো রাজা পসেনদি কোসলো ভগবন্তং এতদ্‌বোচ- "অচ্ছরিযং ভন্তে, অবভুতং ভন্তে, যাবং চ ইদং ভন্তে ভগবা অদন্তানং দমেতা অসন্তানং সমেতা, অপরিনিব্বুতানং পরিনিব্বাপেতা। যং হি মযং, ভন্তে, নাসক্খিমহা দণ্ডেন পি সত্থেন পি দমেতুং, সো ভগবতা অদণ্ডেন অসত্থেন এব দন্তো। হন্দদানি মযং ভন্তে গচ্ছাম; বহুকিচ্চা মযং বহুকরণীযা"তি। -"যস্স দানি ত্বাং মহারাজ, কালং মঞ্ঞসী"তি। অথ খো রাজা পসেনদি কোসলো উট্‌ঠায আসনা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা পদক্খিণং কত্বা পক্কামি।

অথ খো আযস্মা অঙ্গুলিমালো পুব্বণ্হ সমযং নিবাসেত্বা পত্তচীবরং আদায সাবত্থিং পিণ্ডায পাবিসি। অদ্দসা খো আযস্মা অঙ্গুলিমালো সাবত্থিযং সপদানং পিণ্ডায় চরমানো অঞ্ঞতরং ইত্থিং মূলহগব্ভং বিসাতগব্ভং। দিস্বান অসস এতদ অহোসি- "কিলিস্সন্তি বত ভো সত্তা; কিলিস্সন্তি বত ভো সত্তা"তি। অথ খো আযস্মা অঙ্গুলিমালো সাবত্থিযং পিণ্ডায চরিত্বা পচ্ছাভত্তং পিণ্ডপাতপটিক্কন্তো যেন ভগবা তেন উপসঙ্কমি; উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নো খো আযস্মা অঙ্গুলিমালো ভগবন্তং এতদ্‌বোচ "ইধাহং ভন্তে পুব্বণ্হ সমযং নিবাসেত্বা পত্তচীবরং আদায সাবত্থিযং পিণ্ডায পাবিসিং, অদ্দসং খো অহং ভন্তে সাবত্থিযং সপদানং পিণ্ডায চরমানো অঞ্ঞতরং ইত্থিং মূলহগব্ভং বিসাতগব্চং; দিস্বান মে এতদ্ অহোসি- কিলিস্সন্তি বত ভো সত্তা, কিলিস্সন্তি বত ভো সত্তা"তি।

তেন হি ত্বং, অঙ্গুলিমাল, যেন সাবত্থি তেন উপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা তং ইত্থিং এবং বদেহিঃ "যতো অহং ভগিনি, জাতো, নাভিজানামি সঞ্চিচ্চ পাণং জীবিতা বোরোপেতা' তেন সচ্চেন সোত্থি তে হোতু, সোত্থি গব্ভস্সা"তি।

" সো হি নুন মে, ভন্তে, সম্পজান- মুসাবাদো ভবিস্সতি' মযা হি ভন্তে, বহু সঞ্চিচ্চ পাণা জীবিতা বোরোপিতা"তি।

তেন হি ত্বং, অঙ্গুলিমাল, যেন সাবত্থি তেন, উপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা তং ইত্থিং এবং বদেহি-"যতো অহং ভগিনি অরিযায, জাতিযা জাতো, নাভিজানামি সঞ্চিচ্চ পাণং জীবিতা বোরোপেতা' তেন সচ্চেন সোত্থি তে হোতু, সোত্থি গব্ভস্সা"তি। - "এবং ভন্তে" তি খো আযস্মা অঙ্গুলিমালো ভগবতো পটিস্সুত্বা যেন সাবত্থি তেন উপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা তং ইত্থিং এতদ্‌বোচ "যতো অহং, ভগিনি, অরিযায জাতিযা জাতো, নাভিজানামি সঞ্চিচ পাণং জীবিতা বোরোপেতা; তেন সচ্চেন সোত্থি তে হোতু, সোত্থি গব্ভস্সা"তি। অথ খো সোত্থি ইত্থিযা অহোসি, সোত্থি গব্ভকস্স।

অথ খো আযস্মা অঙ্গুলিমালো একো বূপকট্‌ঠো অপ্পমত্তো আতাপী গহিতত্তো বিহরন্তো ন চিরস্স এব যস্স অথায কুলপুত্তা সম্মদেব অগারস্মা অনগারিযং পব্বজন্তি, তদ অনুত্তরং ব্রহ্মচরিয পরিযোসানং দিট্‌ঠে ব ধম্মে সযং অভিঞ্ঞা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহাসি; খীণা জাতি বুসিতং ব্রহ্মচরিযং, কতং করণীযং, নাপরং ইত্থত্তাযা'তি অব্ভঞ্ঞাসি; অঞ্ঞতরো খো পন আযস্মা অঙ্গুলিমালো অরহন্তং অহোসি।

অথ খো আযস্মা অঙ্গুলিমালো পুব্বণহ্ সমযং নিবাসেত্বা পত্তচীবরং আদায সাবত্থিং পিণ্ডায় পাবিসি। তেন খো পন সমযেন অঞ্ঞেন পি লেড্ডু আযস্মতো অঙ্গুলিমালস্স কাযে নিপততি; অঞ্ঞেন পি দণ্ডো খিত্তো আযস্মতো অঙ্গুলিমালস্স কাযে নিপততি। অথ খো আযস্মা অঙ্গুলিমালো ভিন্নেন সীসেন, লোহিতেন গলন্তেন, ভিন্নেন পত্তেন, বিপ্ফালিতায সংঘাটিযা, যেন ভগবা তেন উপসঙ্কমি। অদ্দসা খো ভগবা আযস্মন্তং অঙ্গুলিমালং দূরতো ব আগচ্ছন্তং দিস্বা আযস্মন্তং অঙ্গুলিমালং এতদ্ অবোচ- "অধিবাসেহি ত্বং, ব্রাহ্মণ; অধিবাসেহি ত্বং, ব্রাহ্মণ। যস্স খো ত্বং কম্মসস বিপাকেন বহুনি বসসানি বহুনি বস্সসতানি বহুনি। বস্সসহস্সানি নিরযে পচ্চেয্যাসি, তস্স ত্বং, ব্রাহ্মণ, কম্মস্স বিপাকেন দিট্ঠে বা ধম্মে পসিংবেদেসী"তি।

অথ খো আযস্মা অঙ্গুলিমালো রহোগতো পটিসলীনো বিমুত্তিসুখং পটিসংবেদী তাযং বেলাযং ইমং উদানং উদানেসিঃ

যো চ পুব্বে পমজ্জিত্বা পচ্ছা সো নপপ্মজ্জতি,
সো ইমং লোকং পভাসেতি অব্ভা মুত্তো'ব চন্দিমা।
যসস্ পাপং কতং কম্মং কুসলেন পিথীযতি,
সো ইমং লোকং পভাসেতি অব্ভা মুত্তো'ব চন্দিমা।
দণ্ডেন একে দমযন্তি অঙ্কুসেহি কসাহি চ,
অদণ্ডেন অসত্থেন অহং দন্তো'মিহ তাদিনা।
অহিংসকোতি মে নামং হিংসকস্স পুরো সতো,
অজ্জা'হং 'সচ্চ' নামো'ম্হি ন নং হিংসামি কিঞ্চিনং।
চোরো অহং পুরে আসিং অঙ্গুলিমালো 'তি বিস্সুতো,
ব্যুহমানো মহোঘেন বুদ্ধং সরণং আগমং।
লোহিতপাণী পুরে আসিং অঙ্গুলিমালো 'তি বিস্সুতো;
সরণাগমনং পস্স; ভবনেত্তি সমূহতা।
সাগতং নাপগতং নযিদং দুম্মন্তিতং মম;
তিসেস্া বিজ্জা অনুপ্পত্তা, কতং বুদ্ধস্স সাসনংতি।

সারমর্ম

কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী। বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে বাস করতেন। সে সময় রাজা প্রসেনজিৎ অঙ্গুলিমালকে দমন করতে বের হয়ে জেতবনে উপনীত হলেন। অঙ্গুলিমাল তখন সেখানে একজন ভিক্ষু। রাজা এতে বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

অঙ্গুলিমালের পিতার নাম ভার্গব ব্রাহ্মণ। ভার্গব ছিলেন কোশলরাজ্যের পুরোহিত ব্রাহ্মণ। মায়ের নাম মৈত্রায়নি (মন্তাণী)। অঙ্গুলিমালের বাল্যনাম হিংসক। সবাই তাঁকে ডাকত অহিংসক। অহিংসক বড় হলে বিদ্যা শিক্ষার জন্য তাঁকে তক্ষশিলায় পাঠান হয়। মেধাবী অহিংসক অল্পদিনের মধ্যে গুরুর মন জয় করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এতে কতিপয় শিক্ষার্থী ঈর্ষান্বিত হয়ে

অহিংসকের বিরুদ্ধে নানা অপবাদ দেয়। গুরুপত্নীকে জড়িয়ে অপবাদ দিতেও তারা দ্বিধা করেনি। এতে করে গুরুর মনও তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে গেল। তাই গুরু তাঁকে মানুষের দক্ষিণ হস্তের এক হাজার কনিষ্ঠাঙ্গুলি দিয়ে তৈরি মালা গুরুদক্ষিণা দিয়ে বিদায় হতে বললেন। অহিংসক তেজী পুরুষ। নরহত্যা করে হাজার আঙুল সংগ্রহ করতে শুরু করেন। আর সে আঙুলের তৈরি মালা পরে বনের মধ্যে অবস্থান করতে লাগলেন। তখন তাঁর নাম হল অঙ্গুলিমাল। একদিন অঙ্গুলিমাল বুদ্ধকে হত্যা করতে উদ্যত হলে বুদ্ধ মৈত্রী বলে তাঁকে জয় করেন। অঙ্গুলিমালকে বুদ্ধ তাঁর ধর্মে দীক্ষা দেন। সাধনায় রত হয়ে অল্পদিনের মধ্যে তিনি অর্হত্বফল লাভ করেন। দস্যু অঙ্গুলিমাল হল অর্হৎ অঙ্গুলিমাল। বিমুক্তি সুখে প্রীত হয়ে তিনি উদান গীতি উচ্চারণ করেন।

যদি কোন ব্যক্তি পুর্বে প্রমাদ পরায়ণ থেকে অপ্রমাদী হন তবে তিনি আকাশে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভিত হন। একদিন আমি মিথ্যা মোহে মুগ্ধ হয়ে অনেক পাপ করেছি। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ নিজের প্রজ্ঞাস্ত্র দ্বারা নিজের চিত্তকে সংযত রাখেন। করুণাময় বুদ্ধ আমাকে পাপ সাগর হতে উদ্ধার করেন। আমি বুদ্ধের শরণাগত হয়েছি। এখন আমার চিত্ত সংস্কারমুক্ত। আমি বিমুক্তি সুখ লাভ করেছি। আমার ভবতৃষ্ণা অপগত হয়েছে। মানব জীবনে সুখ শান্তির আশা নিরর্থক। পৃথিবীতে যে সুখ আছে তা নিতান্তই অকিঞ্চিতকর ও তুচ্ছ।

শব্দার্থ

আযস্মা - মাননীয়, পচ্ছাসমযেন - প্রত্যাবর্তনকালে, লোহিতপাণী - রক্তময় হাত, নিসীদি - বসলেন, পটিনিসেধিস্সামি - প্রতিনিবৃত্ত করব, পচ্চুপট্ঠয্যামক - প্রত্যুত্থান করব, দক্খিণবাহং - দক্ষিণবাহু, ছম্ভতত্তং - স্তম্ভিত , অয্যসস্ - আপনার, অরঞ্ঞকো - আরণ্যক, অচ্ছরিযং - আশ্চর্য, নাসাক্খিম্টহা - অসমর্থ, পাবিসি - প্রবেশ করল। কিলিস্সন্তি-ক্লিষ্ট হয়, নাভিজানামি - আমি জানি না, সঞ্চিচ্চ - উদ্দেশ্যমূলক, বোরোপেতা -হরণ করা, সোত্থি - নিরাপদ, বুপকট্ঠো - বিছিন্ন, আতাপী - দক্ষ, লেড্ডু - ঢিল, অধিবাসেহি - ধৈর্য ধর, পমজ্জিত্বা - প্রমত্ত থেকে, পভাসেতি - আলোকিত করে, অব্ভা - মেঘ, পিথীযতি - আবৃত করে, অঙ্কুসেহি - অঙ্কুসদ্বারা, ব্যুহমানো - শ্রেণিবদ্ধ , ভবনেত্তি - ভবতৃষ্ণা।

টীকা

তিস্সো বিজ্জা: ত্রিবিদ্যা বলতে পূর্ণ নিবাস জ্ঞান, দিব্যচক্ষু এবং আসবক্ষয় জ্ঞানকে বুঝায়। ত্রিবিদ্যা উৎপন্ন হলেই অর্হত্বে উপনীত হওয়া যায়।

বাসেট্ঠ সুত্ত

এবং মে সুতং- একং সমযং ভগবা ইচ্ছানঙ্গালে বিহরতি ইচ্ছানঙ্গালবনসণ্ডে। তেন খো পন সমযেন সম্বহুল অভিঞ্ঞাত অভিঞ্ঞাত ব্রাহ্মণ মহাসাল্য ইচ্ছানঙ্গালে পটিবসন্তি, সেয্যাথিদং, চংকী ব্রাহ্মণো তারুক্খো ব্রাহ্মণো পোক্খরসাতি ব্রাহ্মণ জানুস্সানি ব্রাহ্মণো তোদেয্য ব্রাহ্মণো অঞ্ঞে চ অভিঞ্ঞাতা অভিঞ্ঞাতা ব্রাহ্মণ মহাসালা। অথ খো বাসেট্ঠ ভারদ্বাজানং মাণবানং জংঘা বিহারং অনচংকমানানং অনবিচরমানানং অনাধারমানানং অযং অন্তরকথা উদ্পাদি-"কথং ভো ব্রাহ্মণো হোতী"তি? ভারদ্বাজো মাণবো এবং আহ "যথা খো ভো উভতো সুজাতো হোতি মাতিতো চ পীতিতো চ সংসুদ্ধ গহণিকো যাব সত্তমা পিতামহযোগা

অক্খিত্তো অনুপক্কুটেঠা জাতিবাদেন, এত্তাবতা খো ব্রাহ্মণো হোতী"তি। "বাসট্ঠমাণবো এবং আহ "যতো খো ভো সীলবা চ হোতি বতসম্পান্নো চ এত্তাবতা খো ব্রাহ্মণো হোতী"তি। ন এব খো অসক্খি ভারদ্বাজো মাণবো বাসেট্ঠং মাণবো সঞ্ঞাপেতুং, ন পন অসক্খি বাসেট্ঠ মাণবো ভারদ্বাজং মাণবং সঞ্ঞাপেতুং। অথ বাসেট্ঠ মাণবো ভারদ্বাজং মাণবং আমন্তেসি; "অযং খো ভারদ্বাজ সমণো গোতমো সক্যপুত্তে সাক্যকুল পব্বজিতো ইচ্ছানঙ্গালে বিহরতি ইচ্ছানঙ্গাল বনসণ্ডে, তং খো পন ভবন্তং গোতমং এবং কল্যাণো কীত্তিসদ্দো অব্ভুগতো পে বুদ্ধো ভগবাতি আযস্মা ভো ভারদ্বাজ, যেন সমণো গোতমো তেন উপসঙ্কমিস্সাম উপসঙ্কমিত্বা সমণং গোতমং এতং অত্থং পুচ্ছিস্সাম, যথা নো সমণো গোতমো ব্যাকরিসস্তি তথানং ধারেস্সামা"তি। "এবং ভো"তি খো ভারদ্বাজো মাণবো বেসট্ঠস্স পচ্চস্সোসি। অথ খো বাসেট্ঠ ভারদ্বাজ মাণবা যেন ভগবা তেন উপসঙ্কমিংসু, উপসঙ্কমিত্বা ভগবতা সদ্ধিং সম্মোদিংসু সম্মোদনীযং কথং সারনীযং বীতিসারেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু। একমন্তং নিসিন্নো খো বাসেট্ঠ মাণবো ভগবন্তং গাথায অজ্ঝভাসি।

১. অনুঞ্ঞাত পটিঞ্ঞাত তেবিজ্জা মযং অসম উভো,
অহং পোক্খরসাতিস্স তিরুক্কখসস্সাযং মাণবো।

২. তেসং নো জাতিবাদস্মিং বিবাদো অত্থি গোতম;
"জাতিযা ব্রাহ্মণা হোতি" ভারদ্বাজো 'তি ভাসতি;
অহঞ্চ "কাম্মুনা" ব্রুমি এবং জানাহি চক্খুমা।

৩. তে ন সক্কোম সঞ্ঞাপেতুং অঞ্ঞমঞ্ঞংহং মযং উভো,
ভবন্তং পুট্ঠং আগম্ম 'সম্বুদ্ধং ইিত বিস্সুতং'।

৪. তেসং বো'হং ব্যাক্খিস্সং [বাসেট্ঠো'তি ভগবা], অনুপুব্বং যথা তথং,
জাতি বিভঙ্গং পাণনং অঞ্ঞমঞ্ঞহি জাতীযো।

৫. ন জচ্চ ব্রাহ্মণো হোতি, ন জচ্চ হোতি অব্রাহ্মণো,
কম্মুনা ব্রাহ্মণো হোতি, কম্মুনা হোতি অব্রাহ্মণো।

৬. কস্সক কম্মুনা হোতি, সিপপ্কো হোতি কম্মুনা,
বাণিজো কম্মুনা হোতি, পেস্সিকো হোতি কম্মুনা।

৭. চোরো পি কম্মুনা হোতি, যোধাজীবো পি কম্মনা,
যাজকো কম্মুনা হোতি, রাজপি হোতি কম্মুনা।

৮. এবং এতং যথাভূতং কম্মং পস্সতি পণ্ডিতা,
পটিচ্চসমুপ্পদ দস্সা কম্ম বিপাক কোবিদা।

৯. কম্মুনা বত্ততি লোকে কম্মুনা বত্ততি পজা,
কম্ম নিবন্ধনা সত্তা রথস্সানীব জাযতো।

১০. তপেন ব্রহ্মচরিযেন সংযমেন দমেন চ,
এতন ব্রাহ্মণো হোতি এতং ব্রাহ্মণা উত্তমং।

১০৫

সারমর্ম

ভরদ্বাজ এবং বাশিষ্টের মধ্যে "কিসে ব্রাহ্মণ হয়" এ বিষয় নিয়ে বিতর্ক হলে সমাধানের জন্য উভয়ে বুদ্ধের কাছে আসলেন। এসে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, তারা উভয়ে ত্রিবেদ, বিদ্যা এবং ব্যাকরণে সমান জ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু ব্রাহ্মণ কিসে হয় এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিতর্ক হয়। চক্ষুষ্মান বুদ্ধকে তারা এ বিষয়ে সমাধান দিতে অনুরোধ করেন। তখন বুদ্ধ বললেন, ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নিয়ে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না। কর্মেই ব্রাহ্মণ হয়। কৃষি কাজে কৃষক, শিল্প কাজে শিল্পী, বাণিজ্যে বণিক এবং প্রেষ্য কর্মের মধ্যে নিবদ্ধ। তেমনি চুরি করলে চোর, যুদ্ধ করলে যোদ্ধা হয়। যাচক যাচনা করে এবং রাজা কর্মের মধ্যেই হয়ে থাকে। যারা প্রকৃতপক্ষে প্রতীত্যসমুৎপাদ বোঝেন তাঁরাই কর্মকে যথার্থভাবে নিরীক্ষণ করেন। কর্মের হেতুতেই এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চাকার মত আবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং তপস্যা, ব্রহ্মচর্যা, সংযম এবং ইন্দ্রিয় দমনেই উত্তম ব্রাহ্মণ হওয়া যায়।

শব্দার্থ

পটিবসন্তি - বাস করতেন, উপসঙ্কমিত্বা - উপস্থিত হয়ে, ধারেস্‌সামি - ধারণ করব, অনুঞ্ঞাত - অনুজ্ঞাত; তেবিজ্জ - ত্রিবিদ্যা; জাতিবাদস্মিং- জাতিবাদ নিয়ে; ব্যক্‌খিস্‌সং - ব্যাখ্যা করুন, জচ্চা - জন্ম; কস্‌সক - কৃষক; যোধাজীবো - যুদ্ধজীবী; পেস্‌সিকো - প্রেষ্য; সিপ্‌পকো - শিল্পী।

অনুশীলনী

ক. ঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দাও :

১। শাক্যবংশের শেষ প্রদীপ বলতে কাকে বুজায়?

(ক) শুদ্ধোদন (খ) নন্দ
(গ) গৌতম (ঘ) রাহুল

২। রাহুলের মায়ের নাম কী?

(ক) গৌতমী (খ) মহামায়া
(গ) যশোধরা (ঘ) পটাচারা

৩। রাহুল বুদ্ধের কাছে কোন ধন চেয়েছিল?

(ক) চার নিধি কুম্ভ (খ) প্রব্রজ্যা
(গ) উত্তরাধিকার (ঘ) বিষয় সম্পত্তি

৪। জীবক কোথাও অভৈষজ্য পেলেন না কেন?

(ক) সব ভৈষজ্য বলে (খ) উদ্ভিদ মাত্রেই ভৈষজ্য বলে
(গ) কোথাও ভৈষজ্য ছাড়া নয় বলে (ঘ) বিচক্ষণ বলে

৫। কোথায় এসে জীবকের পাথেয় ফুরিয়ে গেল ?

(ক) রাজগৃহে (খ) সাকেতে

(গ) পাটলিপুত্রে (ঘ) তক্ষশিলায়

৬। প্রথম চিকিৎসায় জীবকের কত আয় হয় ?

(ক) ৪ হাজার (খ) ১৬ হাজার

(গ) ১৮ হাজার (ঘ) ২০ হাজার

৭। অঙ্গুলিমালের পিতা কে ছিলেন ?

(ক) ভার্গব ব্রাহ্মণ (খ) পুরোহিত ব্রাহ্মণ

(গ) পূজারী ব্রাহ্মণ (ঘ) আচার্য ব্রাহ্মণ

৮। হাতিকে কীভাবে দমিত করা হয় ?

(ক) অঙ্কুশ দ্বারা (খ) আঘাতের দ্বারা

(গ) উপোস রেখে (ঘ) আদর করে

৯। পূর্বে অঙ্গুলিমাল কেমন ছিলেন ?

(ক) চোর (খ) ডাকাত

(গ) দস্যু (ঘ) ঘাতক

১০। কার মধ্যে ত্রিবিদ্যার উদয় হয় ?

(ক) সারিপুত্রের (খ) মন্তাণীর

(গ) অঙ্গুলিমালের (ঘ) নন্দের

১১। বাসেট্‌ঠ সুত্ত-এ বর্ণিত বিতর্কের বিষয় ?

(ক) ধর্ম (খ) কর্ম

(গ) ব্রাহ্মণ (ঘ) ক্ষত্রিয়

১২। জাতি সম্বন্ধে বাশিষ্ঠের মতবাদ কি ?

(ক) জন্মগত (খ) কর্মগত

(গ) ধর্মগত (ঘ) বংশগত

১৩। বুদ্ধের মতে কিসে ব্রাহ্মণ হয় ?

(ক) জন্ম (খ) কর্ম

(গ) ধর্ম (ঘ) বংশ

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'সুখো তে সমণ ছায়া'তি-এটি কার উক্তি?

২। রাহুলকে কে প্রব্রজ্যাদান করেন?

৩। রাজপরিবার জীবকের জন্য সুখবর নয় কেন?

৪। তক্ষশিলা কোথায় এবং কিজন্য বিখ্যাত?

৫। মেঘমুক্ত চন্দ্রকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

৬। অঙ্গুলিমাল কীভাবে দমিত হয়েছিলেন?

৭। অঙ্গুলিমাল কেন উদ্বিগ্ন চিত্তে থাকতেন?

৮। ভরদ্বাজ এবং বাসেট্‌ঠ কী বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন?

৯। "ন জচ্চা ব্রাহ্মণো হোতি ন জচ্চা হোতি অব্রাহ্মণো" - বাক্যটির বাংলা কি?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১। প্রথমে কীভাবে প্রব্রজ্যা প্রদান করা হত তা বর্ণনা কর।

২। রাজা শুদ্ধোদন বুদ্ধের নিকট কী বর লাভ করেন এবং কেন?

৩। অনুবাদসহ ত্রিশরণ মুখস্থ লেখ।

৪। জীবক কুমার ভৃত্যের জীবনী সংক্ষেপে লেখ।

৫। জীবকের তক্ষশিলা গমনের কারণ কী? তাঁর মেধার পরিচয় দাও।

৬। জীবকের চিকিৎসা শাস্ত্রে যশের একটি বর্ণনা দাও।

৭। জীবক কোথায়, কাকে এবং কীভাবে প্রথম চিকিৎসা করেন?

৮। অঙ্গুলিমাল কে ছিলেন? তাঁর জীবন সম্পর্কে কি জান?

৯। পূর্বে প্রমত্ত থেকে পরে অপ্রমত্ত হওয়ার সুফল কিভাবে অঙ্গুলিমালের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল?

১০। বুদ্ধের মতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে? সংক্ষেপে বর্ণনা কর?

১১। বাসেট্‌ঠ সুত্তের সারাংশ চয়ন কর।

তৃতীয় অধ্যায়

অট্‌ঠকথা

বিসাখায বরলাভো

সা (বিসাখা) হি একদিবসং জেতবনে ধম্মকথং সুত্বা ভগবন্তং সদ্ধিং ভিক্‌খুসঙ্ঘেন স্বাতনায নিমন্তেত্বা পক্কামি। তস্‌সা পন রত্তিযা অচ্চযেন চাতুদ্দীপকো মহামেঘো বস্‌সী। ভগবা ভিক্‌খূ আমন্তেত্বা "যথা ভিক্‌খবে জেতবনে বস্‌সতি এবং চতুসু দীপেসু বস্‌সতি, ওবস্‌সাপেথ ভিক্‌খবে কাযং, অযং পচ্ছিমকো মে চাতুদ্দীপকতো মহামেঘো"তি বত্বা ওবস্‌সাপিত কাযেহি ভিক্‌খুহি সদ্ধিং ইদ্ধিবলেন জেতবনে অন্তরহিতো বিসাখায কোট্‌ঠকে পাতুর অহোসি। উপাসিকা অচ্ছরিযং বত ভো, অব্‌ভুতং বত ভো, তথাগতস্‌স মহিদ্ধিকতা মহানুভাবতা যত্রহি নাম জণ্ণুকমত্তকেসুপি ওঘেসু বত্তমানেসু কোটিমত্তেসুপি ওঘেসু বত্তমানেসু ন হি নাম একভিক্‌খুস্‌সপি পাদা বা চীবরং বা অলনি ভবিস্‌সতী"তি হটঠ্‌-উদগ্‌গ বুদ্ধ-পমুখং ভিক্‌খুসঙ্ঘং পরিবিসিত্বা কতভত্তকিচ্চং এতদ্ অবোচ- "অশ্বাহং ভন্তে ভগবন্তং বরং যাচামী"তি। -"অতিক্কন্তবরা ভো বিসাখে তথাগতা"তি। -"যানি চ ভন্তে কপ্পন্তি যানি চ অনবজ্জানী"তি। -"বদেহি বিসাখে"তি। -"ইচ্ছামহং ভন্তে ভিকখুসঙ্ঘস্‌স যাবজীবং বস্‌সিকসাটিকং দাতুং আগন্তুক-ভত্তং দাতুং, গমিকভত্তং দাতুং, গিলানভত্তং দাতুং, গিলানুপট্‌ঠাক-ভত্তং দাতুং, গিলান- ভেসজ্জং দাতুং, ধুবযাগুং দাতুং, ভিকখুণীসঙ্ঘস্‌স যাবজীবং উদক-সাটিকং দাতুং"তি। সথা"কং পন ত্বং বিসাখে অথবসং সম্পাস্‌সমানা তথাগতং অট্‌ঠ্‌বরানি যাচসী"তি পুচ্ছিত্ব তযা বরানিসংসে কথিতে "সাধু সাধু বিসাখে, সাধু খো ত্বং বিসাখে ইমং আনিসংসং সম্পস্‌স্‌মানা তথাগতং অট্‌ঠ্‌বরানি যাচসী"তি বত্বা অনুজানামি বিসাখে অট্‌ঠ্‌বরানী"তি অট্‌ঠ্‌ বরে দত্বা অনুমোদনং কত্বা পক্কামি।

সারমর্ম

সেদিন বিশাখার ঘরে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের নিমন্ত্রণ ছিল। নিমন্ত্রণ যাত্রার সময়ে প্রবল বারিপাত শুরু হল। বুদ্ধ ঋদ্ধিবলে ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিয়ে বিশাখার ঘরে উপস্থিত হলেন। কারো এতটুকু চীবরও সিক্ত হল না। বুদ্ধ ঋদ্ধি প্রয়োগ না করলে ভিক্ষুসঙ্ঘ সিক্তবসনে কি করতেন? বিশাখা চিন্তা করে আকুল হলেন। সে অসুবিধা নিরসনের জন্য তিনি মনঃস্থির করলেন। ভোজন শেষ হলে বিশাখা বুদ্ধের কাছে আটটি বর প্রার্থনা করেন।

সে আটটি বর হল–

১. যাবজ্জীবন বর্ষা-চীবর প্রদান করবেন।

২. নবাগত ভিক্ষুকে ভোজন করাবেন।

৩. প্রস্থানকারী ভিক্ষুকে ভোজন করাবেন।

৪. পীড়িত ভিক্ষুর পথ্য দান করবেন।

৫. রোগীর পরিচর্যাকারীর ভোজন দান করবেন।

৬. পীড়িত ভিক্ষুকে ঔষধ দান করবেন।

৭. নিত্য যাগুদান করবেন।

৮. ভিক্ষুণীসঙ্ঘকে যাবজ্জীবন স্নান-বস্ত্র দান করবেন।

ভগবান সাধুবাদের সাথে বিশাখাকে উক্ত আটটি বর প্রদান করেন।

শব্দার্থ

আমন্তেত্বা - আমন্ত্রণ করে; চতুসু দীপেসু - চার দ্বীপে; ইদ্ধিবলেন - ঋদ্ধিবল দ্বারা; অন্তরহিতো - রহিত করা; জণ্ণকত্তকেসু - জানু পরিমাণ, অলানি - ভেজা, ভত্তকিচ্চং - ভোজন কৃত্য; পরিবিসিত্বা - পরিবেশন করে; অতিক্কন্তবরা - অতিক্রম্য বরসমূহ; বস্‌সিক সাটিকং - বর্ষা চীবর; গিলান - পীড়িত; গিলিনূপট্ঠাক - রোগীর পরিচর্যাকারী; ভেসজ্জং - ভৈষজ্য; ধূবযাগুং - নিত্য যাগু; সম্পস্‌সমনা - তুষ্ট মনে; আনিসংস - সুফল।

টীকা

বর-বর শব্দের অর্থ বহু প্রকার হতে পারে। যেমন বর অর্থ দেবতা, গুরুজন প্রভৃতির নিকট হতে প্রাপ্ত অনুগ্রহ, আশীর্বাদ, বিয়ের পাত্র, স্বামী, পতি, ইপ্সিতবস্তু , উত্তম, উৎকৃষ্ট ইত্যাদি। এখানে বিশাখার বর লাভ বলতে বিশাখাকে প্রদত্ত বুদ্ধের আশীর্বাদ লাভ, আবেদন অনুমোদন বুঝায়। বিশাখা প্রত্যহ তিনবার বিহারে যেতেন। বুদ্ধ শাসনের উন্নতির বিষয় তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতেন। এ চিন্তার ফল স্বরূপ প্রয়োজনীয় অভাব পূরণের জন্য বুদ্ধের কাছে আটটি বর প্রার্থনা করেছিলেন। বুদ্ধ এ প্রার্থনা অনুমোদন করে।

অট্ঠকথা– পাঠ্য বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু অট্ঠকথা থেকে সংকলিত। অট্ঠকথা-র বাংলা অর্থকথা বা ভাষ্যগ্রন্থ। ত্রিপিটকের ভাষ্য গ্রন্থই অর্থকথা। ত্রিপিটকের অন্তর্নিহিত গভীরতত্ত্ব সহজে বুঝার জন্য অর্থকথা প্রণীত হয়েছে। ফলে অতি সাধারণ লোকও ত্রিপিটকের মর্ম উপলব্ধি করতে পারে। অট্ঠকথা রচনার একক কীর্তির অধিকারী বুদ্ধঘোষ। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে শ্রীলংকায় অট্ঠকথা রচিত হয়। ত্রিপিটকের পরবর্তী ভাষ্যকার হিসেবে ধর্মপালের নাম করা যায়। সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম পিটকের অট্ঠকথা বর্তমানে মায়ানমার, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা এবং লন্ডন পালি টেক্সট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

কিসা গোতমীযা বত্থু

সাবত্থিযং কির একস্‌স সেট্ঠিস্‌স গেহে চত্তালীসকোটিধনং অঙ্গারা হুত্বা অট্ঠাসি। সেট্ঠি তং দিস্বা উপ্পন্নো সোকো অত্তনো আপনে অঙ্গারে রাসিং কত্বা বিক্কিণন্তো বিয নিসীদি। অথ একা গোতমী নাম কুমারিকা কিলন্তসরীর তায "কিসা গোতমী"তি পঞ্‌ঞাযমানা পরিজিণ্ণ কুসলস্‌স ধিতা অত্তনো পুত্তস্‌স আনেত্বা চত্তালীস কোটিধনং পটিচ্ছাপেসি।

তস্‌সা অপরেন সমযেন গব্ভো পতিট্ঠাহি। সা দসমাস অচ্চযেন পুত্তং বিজাযি। সো পদসা গমনকালে কালং অকাসি। সা অদিট্ঠপুব্ব মরণতায তাং ঝাপেতুং নীহরন্তে বারেত্বা "পুত্তস্‌স মে ভেসজ্জং পুচ্ছিস্‌সামী"তি। মতকলেবরং অঙ্কেন আদায "অপি নু মে পুত্তস্‌স ভেসজ্জং জানাথা"তি পুচ্ছন্তি ঘরপটিপাতিযা বিচরতি। অথ নং মনুস্‌সা "অম্ম, উম্মত্তিকা" সি জাতা, মতপুত্তস্‌স ভেস্‌জজং পুচ্ছন্তি বিচরসী"তি বদন্তি। সা অবস্‌সং মম পুত্তস্‌স ভেসজ্জং জাননকং লভিস্‌সামী"তি মঞ্‌ঞমানা বিচরতি।

অথ নং একো পণ্ডিত পুরিসো দিস্বা "অযং মম ধীতা পঠমপুত্তকং বিজাতা ভবিস্সতি অদিট্ঠপুব্ব মরণা, মযা ইমিস্সা অবস্সযেন ভতিতুং বপুতী"তি চিন্তেত্বা আহ- "অহং অম্ম ভেসজ্জাং ন জানামি, ভেসজ্জং জাননকং পন জানামী"তি। "কে জানাতি তাত"তি। -"সত্থা অম্ম জানাতি, গচ্ছ তং পুচ্ছা"তি। সা "গমিস্সামি তাত পুচ্ছিস্সামী "তি? -"বত্বা সত্থারং উপসঙ্কমিত্বা বন্দিত্বা একমন্তে ঠিতা পুচ্ছি তুম্হে কির মে পুত্তস্স ভেসজ্জং জানাথ ভন্তে"তি? -"কিং লদ্ধুং বট্টতী'তি। -"অচ্ছরগহণমত্তং সিদ্ধথকং লদ্ধুং বট্টতী'তি। "লভিস্সামি ভন্তে, কস্স পন গেহে লদ্ধুং বট্টতী"তি। যস্স গেহে বা ধীতা বা ন কোচি মতপুব্বো"তি।

সা "সাধু ভন্তে"তি সত্থারং বন্দিত্বা মতপুত্তকং অঙ্গেনাদাযী অন্তোগামং পবিসিত্বা পঠমগেহস্স দ্বারে ঠত্বা "অত্থি নু খো ইমস্মিং গেহে সিদ্ধত্থকো। পুত্তস্স কির মে ভেসজ্জং এতং"তি বত্বা, "অত্থি" তি বুত্তে, "তেন হি দেথা"তি। তে আহরিত্বা সিদ্ধাথকেসু দিযমানেসু "ইমস্মিং গেহে পুত্তো বা ধীতা বা মতপুব্বো কচ্চি নত্থি অম্ম"তি পুচ্ছিত্বা, "কিং বদেসি অম্ম, জীবমানা হি কতিপযা, মতকা এব বহুকা"তি বুত্তে, " তেন হি গণ্হথা বো সিদ্ধত্থকে, ন তং মম পুত্তস্স ভেসজ্জং"তি পটিদাসি। ইমিনা নিযামেন আদিতো পট্টায পুচ্ছন্তি বিচরি। সা একগেহে পি সিদ্ধত্থকে অগহেত্বা সাযণহ সমযে চিন্তেসি-"অহো ভরিযং কম্মং, অহং "মম এব পুত্তো মতো'তি সঞ্ঞং অকাসিং সকলগামে হি পন জীবন্তেহি মতকা বা বহুতরা"তি। তস্সা এবং চিন্তযমানয পুত্তসিনেহ মুদুকং হদযং থদ্ধভাবং অগমাসি। সা পুত্তং অরঞ্ঞে ছডডেত্বা সত্থু সন্তিকং গন্ত্বা বন্দিত্ব একমন্তং অট্ঠাসি।

অথ নং সত্থা " লদ্ধা তে একচ্ছরমত্তা সিদ্ধত্থকা"তি আহ। "-ন লদ্ধা ভন্তে, সকলগামে হি জীবন্তেহি মতকা এব বহুতরা" তি। অথ নং সত্থা "ত্বং ইমং এব পুত্তো মতো"তি সলক্খেসি, ধুবধম্মো এস সত্তানং মচ্চুরাজা হি সব্বসত্তে অপরিপুণ্ণজ্ঝাসযে এব মহোঘো বিয পরিকস্সমানো যেব অপাযসমুদ্দে পক্খিপতী"তি বত্বা ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথং আহ-

তং পুত্তপসুসম্মত্তং ব্যাসত্তমনসং নরং,

সুত্তং গামং মহোঘো ব মচ্চু আদায গচ্ছতী'তি।

গাথা পরিযোসানে কিসা গোতমী সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠাহি। সা পন সত্থারং পব্বজ্জং যাচি, সত্থা ভিক্খুণীনং সন্তিকং পেসেত্বা পব্বাজেসি। সা লদ্ধুপসম্পদা কিসাগোমতি থেরী"তি পঞ্ঞাযি।

সারমর্ম

শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ ছিলেন গৌতমী। কৃশা গৌতমী সংসার জীবনে এসে এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। পুত্রটি হাঁটি হাঁটি পা পা করতেই হঠাৎ মৃত্যু হয়। কৃশা গৌতমী আদরের এ পুত্রকে হারিয়ে শোকে উন্মাদ হয়ে গেল। মৃত পুত্রকে কোলে নিয়ে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ডাক্তার আর ঔষধ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এমনি সময়ে পথে এক বুদ্ধের পরামর্শে চিকিৎসার জন্য বুদ্ধের কাছে গেলেন। বুদ্ধ তাকে যে ঘরে কোন লোক মরেনি এমন ঘর থেকে এক মুষ্টি সরিষা এনে দিতে বললেন। বুদ্ধের পরামর্শে কৃশা গৌতমী গ্রামে প্রবেশ করে প্রতি ঘরে খুঁজে সরিষা পেলেন কিন্তু লোক মরেনি এমন ঘর একটাও পাননি। সুতরাং সরিষাও নেয়া হল না। প্রত্যেকের ঘরে মৃত্যুর ছোবল পড়েছে জেনে কৃশা গৌতমীর মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন এল। কৃশা গৌতমীর মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় হল শুধু তিনি নয়, পুত্র সন্তান বা আত্মীয় হারায়নি এমন কেউ নেই। তিনি তার মৃতপুত্রকে বনে রেখে বুদ্ধের কাছে ফিরে গেলেন। তিনি বুদ্ধকে তার মনের প্রতিক্রিয়া জানালেন। মৃত্যু যে ধ্রুব একথা বুদ্ধ কৃশা

গৌতমীকে বুঝিয়ে দিলেন। এতে কৃশা গৌতমী স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিতা হন। বুদ্ধ তাকে ভিক্ষুণীসঙ্ঘে প্রেরণ করলেন।

উপদেশ : জগতে মৃত্যু অবধারিত। সুতরাং সৎজীবন যাপনই শ্রেয়।

শব্দার্থ

চত্তালীস কোটি ধনং-চলিশ কোটি ধন, বিক্কিনন্তো-বিক্রি করে, কিলমন্ত শরীর - শীর্ণদেহ, পটিচ্ছাপেসি-গ্রহণ করেন, দসমাস অচ্চযেন - দশমাস পরে, অদিট্‌ঠপুব্ব - অদৃষ্টপূর্ব, নীহরন্তে - বহন করতে, ভেসজ্জং - ঔষধ, মতকলেবরং - মৃত কলেবর, অঙ্কে - কোলে, উন্নত্তিকা - উন্মাদ, অবস্‌সযেন - সমর্থন করে, সথারং- শাস্তাকে, একচ্চরমত্তা - একমুষ্টি, সিদ্ধথকো - সরিষা, সলকসি - নির্ধারণ করা, মহোঘ - মহাবন্যা, অপরিপুণ্ণজ্ঝাসয়ে - অপরিপূর্ণতায়।

অজাতসত্তুনো চিত্তস্‌সাদো

সো হি [রঞ্‌ঞো বিম্বিসারস্‌স পুত্তো অজাতসত্তু-কুমারো] বুদ্ধানং পটিকণ্টকভুতে দুস্‌সীলে পাপধম্মে দেবদত্তে পসীদিত্বা, তং অসন্তাং অসপ্পুরিসং পগয্হ-"তস্‌স সক্কারং করিস্‌সামী"তি বহুং ধনং পরিচ্চজিত্বা গযাসীসে বিহারং কারেত্বা তস্‌স এব বচনং গহেত্বা পিতরং ধম্মরাজানং সোতাপন্নং অরিযসাবকং ঘাতেত্বা, "দেবদত্তো পঠবি পবিটঠো" তি সুত্বা, "কচ্চি নু খো মং পি পঠবী গিলেয্যা"তি ভীততসিতো রজ্জসুখং ন লভতি, সযনে অস্‌সাদং ন বিন্দতি, তিব্বকারণাভিতুন্নো হত্থিপোতো বিষ কম্পমানো বিচরতি। সো পঠবিং ফলমানং বিষ, অবীচিজালং নিক্‌খমন্তং বিষ, পঠবিযা অত্তানং গীলিযানং বিয, আদিত্তায লোহপঠবিযা উত্তানকং নিপজ্জাপেত্বা অযধূলেহি কোটিযমনং বিয চ সমনুপস্‌সি। তেন এতস্‌স পহটকুক্কুটস্‌স এব মুহুত্থংপি কম্পমানস্‌স অবত্তানং নাম নারেহসি। সম্মাসম্বুদ্ধং পস্‌সতুকামো খমাপেতুকামো পঞ্‌হং পুচ্ছিতুকামো অহোসি, অত্তনো অপরাধ-মহন্ততায উপসঙ্কমিতুং ন সক্কোতি।

অথ অস্‌স রজগহনগরে কত্তিকরত্তিবারে সম্পত্তে বেদনগরং বিয় নগরে অলংকতে, মহাতলে অমচ্চগণ পরিবুতস্‌স কাঞ্চনাসনে নিসিন্নস্‌স, জীবকং কোমারভচ্চং অবিদূরে নিসিন্নং দিস্বা, এতদহোসি-"জীবকং গহেত্বা সম্মাসম্বুদ্ধং পসস্‌সিমামি, ন খো পন সক্কা মযা উজুকং বত্তু "অহং সম্ম জীবক সযং গন্তুং ন সক্কোমি, এহি মং সত্থু সন্তিকং নেহী" তি, পরিযাযেন পন রত্তিসম্পদং বণ্ণেত্বা "কন্নু খো অজ্জ মযং সমণং বা ব্রাহ্মণং বা পযিরূপাসেয্যাম, যং নো পযিরূপাসন্তানং চিত্তং পসীদেয্যা"তি বক্‌খামি, তং সুত্বা অমচ্চা অত্তনো সথারানং বণ্ণং কথেস্‌সন্তি, জীবকো পি সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স বণ্ণং কথেস্‌সতি, অথ নং গহেত্বা সত্থু সন্তিকং গচ্ছিস্‌সামী'তি

পঞ্চেহি পদেহি রত্তিং বণ্ণেসি ঃ

লক্‌খণা বত ভো দোসিনা রত্তি,
অভিরূপা বত ভো দোসিনা রত্তি,
দস্‌সনিযা বত বো দোসিনা রত্তি,
পাসাদিকা বত ভো দোসিনা রত্তি,
রমণিযা বত ভো দোসিনা রত্তি।
কং নু কো অজ্জ মযহং সমণং বা ব্রাক্ষণং বা পযিরূপসতো চিত্তং পসিদেয্যা"তি।

অথ একো অমচ্চো পুরাণস্‌স কস্‌সপস্‌স বণ্ণং কথেসি, একো মক্‌খলি গোসালস্‌স, একো অজিত কেসকম্বলস্‌স, একো ককুধ কচ্চাযনস্‌স, একো সঞ্জয বেলট্‌ঠিপুত্তস্‌স, একো নাথপুত্ত নিগণ্ঠস্‌স' তি রাজা তেসং কথং সুত্বা তুণ্হী অহোসি। সো হি জীবকস্‌স এব মহা অমচ্চস্‌স কথং পচ্চাসীংসতি। জীবকো পি রঞ্ঞো মং আরব্‌ভ কথিতে যেব জানিস্‌সমী"তি অদিদূরে তুণ্হী নিসীদি। অথ নং রাজা আহ-"ত্বং পন সম্ম জীবক কিং তুণ্হী"তি। তস্মিং খণে জীবকো উট্‌ঠযাসনা যেন ভগবা তেন অঞ্জলিং পনামেত্বা "এসো দেব অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো অম্হাকং অম্ববনে বিহরতি সদ্ধিং অড্ঢতেসেহি ভিক্‌খুসতেহি তঞ্চ পন ভগবন্তং এবং কল্যাণো কিত্তিসদ্দো অব্‌ভুগতে তি নব অরহাদিগুণে বত্বা জাতিতো পট্‌ঠায পুব্ব নিমিত্তাদিভেদনং ভগবতো অনুভাবং পকাসেত্বা "তা ভগবন্তং দেবো পযিরুপাসতু, ধম্ম সুণাতু, পঞ্হং পুচ্ছতু"তি আহ।

রাজা সম্পণ্ন মনোরথো হুত্বা "তেন হি সম্ম জীবন হত্তিযানানি কপ্‌পপেহী"তি যানানি কপ্‌পাপেত্বা মহন্তেন রাজানুভাবেন জীবকাম্ববনং গন্ত্বা গন্ধ-মণ্ডল-মালেহি ভিক্‌খুসঞ্জ পরিবুতং তথাগতং দিস্বা সন্ত-বীচি-মজ্জে মহণ্ণবং বিয নিচ্চলং ভিক্‌খুসঙ্ঘং ইতো চ ইতো চ অনুবিলোকেত্বা- "এবরূপা নাম মে পরিসা ন দিট্‌ঠ্‌পুব্বো"তি ইরিযাপথে যেব পসীদিত্বা, সংঘস্‌স অঞ্জলিং পগ্‌গণহিত্বা, তুতিং কত্বা ভগবন্তং বন্দিত্ব, একমন্তং নিসিন্নো সামঞ্ঞফলসুত্তন্তং- কথেসি সো সুত্তং পরিযোসানে অত্তমনো ভগবন্তং খমাপেত্বা উট্‌ঠাযাসনা পদক্‌খিণং কত্বা পক্কামি।

সথা অচিরপক্কন্তস্‌স রঞ্ঞো, ভিক্‌খু আমন্তেত্বা "যথাযং ভিক্‌খবে রাজা, সচে অযং ভিক্‌খবে রাজা ইস্‌সরিযকারণা পিতরং ধম্মিকং ধম্মরাজানং জীবিতা ন বেরোপেস্‌সথ, ইমস্মিং যেব আসনে" বিরজং বীতমলং ধম্মচক্‌খুং উপ্‌পজ্জিস্‌সথ। দেবদত্তং পন নিস্‌সায অসন্তং পগ্‌গহং কত্বা সোতাপত্তিফলা পরিহীনোতি আহ্।

সারমর্ম

রাজা অজাতশত্রু ছিলেন মগধরাজ বিম্বিসারের পুত্র। পাপমতি দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা করেন। এদিকে দেবদত্ত অবীচি নরকে গমন করলে অজাতশত্রু ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হতে লাগলেন। একদিন এক রমণীয় রাতে তিনি কোন এক ধর্মগুরুর কাছে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে মন্ত্রীরা ছয় তীর্থঙ্করের কথা উল্লেখ করেন। পরে মহামান্য জীবকের পরামর্শে তিনি জীবকের আম্রবনে অবস্থানরত বুদ্ধের নিকট গমন করেন। রাজা বুদ্ধকে নিভৃতে নিচ্চল ভিক্ষুগণ পরিবৃত দেখে অভিভূত হন। বুদ্ধ রাজাকে শ্রামণ্যফল সূত্র দেশনা করে তৃপ্ত করেন। সূত্র শেষ হলে রাজা সন্তুষ্ট হৃদয়ে সপারিষদ প্রস্থান করেন।

শব্দার্থ

পটিকণ্টকভূতে-বিরুদ্ধচারী, পরিচজ্জিত্বা-ব্যয় করে, ভত্তসিতো - ভীত সন্ত্রস্ত, পঠবিপরিটঠো - পৃথিবীতে প্রবেশ, অযসূলেহি - লৌহশূলে, রত্তিসম্পদং - রাত্রি সম্পদ, পাসাদিকা - আনন্দ দায়ক, তুণ্হী - নীরব; খমাপেত্বা - ক্ষমা চেয়ে, উট্‌ঠাযসনা - আসন থেকে উঠে, পক্কামি - প্রস্থান করেন, বোরোপেস্‌সথ - হত্যা না করত, নিস্‌সায - কারণে।

টীকা

দেবদত্তো- দেবদত্ত সুপ্রবুদ্ধের পুত্র এবং যশোধরার ভাই। আনন্দ, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি রাজকুমারদের সাথে তিনি বুদ্ধের নিকট প্রব্রজিত হন। ধ্যান বলে ঋদ্ধি লাভ করেন। এ ঋদ্ধি প্রভাবকে তিনি বিপথে পরিচালিত করেন। ক্রমে বুদ্ধের সাথে বিরোধিতায় তৎপর হয়ে উঠেন। রাজা অজাতশত্রুর সাথে আঁতাত করে বুদ্ধের প্রাণনাশ করতে চেয়েছিলেন। সে পাপের ফলে দেবদত্ত অবীচি নরকে গমন করেন।

সাকিয- কোলিযানং বিবাদকথা

সাকিয- কোলিযা কির কপিলবত্থু নগরস্স চ কোলিয নগরস্স চ অন্তরে রোহিণি নাম নদিং একেনে'ব আবরণেন বন্ধাপেত্বা সস্সানি কারেন্তি। অথ জেট্ঠমূলমাসে সস্সেসু মিলাযন্তেসু উভয নগরবাসিনং পি কম্মকারা সন্নিপতিংসু। তত্থ কোলিযবাসিনো বদিংসু- ইদং উদকং উভতো নীহরিযমানং নেব তুম্হাকং ন অম্হাকং পহোস্সতি, অম্হাকং পন সস্সং এক উদকেনেব নিপ্পজ্জিস্সতি, ইদং উদকং অম্হাকং দেথা" তি। কপিলবত্থুবাসিনো তুম্হেসু কোট্ঠকে পূরেত্বা ঠিতেসু মযং রত্তসুবণ্ণ নীলমণি কাল কহাপণে গহেত্বা ন সক্খিস্সাম। পচ্ছিপসিব্বকাদিহত্থা তুম্হাকং ঘরদ্বারে বিচরিতং, অম্হাকং পি অস্সং একেনেব উদকেন নিপ্পজ্জিস্সতি, "ইদং উদকং অম্হাকং দেথা"তি "ন মযং দস্সামা"তি। "মযংপি ন দস্সামা"তি। এবং কথং বড্ঢেত্বা একো উট্ঠায একস্স পহারং অদাসি, সো পি অঞ্ঞস্সা'তি এবং অঞ্ঞমঞ্ঞং পহারিত্বা রাজকুলানং জাতিং ঘটেত্বা কলহং বড্ঢেসুং। তে গন্ত্বা তস্মিং কম্মে নিযুত্ত-অমচ্চানং কথেসুং, অমচ্চা রাজকুলানং কথেসুং, ততো সাকিযা সোমঞ্চ বলঞ্চ দসসেস্সামা"তি যুদ্ধসজ্জা নিক্খমিংসু। কোলিযা পি "থামঞ্চ বলঞ্চ দসস্সেস্সামা"তি যুদ্ধসজ্জা নিক্খমিংসু।

অপরে পনাচারিযা, সাকিয কোলিযানং দাসীসু উদকত্থায নদিনং গন্ত্বা চুম্বটানি ভূমিযং নিক্খিপিত্বা সুখকথায নিসিন্নাসু একিস্সা চুম্বটং এক সকসঞ্ঞায গণ্তি তং নিস্সায "তব চুম্বটং মম চুম্বটং"তি কলহে পবত্তে কমেন উভয নগরবাসিনং দাসকম্মকরা বে'র সেবকভোজকামচ্চ উপরাজানো চা'তি সব্বে যুদ্ধসজ্জা নিক্খমিংসু'তি বদন্তি ইমমহা পন নযা পুরিমনযো ব রহসু অট্ঠকথাসু আগতো যুত্তোরূপো চা'তি স্বেব গহতব্বো। তে পন সাযণ্হে যুদ্ধসজ্জা নিক্খনিনন্তী'তি।

তস্মিং সমযে ভগবা সাবত্থিযং বিহরন্তো পচ্চূস্সমযে লোকং বিলোকেন্তো ইমে এবং যুদ্ধসজ্জা নিক্খমন্তে অদ্দস, দিস্বা "মযি গতে এস কলহো বূপসমিস্সতি নু খো নো" তি উপধারেন্তো সরীরা-পটিজগ্গনং কত্বা, সাবত্থিযং পিণ্ডায চরিত্বা, পিণ্ডাপাত পটিককন্তো সাযণ্হ সমযে গন্ধকুটিতো নিক্খমিত্বা কস্সচি অনরোচেত্বা, সযং এব পত্তচীবরং আদায দ্বিন্নং সেনানং অন্তরে নিসীদি।

কপিলবত্থুবাসিনো ভগবন্তং দিস্বা অম্হাকং ঞাতিসেট্ঠো সত্থা আগতো, দিট্ঠো নু খো অম্হাকং কলহকরণভারো"তি চিন্তেত্বা "ন খো পন সক্কা সত্থরি আগতে অম্হে পরস্স সরীরে সত্থং পাতেতুং, কোলিযবাসিনো অম্হ বা পচন্তু বা" তি আযুধানি ছড্ঢেসং। কোলিযবাসিনো পি তথে অকংসু।

২০২৫

অথ ভগবা রমণীযে পদেসে পালিকা পুলিনে পঞ্ঞত্তবর বুদ্ধসনে নিসীদি, অনোমায বুদ্ধসিরিযা বিচরমানো। তে পি রাঞ্ঞো ভগবন্তং বন্দিত্বা নিসীদিংসু। অথ নে সত্থা জানন্তো ব "কস্মা আগত অথ মহারাজা"তি পুচ্ছিত্বা "ন এব ভন্তে নদীদস্সুনত্থায ন কিলমত্থায, ইসস্মিং পন ঠানে সংগামং পচ্চুপট্ঠাপেন্তা আগতম্হা'তি। কিং নিস্সায বো কলহো মহারাজ"তি। উদকং নিস্সায ভন্তে"তি। -"উদকং কিং অগ্ঘতি মহারাজা"তি। -"অপ্পং ভন্তে"তি। -"পঠবী নাম কিং অগ্ঘতি মহারাজা"তি। -"অনগ্ঘ ভন্তে"তি। খত্তিযা কিং অগ্ঘন্তি"তি। -"খত্তিযা নাম অনগ্ঘা ভন্তে"তি। অপপগ্ঘং উদকং নিস্সায যস্মা মহগ্ঘে খত্তিযে নাসথ মহারাজ"তি।

"কলহস্মিং হি অস্সাদো নাম নত্থি। কলহবসেন হি মহারাজা একায রুক্খদেবতায কালসীহেন সদ্ধিং বদ্ধাঘাতো সকলং'পি ইমং কপ্পং অনুপপত্তো যেবা"তি বত্বা ফন্দন জাতকং কথেসি। ততো "পরপত্তিযেন নাম মহারাজ ন ভবিতব্বং পরপত্তিযা হুত্বাপি একস্স সসস্স কথায তিযোজন সহস্স বিত্থতে হিমবন্তে চতুপ্পদগণা মহাসমুদ্দং পক্খন্দিনা অহেসুং, তস্মা পরপত্তিযেন ন ভবিতব্বং"তি বত্বা দদ্দভ জাতকং কথেসি। ততো "কদাচি মহারাজা দুব্বলো পি মহব্বলস্স রন্ধে পস্সতি, কদাচি মহব্বলো পি দুব্বলস্স লুটকিকাপি সকুণিক হত্থিনাগং ঘাতেসী"তি বত্বা লুটকিক জাতকং কথেসি।

এবং কলহবুপসমনত্থায তীনি জাতকানি কথেত্বা সামগ্গি পরিদিপনত্থায দ্বে জাতকানি কথেসি-"সমগ্গানং হি মহারাজা কোচি ওতরং নাম পস্সিতুং ন সক্কো"তি তি বত্বা রুক্খধম্ম জাতকং কথেসি-"তথা সমগ্গনং মহারাজা কোচি বিবরং পস্সিতুং নাসকখি, যদা পন অঞ্ঞমঞ্ঞং বিবাদং অকংসু, অথ নে একো নেসাদপুত্তো জীবিতক্খযং পাপেত্বা আদায গতো, বিবাদে আস্সাদো নাম নত্থী"তি বত্বা বট্টক জাতকং কথেসি। এবং ইমানি পঞ্চ জাতকানি কথেত্বা অবসানে অত্তদণ্ড সুত্তং কথেসি।

সারমর্ম

শাক্যরাজ্য এবং কোলিয় রাজ্যের সীমান্তে প্রবাহিত রোহিণী নদী। চাষাবাদ এবং শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ নদীর জল উভয় রাজ্যবাসীর জন্য অপরিহার্য ছিল। উভয় রাজ্য সমানভাবে রোহিণী নদীর জল ব্যবহার করত। এক সময় নদীর উপরিভাগে বাঁধ দিয়ে কোলিয়রা নিজেদের প্রয়োজনে সমস্ত জল ব্যবহার করতে শুরু করে। এ নিয়ে কপিলবাস্তুবাসী এবং কোলিয়দের মধ্যে যুদ্ধের জন্য সাজ সাজ রব হল।

বুদ্ধ এসব বিবাদের বিষয় অবগত হয়ে কপিলবাস্তুতে গমন করেন। সেখানে তিনি কোলিয়বাসীদের যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা শুনতে পান। বুদ্ধ যুদ্ধের দিনে সে নদীর তীরে বুদ্ধাসনে বসে আছেন। উভয়রাজা বুদ্ধকে দেখে সেখানে গেলেন এবং যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করেন। বুদ্ধ সকল কথা শুনে যুদ্ধের অপকারিতা ও পরিণাম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ক্রমে ফন্দন জাতক, দদ্দভ জাতক ও লটুকিক জাতকের পরিণতির কথা বর্ণনা করেন।

অতঃপর তিনি সঙ্ঘবদ্ধ ও সামগ্রিক জীবন যাপনের উপকারিতা বলতে গিয়ে রুক্খ ধম্ম জাতক, বট্টক জাতকসহ অত্তদণ্ড সুত্রের উলেখ করে যুদ্ধাবসানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

উপদেশ : সঙ্ঘবদ্ধ ও সামগ্রিক জীবনই প্রকৃত সুখ।

শব্দার্থ

বন্ধাপেত্বা - বাঁধ দিয়ে, মিলাযন্তেসু - সজীবত্বা, কোট্টকে - প্রবেশদ্বারে, পচ্ছিপসিব্বকাদিহত্থা - হাতে ঝুরিসহ দ্রষ্টব্য, বিচরিতং - বিচরণ করতে, চুম্বাটানি - নরম করা; পচ্চুস্‌সমযে - প্রত্যূষে, কলহকারণ - বিবাদের কারণ, ছড্ডেসুং - পরিত্যাগ করলেন; নিসীদি - বস্নে; অগ্‌ঘ - মূল্য; সাযণ্হ - সায়াহ্ন, কিমত্থায - কি অর্থে।

মিলিন্দ পঞ্‌হ

সীলগুণ

রাজা আহ-"কিং লক্‌খনং, ভন্তে, সীলং"তি?

পতিট্‌ঠান-লক্‌খণং মহারাজ, সীলং, সব্বেসং কুসলানং ধম্মানং, ইন্দ্রিয-বল- বোজ্ঝঙ্গা-মগ্‌গ-সতিপট্‌ঠান-সম্মপ্পধান-সম্মপ্পধান-ইদ্দিধপাদ-ঝান-বিমোক্‌খ-সমাধি সমাপত্তিনং, সীল পতিট্‌ঠা। সীলে "পতিট্‌ঠিতস্‌স খো, মহারাজ, সব্বে কুসলা ধম্মা ন পরিহাযন্তী"তি। -"ওপম্মং করোহী"তি।

-যথা, মহারাজ, যে কেচি বীজগামা-ভূতগামা বুদ্ধিং বিরূলহিং বেপুলং আপজ্জন্তি, সব্বে তে পঠবিং নিস্‌সায পঠবিযং পতিট্‌ঠায বুদ্ধিং বিরূল্‌হিং বেপুলং আপজ্জন্তি, এবং এব খো, মহারাজ, যোগাবচরো সীলং নিস্‌সায সীলে পতিট্‌ঠায পঞ্চ ইন্দ্রিযানি ভাবেতি- সদ্ধিন্দ্রিযং, বিরিযিন্দ্রিযং, সতিন্দ্রিযং, সমাধিন্দ্রিযং, পঞ্‌ঞিন্দ্রিযং"তি।

-"ভয্যো ওপম্মং করোহী"তি।

-"যথা, মহারাজ যে কেচি বলকরণীযা কম্মন্তা করিযন্তি, সব্বে তে পঠবিং নিস্‌সায পঠবিং পতিট্‌ঠায কম্মন্তা করীযন্তি এবং এব খো, মহারাজ, যোগাবচরো সীলং নিস্‌সায সীলে পতিট্‌ঠায পঞ্চ ইন্দ্রিযানি ভাবেতি- " সদ্ধিন্দ্রিযং, বিরিযিন্দ্রিয়ং, সতিন্দ্রিযং সমাধিন্দ্রিযং পঞ্‌ঞিন্দ্রিযং"তি।

-"ভিয্যো ওপম্মং করোতী"তি।

-"যথা, মহারাজ, নগর বড্‌ঢকি নগরং মাপেতুকামো পঠমং নগ্‌রট্‌ঠানং সোধাপেত্বা খাণুকণ্টকং অপকড্‌ঢাপেত্বা সমং কারাপেত্বা ততো অপরভাগে বীতি -চতুক্ক-সিঙ্ঘাটকাদি-পরিচ্ছেদেন বিভজিত্বা নগরং মাপেতি, এবং এব খো, মহারাজ, যোগাবচরো সীলং নিস্‌সায সীলে পতিট্‌ঠায পঞ্চ ইন্দ্রিযানি ভাবেতি-" সদ্ধিন্দ্রিযং, বিরিযিন্দ্রিযং, সতিন্দ্রিযং-সমাধিন্দ্রিযং, পঞ্‌ঞিন্দ্রিযং" । ভাতিতং'পি এতং, মহারাজ, ভগবতা-

সীলে পতিট্‌ঠায নরো সপঞ্‌ঞো,

চিত্তং পঞ্‌ঞং চ ভাবযং,

আতাপী নিপকো ভিক্‌খু

সো ইমং বিজটযে জটং"তি।

অযং পতিট্‌ঠা ধরণী'ব পাণিনং,

ইদং চ মূলং কুসলাভিবুদ্ধিযা।
মুখং চ ইদং সব্বজিনানুসাসনে,
যো সীলক্খন্ধে বরপাতিমোক্খিযো'তি।

সারমর্ম

যাবতীয় কুশল ধর্মের প্রতিষ্ঠা হল শীল। ইন্দ্রিয়, বল, বোধ্যঙ্গ, মার্গ, স্মৃতি-উপস্থান, সম্যক প্রধান, ঋদ্ধিপাদ, ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি ও সমাপত্তিতে নিবিষ্ট থাকাই শীলের প্রতিষ্ঠা বা শীলগুণ। শীলকে আশ্রয় করে, শীলের উপর ভিত্তি করে সাধক শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনা করেন ও স্মৃতি বৃদ্ধি করেন। শীলের গুণ এতেই প্রকৃষ্টভাবে নিহিত আছে। শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়েই সাধক সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলন করেন। সমাধি ও প্রজ্ঞা অনুশীলন করার জন্য প্রয়োজন শীলগুণ। শীল পৃথিবীর মত আশ্রয় দাতারও ভিত্তিমূল।

শব্দার্থ

কুসলানং - কুশল সমূহের; পরিহাযতি - ক্ষয় হয়, ওপম্মং - উপমা, বেপুলং - বৈপুল্য; আপজ্জন্তি - প্রাপ্ত হয়, যোগাবচর - সাধক; বলকরণীয় - শক্তিসাধ্য, সোধাপেত্বা - পরিষ্কার করে; নিস্সায-আশ্রয় করে, সপঞ্ঞবা - সপ্রাজ্ঞ, ভাবযং - ভাবনা করে, নিপকো - দক্ষ, আতাপী - দৃঢ়বীর্য, জিনানুসাসনে - বুদ্ধের অনুশাসনে, কুসলাভিবুদ্ধি - কুশল অভিবৃদ্ধির দ্বারা; সীলকখ্ন্ধো - শীলরাশি।

টীকা

মিলিন্দ পঞ্হ: টীকা গ্রন্থের মধ্যে মিলিন্দ পঞ্হ প্রাচীনতম। গ্রন্থটি খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর রচনা বলে মনে করা হয়। গ্রীকরাজ মিলিন্দ এবং প্রখ্যাত পণ্ডিত নাগসেন প্রশ্নোত্তরে যে ধর্মালাপ করেন তার ফসল মিলিন্দ পঞ্হ। মিলিন্দ পঞ্হ তিন খণ্ডে বিভক্ত। বৌদ্ধ ধর্মের নানা তত্ত্বমূলক সমস্যা এ গ্রন্থে উপমা, রূপক, গল্প প্রভৃতির সাহায্যে সহজভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে গদ্য রচনার রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ গ্রন্থ। গ্রন্থের ভাষা কমনীয় এবং প্রাঞ্জল। বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শনের জন্য মিলিন্দ পঞ্হ অমূল্য গ্রন্থ।

ভূমিচাল বণ্ণনা

রঞ্ঞো বেস্সন্তরস্স দানং দদমানস্স হেট্ঠা মহাবাতা সঞ্চলন্তি, সণিকং সণিকং সকিং সকিং আকুলাকুলা বাযন্তি, ওনমন্তি উন্নমন্তি বিনমন্তি সীলপত্তা পাদপা পতন্তি, গুম্বগুম্বং বলাহকা সন্ধাবন্তি, রজোসঞ্চিতা বাতা দারুণা হোন্তি, গগনং উপ্পীলিতং, বাতা বাযন্তি সহসা ধমধমযন্তি, মহতি মহাভীমো সদ্দো নিচ্ছরতি, তেসু বাতেসু কুপিতেসু উদকং সনিকং সনিকং চলতি, উদকে চলিতে কুভন্তি মচ্ছ-কচ্ছপা, জাযন্তি যমক-যমকা উমিযো তসন্তি জলচরা সত্তা, জলবীচি যুগনদ্ধো বত্ততি, বীচিনাদো পবত্ততি, ঘোরা বুব্বুলা উট্ঠহন্তি,

২০২৫

ফেণমালা ভবন্তি-উত্তরতি মহাসমুদ্দো, দিসা বিদিসং ধাবতি উদকং, উস্সোত-পটিসোত মুখা সন্দন্তি সলিলধারা, তসন্তি সঅসুরা গরুলা নাগা যক্‌খা উব্বিজন্তি-"কিং নু খো, কথং নু খো সাগরো বিপরিবত্ততী"তি, গমনপথং এসন্তি ভীতাচিত্তা খুব্বিতে ললিতে জলধরে পকম্পতি মহাপঠবী সন্নাগা সসাগরা, পরিবত্ততি সিনেরু-গিরি, কুটসেলসিখরো বিমনমানো হোতি, বিমনা, হোন্তি, অহি নকুল বিলার কোত্থুক সুকরা মিগ পক্‌খিনো রুদন্তি, যক্‌খা অপ্পেসক্‌খা হসন্তি, যক্‌খা মহেসক্‌খা, কম্পমানয মহাপঠবিয়া।

যথা, মহারাজ, মহতি মহাপরিযোগে উদ্ধনগতে উদকসম্পণ্ণে আকিন্নতণ্ডুলে হেট্‌ঠতো অগ্‌গি জলমানো পঠমং তাব পরিযোগং সন্তাপেতি, পরিযোগা সন্তত্তো উদকং সন্তাপেতি উদকং সন্তত্তং তণ্ডুলং সন্তাপেতি, তণ্ডুলং সন্তত্তং উম্মুজ্জতি নিমজ্জতি, বব্বুলকজাতং হোতি, ফেণমালি উত্তরতি, -এব মেব খো, মহারাজ, বেস্সন্তরো রাজা যং লোকে দুচ্চজং তং চজি, তস্স তং দুচ্চজং চজন্তস্স দানস্স সভাবনিস্সন্দেন হেট্‌ঠা মহাবাতা ধারেতুং ন বিসহন্ত পরিকুপ্পিংসু; মহাবাতে পরিকুপিতেসু উদকং কম্পি, উদকে কম্পিতে মহাপঠবী কম্পতি, ইতি তদা মহাবাতা চ উদকঞ্চ পঠবী চা'তি ইমে তযো একমনা বিয অহেসুং।

সারমর্ম

মহারাজ বেশ্বান্তর প্রিয়বস্তু মহাদান দিলে তার পুণ্যভার বহনে অক্ষম পৃথিবী কম্পিত, আলোড়িত হয়। কম্পিত বায়ুর বেগে আলোড়িত হয় জল। জল আন্দোলিত হলে পৃথিবী আলোড়িত হয়। এভাবে বায়ু জল এবং পৃথিবী আলোড়িত হলে বায়ুজ প্রাণী, জলজ প্রাণী এবং স্থলজ প্রাণী ভীত সন্ত্রস্ত ও ব্যাকুল হয়ে পড়ে। বেশ্বান্তরের মহাদানের ফল গভীর ও মহৎ। তাঁর অসম বল বীর্যের প্রভাবে বায়ু, জল ও পৃথিবী যেন সর্বসম হয়ে উঠেছিল।

শব্দার্থ

ভূমিচাল - ভূমিকম্প বা ভুঁইচাল। হেট্‌ঠা - নিচে, মহাবাতা - মহাবায়ু, উন্নমন্তি - উন্নত, ধসধমযন্তি - ধমধম শব্দ; জলবীচি - জলতরঙ্গ, ঘোরা বুব্বুল - ভীষণ বুদবুদরাশি, উব্ভহন্তি - উত্থিত হয়, সিনেরু গিরি - সুমেরু পর্বত; সন্তত্তং - সন্তপ্ত; উম্মজ্জতি নিম্মজ্জতি - উঠানামা করে; দুচজ্জং - দুষ্কর ত্যাগ; চজন্তস্স - ত্যাগের জন্য, পরিকপ্পিংসু - কুপিত হয়েছিল।

টীকা

বিশ্বন্তর: বিশ্বকে ত্রাণ করে এ অর্থে বিশ্বন্তর বা বেস্সন্তর। গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব জীবনের শেষ হল বিশ্বন্তর জন্মে। এ জন্মে তিনি দশ পারমিতার মধ্যে দান পারমিতা পূর্ণ করেন। প্রাচীন জেতুত্তর রাজ্যে তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম সঞ্জয় এবং মায়ের নাম কুশবতী। মাদ্রী ছিলেন তাঁর স্ত্রী। জালী ও কৃষ্ণা নামে তাঁর দু সন্তান ছিলেন। অতিদানের কারণে প্রজা বিদ্রোহ হলে তাঁকে রাজ্যত্যাগ করতে হয়। পুত্রকন্যা ও স্ত্রীকে দান দিয়ে তিনি দানপারমী পূর্ণ করেন। পরে তাঁকে নিজ রাজ্যে ফিরিয়ে আনা হয়।

২০২৫

অনুশীলনী

ক. ঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। ভেসজ্জ কি?

ক. যাগু খ. ভৈষজ্য
গ. পথ্য ঘ. ঔষধ।

২। বিশাখা কয়টি বর প্রার্থনা করেছিলেন?

ক. ৭টি খ. ৮টি
গ. ৯টি ঘ. ১০টি।

৩। কৃশা গৌতমীর সাথে কার বিয়ে হয়?

ক. বণিকের ছেলের সাথে খ. ধনীর ছেলের সাথে
গ. শ্রেষ্ঠীর ছেলের সাথে ঘ. জমিদারের ছেলের সাথে।

৪। বুদ্ধ কৃশা গৌতমীকে গ্রামে কী আনতে পাঠালেন?

ক. এক মুষ্টি চাল খ. এক মুষ্টি সরিষা
গ. এক মুষ্টি ডাল ঘ. এক মুষ্টি মটর

৫। কৃশা গৌতমী সরিষা আনতে ব্যর্থ হল কেন?

ক. প্রত্যেকের ঘরে পুত্রের মৃত্যু হয়েছে বলে। খ. প্রত্যেকের ঘরে আত্মীয়ের মৃত্যু হয়েছে বলে।
গ. প্রত্যেকের মাতা পিতার মৃত্যু হয়েছে বলে ঘ. মৃত্যু ছাড়া কোন পরিবার নেই বলে।

৬। দেবদত্ত কার সহায়তায় বুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ করেন?

ক. সুপ্রবুদ্ধের খ. বিম্বিসারের
গ. অজাতশত্রুর ঘ. অনিরুদ্ধের।

৭। অজাতশত্রুর বর্ণনা মতে সে রাতটা কেমন ছিল?

ক. আনন্দের খ. প্রসাদের
গ. দর্শনের ঘ. অপরূপ।

৮। জীবক কে ছিলেন?

ক. মহামাত্য খ. চিকিৎসক
গ. অমাত্য ঘ. উপাসক।

৯। **দু'বিবদমান পক্ষের কোন স্থানে গিয়ে বুদ্ধ আসন গ্রহণ করেন?**

ক. কপিলবস্তুতে খ. দেবদহে

গ. রোহিণী নদীতে ঘ. রোহিনী পুলিনে।

১০। **শাক্য ও কোলিয় রাজা কেন নদীর তীরে সমবেত হলেন?**

ক. নদীর শোভা দেখতে খ. নৌ ভ্রমণের জন্য

গ. পর্যবেক্ষণের জন্য ঘ. সংগ্রামের জন্য।

১১। **'কলহস্মিং হি অস্‌সাদো নাম নত্থি'-এ কথার অর্থ কী?**

ক. কলহের কোন সার্থকতা নেই খ. কলহ নিষ্প্রয়োজন

গ. কলহের সার্থকতা নেই ঘ. কলহ অকারণ।

১২। **মিলিন্দ প্রশ্নে কোন মহারাজের কথা বলা হয়েছে?**

ক. বিম্বিসার খ. প্রসেনজিত

গ. অজাতশত্রু ঘ. মিলিন্দ।

১৩। **শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সাধক কী ভাবনা করেন?**

ক. বোধ্যঙ্গ খ. বীর্য

গ. পঞ্চেন্দ্রিয় ঘ. স্মৃতি।

১৪। **যোগাবচর কে?**

ক. শীলপালনকারী খ. ভাবনাকারী

গ. ধ্যানী ঘ. সমাধিপরায়ণ।

১৫। **ভূমি কম্পিত হলে স্থলচর প্রাণীর কী অবস্থা হয়?**

ক. আনন্দিত খ. সন্ত্রস্ত

গ. দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় ঘ. সুচিন্তাগ্রস্ত হয়।

১৬। **ভূমিচালের কারণ কী?**

ক. অতিদান খ. মহাদান

গ. পুত্রকন্যাদান ঘ. স্ত্রীদান।

২০১৫

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বিশাখা কয়টি বর চেয়েছেন?
২. বিশাখা ভিক্ষুণীসঙ্ঘকে কী দান করতে চেয়েছেন?
৩. সে সময় ভিক্ষুসঙ্ঘের বর্ষা-চীবর ছিল কী?
৪. কোন সময়ে কৃশা গৌতমীর পুত্রের মৃত্যু হয়?
৫. কৃশা গৌতমী মৃত পুত্রকে কোথায় রেখে আসলেন?
৬. বুদ্ধের ধর্মদেশনায় কৃশা গৌতমীর কি উপকার হয়?
৭. অবীচি নরকে কে গমন করেন? কেন?
৮. রাজা বিম্বিসার কে ছিলেন?
৯. রোহিণী নদী কোন নগর দুটির মধ্যে অবস্থিত ছিল?
১০. রোহিনী নদীর জল কী উপকারে লাগত?
১১. শীলের লক্ষণ কী?
১২. শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভাবনা করতে হয় কেন?
১৩. 'আতাপী নিপকো ভিক্খু' কাকে বলে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘ যেদিন বিশাখার বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন সেদিনের বর্ণনা দাও।
২. বিশাখার অষ্টবর প্রার্থনার কারণ কী? অষ্টবরগুলো লেখ।
৩. চতুদ্দিপকো কী কী? এগুলোর গুরুত্ব আলোচনা কর?
৪. কৃশা গৌতমীর কাহিনি লেখ।
৫. বুদ্ধ কি উপায়ে কৃশা গৌতমীকে মৃত্যু যে ধ্রুব তা বুঝিয়ে দিলেন?
৬. অজাতশত্রু কে ছিলেন? বুদ্ধের সাথে তাঁর সাক্ষাতের বর্ণনা দাও।
৭. বুদ্ধের কোন গুণে অজাতশত্রু অভিভূত হয়েছিলেন? তাঁকে বুদ্ধ কী ধর্মদেশনা করেন?
৮. শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে বিবাদের কারণ কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৯. বুদ্ধের মধ্যস্থতায় কীভাবে শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে যুদ্ধাবসান হয়?
১০. রোহিণী নদীর গুরুত্ব বর্ণনা কর।
১১. শীল কীভাবে নির্বাণের ভিত্তিভূমি, বুঝিয়ে দাও।
১২. শীলগুণ বলতে কী বুঝায়? উদাহরণসহ লেখ।
১৩. নগর পত্তনের উপমাটি শীলের সাথে তুলনা কর।
১৪. ভূমিকম্পের কারণ বর্ণনা কর।
১৫. বাতাস কীভাবে প্রবাহিত হয় সংক্ষেপে আলোচনা কর।
১৬. ভাত পাকের ক্রমতপ্ত স্তর বর্ণনা কর।

২০২৫

পদ্যাংশ

চতুর্থ অধ্যায়

খুদ্দক পাঠ

সরণাগমনং

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

দুতিযম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
দুতিযম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
দুতিযম্পি সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

ততিযম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ততিযম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
ততিযম্পি সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

সারমর্ম

বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ নেওয়াকে ত্রিশরণ বলে। এ শরণে যাওয়াই হল শরণাগমন। ত্রিশরণের আশ্রয়কে শরণগমন বলে। প্রতিটি বৌদ্ধের জন্য এ তিনটি শ্রেষ্ঠ শরণ বা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। ত্রিশরণ বৌদ্ধধর্মে প্রবেশের প্রথম সোপান। এ শরণ প্রকৃষ্ট শরণ। কারণ এ শরণে প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ সমস্ত ভয় এবং ভবদুঃখের অবসান করতে সক্ষম হয়। যে ব্যক্তি ত্রিশরণের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে মনে প্রাণে ইহা গ্রহণ করেন তিনিই বুদ্ধের ভক্ত হন। ভগবান প্রথমে ত্রিশরণ গ্রহণ করে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন ভিক্ষুসঙ্ঘকে। অতএব, শরণাগমনের গুরুত্ব অপরিসীম।

মঙ্গল সুত্তং

ভূমিকা

অতীতকালে জম্বুদ্বীপের সর্বত্র এমন কি সভাগৃহেও মঙ্গল সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। মঙ্গল কি? দর্শনে, শ্রবণে না ঘ্রাণে মঙ্গল ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় এসেছিল। কেউ বলেন, যদি প্রত্যুষে উঠে পূর্ণ

কলসী, রোহিত মৎস্য, গর্ভিণী গাভী ইত্যাদি দেখে তবে তার মঙ্গল হয়। কেউ বলেন যদি প্রত্যুষে উঠে পুষ্পের গন্ধ পায়, মাটি স্পর্শ করে, হরিদবর্ণ শস্য স্পর্শ করে তবেই মঙ্গল হয়।

এভাবে চিন্তা ও বিতর্ক করতে করতে বারো বছর অতিবাহিত হল কিন্তু প্রকৃত মঙ্গল কিসে হয় তা নির্ণয় করা গেল না। অতঃপর সবাই দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রকৃত মঙ্গল কিসে হয় তা জানানোর জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন–তোমরা ভগবান বুদ্ধের কাছে মঙ্গল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছ কিনা? সকলে উত্তর দিলেন– না, প্রভু করিনি। দেবরাজ ইন্দ্র বললেন–তোমরা তাঁকে জিজ্ঞেস না করে আমাকে উপযুক্ত মনে করে ভুল করছ। তোমরা অগ্নিকে অগ্নি মনে না করে জোনাকীকে অগ্নি মনে করেছ। চল, আমরা সকলে গিয়ে জগতের মঙ্গলদাতা বুদ্ধের নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি।

দেবরাজ ইন্দ্র নির্দেশ দিলেন, একজন দেবপুত্র যেন বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রকৃত মঙ্গল কি সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। ইন্দ্রের নির্দেশ অনুসারেই দেবপুত্র বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে যথাযথ বন্দনাপূর্বক মঙ্গল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। বুদ্ধ সে সময়ে শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। ভগবান বুদ্ধ মানবের হিতের জন্য আটত্রিশ প্রকার মঙ্গল বিষয় ব্যাখা করলেন।

নিদানং

যং মঙ্গলং দ্বাদসহি চিন্তযিংসু সদেবকা,
সোত্থানং নাধিগচ্ছন্তি অট্ঠতিংসঞ্চ মঙ্গলং;
দেসিতং দেব-দেবেন সব্বপাপ বিনাসনং,
সব্বলোক হিতত্থায মঙ্গলং তং ভণামহে।

সুত্তং

এবম্মে সুতং-একং সমযং ভগবা সাবত্থিযং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। অথ খো অঞ্ঞতরা দেবতা অভিক্কন্তায রত্তিযা অভিক্কন্তবণ্ণা কেবলকপ্পং জেতবনং ওভাসেত্বা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং অট্ঠাসি। একমন্তং ঠিতা খো সা দেবতা ভগবন্তং গাথায অজ্ঝভাসি-

১। বহুদেবা মনুস্স চ মঙ্গলানি অচিন্তযুং,।
আকঙ্খমানা সোত্থানং, ব্রূহি মঙ্গলমুত্তমং।

২। অসেবনা চ বালানং, পণ্ডিতানং চ সেবনা,
পূজা চ পূজনীযানং, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

৩। পতিরূপদেসবাসো চ, পুব্বে চ, কতপুঞ্ঞতা,
অত্তসম্মাপণিধি চ, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

৪। বহুসচ্চঞ্চ সিপ্পঞ্চ বিনযো চ সুসিক্খিতো,
সুভাসিতা চ যা বাচা, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

২০২৫

৫। মাতাপিতু উপট্ঠানং, পুত্তদারস্স সঙ্গহো,
অনাকুলা চ কম্মন্তা, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

৬। দানঞ্চ ধম্মচরিয়া চ, ঞাতকানঞ্চ সঙ্গহো,
অনবজ্জানি কম্মানি, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

৭। অরতি বিরতি পাপা, মজ্জপান চ সঞ্ঞমো
অপ্পমাদো চ ধম্মেসু, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

৮। গারবো চ নিবাতো চ সন্তুট্ঠী চ কতঞ্ঞুতা,
কালেন ধম্মসবণং, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

৯। খন্তী চ সোবচস্সতা, সমণানঞ্চ দস্সনং,
কালেন ধম্মসাকচ্ছা, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

১০। তপো চ ব্রহ্মচরিযঞ্চ, অরিযসচ্চান দস্সনং,
নিব্বানং সচ্ছিকিরিয়া চ, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

১১। ফুট্ঠস্স লোকধম্মেহি চিত্তং যস্স ন কম্পতি,
অসোকং বিরজং খেমং, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

১২। এতাদিসানি কত্বান সব্বত্থমপরাজিতা,
সব্বত্থ সোত্থিং গচ্ছন্তি, তং তেসং মঙ্গলমুত্তমং।

শব্দার্থ

আকঙ্খমনা - আগ্রহী; অত্থসম্মাপণিধি - সম্যকরূপে আত্ম প্রণিধান; উপট্ঠানং - সেবা; অনুকুলা চ কম্মন্তা - সৎভাবে জীবিকার্জন, অরতি - অনাসক্তি, সঞ্ঞমো - সংযম, গারবো - গৌরব; ফুট্ঠস্স - স্পৃষ্ট, লোকধম্ম - লোকধর্ম অর্থাৎ লাভ - অলাভ, যশ - অযশ, নিন্দা - প্রশংসা, সুখ - দুঃখ এই আট প্রকার বিষয়কে লোকধর্ম বলে; সচ্চিকিরিয - উপলব্ধি।

সারমর্ম

ভগবান বুদ্ধ ৩৮টি মঙ্গলের কথা বর্ণনাপূর্বক প্রকৃত মঙ্গল কি তা এ সূত্রে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এ ব্যাখ্যা দ্বারা দেব-মনুষ্যের মন থেকে সংশয় অপনোদন করেছেন। বৌদ্ধধর্ম মতে মূর্খলোকের সেবা না করা, জ্ঞানীর সেবা করা, পূজনীয়দের পূজা করা, প্রতিরূপ দেশে বাস করা, পূর্বকৃত পুণ্যের স্মরণ, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, নিজেকে সঠিকভাবে জানা, বহু বিষয়ে জ্ঞানলাভ, বহু শিল্প শিক্ষালাভ করা, বিনয়ী ও শিক্ষিত হওয়া, সুবাক্য বলা, মাতাপিতার সেবা, স্ত্রী পুত্র রক্ষা করা, সৎকর্ম করা, দান দেয়া, ধর্মাচরণ করা, জ্ঞাতিগণকে সাহায্য করা, নিষ্পাপ কর্ম করা, গৌরবনীয় ব্যক্তির গৌরব করা, প্রাপ্ত বিষয়ে সুখী থাকা, উপকারীর উপকার স্বীকার করা, ধৈর্য্যশীল হওয়া, ক্ষমাশীল হওয়া, শ্রমণদের দর্শন, নির্বাণ সাক্ষাৎ করা, লোকধর্মের দ্বারা বিচলিত না হওয়া, শোকহীন হওয়া, লোভ, দ্বেষ, মোহ থেকে মুক্ত থাকা ইত্যাদি বিষয়কে প্রকৃত মঙ্গল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যদি বুদ্ধ নির্দেশিত পথে নিজেদের পরিচালিত করে তবে তাতেই তাদের মঙ্গল হয়।

রতন সুত্তং

ভূমিকা

ভগবান বুদ্ধের জীবদ্দশায় বৈশালীতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এত অধিক মানষের মৃত্যু হল যে, সৎকার করাও দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। মৃতদেহ পঁচে দুর্গন্ধ বের হল, রোগের উৎপত্তি হল, ভূত প্রেতের উপদ্রব হল। প্রজারা মনে করল রাজা অধার্মিক তাই রাজ্যে এ দুঃখ নেমে এসেছে। রাজা তার বিচার করার জন্য প্রজাদের আহ্বান জানালেন। এক সময় বিচারও হল কিন্তু বিচারে রাজার কোন দোষ দেখা গেল না।

অতঃপর সকলে ভাবলেন বুদ্ধ মহাপ্রভাবশালী। তিনি মানবের হিতের জন্য উপদেশ দিয়ে থাকেন। তিনি যদি বৈশালীতে আগমন করেন তবে অমঙ্গল দূরীভূত হবে।

বুদ্ধ তখন রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন। তাঁকে আনার জন্য দুজন লিচ্ছবি কুমার সেখানে উপস্থিত হন এবং বৈশালীতে আগমনপূর্বক অমঙ্গল ও ভয় দূরীভূত করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন। বুদ্ধ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং বৈশালীতে আগমন করেন। তাঁর আগমনের সাথে সাথেই বৈশালীতে প্রবল বৃষ্টি হয়। এতে মৃতদেহ ভেসে যায়, দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়; প্রেত ও পিশাচ অন্তর্হিত হয়। ভগবান আনন্দ স্থবিরকে তখন রতন সূত্র আবৃত্তি করার নির্দেশ দেন। আনন্দ স্থবির রতনসূত্র আবৃত্তি করতে করতে ভগবানের ব্যবহৃত পাত্র থেকে জল নিয়ে চারদিকে ছিটিয়ে দেন। এতে রাজ্যে শান্তি ও স্বস্তি আসে। রোগ, ভয় ও দুর্ভিক্ষ তিরোহিত হয়।

নিদানং

পণিধানতো পট্‌ঠায় তথাগতস্‌স দস পারমিযো দস উপপারমিযো দস পরমাত্থ পারমিযো, সমতিংস পারমিতো; পঞ্চ মহা মহাপরিচ্চগে লোকত্থচরিযং ঞাতত্থচরিযং বুদ্ধত্থচরিয়ন্তি, তিস্‌স চরিযাযো পচ্ছিমভবে গব্ভোক্কন্তিং জাতিং অভিনিক্‌খমনং পধানচরিযং বোধিপলঙ্কে মারবিজযং সব্বঞ্‌ঞুতা ঞাণপটিবেধং নব লোকুত্তর ধম্মেত্তি সব্বেপি মে বুদ্ধগুণে আবজ্জিত্বা বেসালিযা তিসু পাকান্তরেসু তিযামরত্তিং পরিত্তং করোন্তো আযস্মা আনন্দ থের বিয কারঞ্‌ঞচিত্তং উপট্‌ঠাপত্বা-

কোটিসত সহস্‌সেসু চক্কবালেসু দেবতা,
যস্‌সানম্পটিগ্‌গণ্‌হন্তি যঞ্চ বেসালিযা পুরে,
রোগামনুস্‌স দুব্‌ভিক্‌খা সম্ভূততিবিধং ভযং,
খিপ্পমন্তরধাপেসি পরিত্তং তং ভণামহে।

সুত্তং

১। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্মানি বা যানি ব অন্তলিক্‌খে
সব্বেব ভূতা সুমনা ভবন্তু
অথোপি সক্কচ্চ সুণন্তু ভাসিতং।

২। তস্মাহি ভূতা নিসামেথ সব্বে
মেত্তং করোথ মানুসিযা পজায়,
দিবা চরন্তো চ হরন্তি যে বলিং
তস্মাহি নে রক্খথ অপ্পমত্তা।

৩। যং কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা হুরং বা
সগ্গেসু বা যং রতনং পণীতং
ন নো সমং অত্থি তথাগতেন
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৪। খযং বিরাগং অমতং পণীতং
যদজ্ঝগা সক্যমুনী সমাহিতো,
ন তেন ধম্মেন সমত্থি কিঞ্চি
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৫। যং বুদ্ধসেট্ঠো পরিবণ্ণযী সুচিং
সমাধিমানন্তরিকঞ্ঞমাহু,
সমাধিনা তেন সমো ন বিজ্জতি
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতিং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৬। যে পুগ্গলা অট্ঠসতং পসত্থা
চত্তারি এতানি যুগানি হোন্তি।
তে দক্খিণেয্যা সুগতস্স সাবকা
এতেসু দিন্নানি মহপ্পফ্লানি।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৭। যে সুপ্পযুত্তা মনসা দল্হেন
নিক্কামিনো গোতম সাসনম্হি,
তে পত্তিপত্তা অমতং বিগ্যহ
লদ্ধা মুদা নিব্বুতিং ভুঞ্জমানা।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৮। যথীন্দখীলো পঠবিং সিতো সিযা
চতুব্ভি বাতেভি অসম্পকম্পিযো,
তথূপমং সপ্পুরিসং বদামি
যো অরিযসচ্চানি অবেচ্চ পস্সতি।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৯। যে অরিযসচ্চানি বিভাবযন্তি
গম্ভীর পঞ্ঞেন সুদেসিতানিং,
কিঞ্চাপি তে হোন্তি ভুসম্পমত্তা
ন তে ভবং অট্ঠমং আদিযন্তি।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১০। সহাবস্স দস্সনসম্পদায
তযস্সু ধম্মা জহিতা ভবন্তি,
সক্কাযদিট্ঠি বিচিকিচ্ছি তঞ্চ
সীলব্বতং বাপি যদত্থি কিঞ্চি।
চতুহ পাযেহি'চ বিপ্পমুত্তো
ছ চাভিট্ঠানানি অভব্বো কাতুং,
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণতিং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১১। কিঞ্চাপি সো কম্মং করোতি পাপকং
কাযেন বাচাযুদ চেতসা বা,
অভব্বো সো তস্স পটিচ্ছদায
অভব্বতা দিট্ঠপদস্স বুত্তা।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১২। বনপ্পগুম্বে যথা ফুস্সিতগ্গে
গিম্হান মাসে পঠমস্মিং গিম্হে
তথূপমং ধম্মবরং অদেসযী
নিব্বানগামিং পরমং হিতায।
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১৩। বরো বরঞ্ঞূ বরদো বরাহবো
অনুত্তরো ধম্মবরং অদেসযী,
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১৪। খীণং পুরাণং নবং নত্থি সম্ভবং
বিরত্তচিত্তা আযতিকে ভবস্মিং,
তে খীণবীজা অবিরূল্হিচ্ছন্দা
নিব্বন্তি ধীরা যথাযং পদীপো।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

২০১৮

১৫। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্মানি যানিব অন্তলিক্খে,
তথাগতং দেবমনুস্স পূজিতং
বুদ্ধং নমস্সাম সুবত্থি হোতু।

১৬। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্মানি যানিব অন্তলিক্খে
তথাগতং দেবমনুস্স পূজিতং
ধম্মং নমস্সাম সুবত্থি হোতুং।

১৭। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্মানি বা যানিব অন্তলিক্খে,
তথাগতং দেবমনুস্স পূজিতং
সঙ্ঘং নমস্সাম সুবত্থি হোতু।

শব্দার্থ

বিত্তং - রত্ন; হুরং-পরলোক; অন্তলিক্খে - অন্তরীক্ষে; খয়ং - ক্ষয়কর; সুবত্থি - মঙ্গল, পুগ্গল - পুদগল; সমাধিমানন্তরিকঞ্ঞমাহু - সমাধির প্রশংসা; ন বিজ্জতি - বিদ্যমান নেই; যথীন্দখীলো - যেমন ইন্দ্রখীল (স্তম্ভ); চতুভি বাতেভি- চারদিকের বাতাসে; বিচিকিচ্ছা - সংশয়; বনপ্পগুম্বে - কুঞ্জবনে; ফুস্সিতগ্গে-প্রস্ফুটিত হয়; গিম্হানমাসে - গ্রীষ্মকালে; বরো - শ্রেষ্ঠ; বরঞ্ঞূ - নির্বাণজ্ঞ; বরদো - নির্বাণপ্রদায়ী, বরাহর- বরাহরণকারী; বিরত্তিচিত্তা - আসক্তিহীন; অবিরূলহিচ্ছন্দা - জন্মগ্রহণে বীতস্পৃহ; যানীধ-এখানে যে সকল; এতেন সচ্চেন - এ সৎবাক্য দ্বারা; ধীরা - পণ্ডিত ব্যক্তি।

সারমর্ম

পৃথিবীতে কোনটি শ্রেষ্ঠ এবং দুর্লভ রত্ন তাই এ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইহলোকে ও পরলোকে যত রত্ন আছে তন্মধ্যে বুদ্ধ রত্নই শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধ সমাধির প্রশংসা করেছেন, নির্বাণমৃত পান করেছেন। এ নির্বাণগামী ধর্মরত্নের ন্যায় আর কোনো রত্ন নেই। তথাগত বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ সঙ্ঘ দক্ষিণার যোগ্য। তাঁদেরকে দান দিলে মহাফল হয়। সঙ্ঘরত্নের সমান আর কোনো রত্ন নেই। বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শ্রেষ্ঠত্ব হেতু তাঁদের প্রভাবে মানুষের মঙ্গল হয়।

এ সূত্রে নির্বাণের চমৎকার ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আছে। যাঁদের পুরাতন কর্ম ক্ষয় হয়েছে, নতুন কর্ম উৎপন্নের কোন সম্ভাবনা নেই, ভবিষ্যতে জন্ম গ্রহণের আসক্তি নেই; যাঁদের ক্ষীণবীজের বৃদ্ধি নেই, যাঁদের জন্ম নিরোধ হয়েছে, সে ব্যক্তিগণ নিভে যাওয়া প্রদীপের ন্যায় নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

যাঁরা কামনাহীন, চার আর্যসত্য সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত; যাঁরা তৃষ্ণা, দ্বেষ ও মোহের প্রবল বায়ু দ্বারা প্রকম্পিত হয় না, যাঁরা চার অপায় থেকে বিমুক্ত; যাঁরা ছয় প্রকার পাপ করতে পারে না; তাঁরাই শ্রাবক সঙ্ঘের সদস্য হওয়ার যোগ্য। যিনি মুক্তিদাতা নির্বাণজ্ঞ; যাঁর রাগ, দ্বেষ, মোহ নেই, তিনিই বুদ্ধ।

করণীয় মেত্ত সুত্তং

ভূমিকা

একদা পাঁচশত ভিক্ষু হিমালয় পর্বতের নিকটে কোন এক পাহাড়ে বর্ষাবাস আরম্ভ করলেন। তাঁরা নিকটস্থ গ্রামে ভিক্ষা করতেন, সুখে কর্মস্থান ভাবনা করতেন। পরিশুদ্ধ জলবায়ু ও সুখাদ্য গ্রহণে তাঁদের স্বাস্থ্য ভাল হল। তাঁরা পরিপূর্ণভাবে ভিক্ষুধর্ম পালন করতে লাগলেন। কিন্তু বৃক্ষদেবতাগণ ভিক্ষুদের শীলতেজে উদ্বিগ্ন হলেন। সে তেজ সহ্য করতে না পেরে তাঁরা আশ্রয় ছেড়ে কখন চলে যাবেন তার অপেক্ষায় রইলেন। এদিকে বর্ষাবাস শেষ না হলে ভিক্ষুগণ চলে যাবেন না। তাই তাঁদের কষ্ট হবে, এ ভেবে যক্ষগণ ভিক্ষুদের ভয় দেখাতে লাগলেন এবং ভয়ানক দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগলেন। দুর্গন্ধে ভিক্ষুদের শিরঃপীড়া হল। অতঃপর ভীত ও পীড়িত ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস ত্যাগ করে বুদ্ধের নিকট চলে গেলেন। বর্ষাবাসের সময় ভ্রমণে যেতে নেই অথচ বর্ষাবাসের সময় ভিক্ষুদের আগমন দেখে তিনি প্রকৃত কারণ জিজ্ঞেস করলেন। ভিক্ষুগণ তাঁদের দুঃখের কথা জানালেন। বুদ্ধ পূর্বস্থানে গিয়ে ভিক্ষুদের বর্ষাবাসের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, সেখানেই তাঁদের তৃষ্ণাক্ষয় হবে। অতঃপর ভগবান বুদ্ধ যক্ষভয় থেকে পরিত্রাণের জন্য করণীয় মৈত্রী সূত্র দেশনা করেন।

নিদানং

১। যস্‌সানুভাবতো যক্খা নেব দস্‌সেন্তি ভিংসনং
যম্হি চেবানুযুঞ্জন্তো রত্তিং দিবমতন্দিতো।
২। সুখং সুপতি সুত্তো চ পাপং কিঞ্চি ন পস্‌সতি
এবমাদি গুণপেতং পরিত্তং তং ভণামহে।

সুত্তং

১। করণীযমেত্তকুসলেন যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ,
সক্কো উজূ চ সুজূ চ সুবচো চস্‌স মুদু অনতিমানী।
২। সন্তুস্‌সকো চ সুভরো চ অপ্‌পকিচ্চো চ সলহুকবুত্তি,
সন্তিন্দ্রিযো চ নিপকো চ অপ্‌পগব্‌ভো কুলেসু অনুনুগিদ্ধো।
৩। ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি যেন বিঞ্‌ঞূ পরে উপবদেয্যু,
সুখিনো বা খেমিনো হোন্তু সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।
৪। যে কেচি পাণভূতত্থি তসা বা থাবরা বা অনবসেসা,
দীঘা বা যে মহন্তা বা মজ্‌ঝিমা রস্‌সকা অনুকাথুলা।
৫। দিট্‌ঠা বা যেব অদিট্‌ঠা যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে,
ভূতা বা সম্ভবেসী বা সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখীতত্তা।
৬। ন পরো পরং নিকুব্বেথ নাতিমঞ্‌ঞেথ কত্থচি নং কিঞ্চি,
ব্যারোসনা পটিঘসঞ্‌ঞা নাঞ্‌ঞমঞ্‌ঞস্‌স দুক্খমিচ্ছেয্য।
৭। মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে,
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবযে অপরিমাণং।

৮। মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসং ভাবযে অপরিমাণং,
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।

৯। তিট্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সযানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো,
এতং সতিং অদিট্‌ঠেয্য ব্রহ্মমেতং বিহারমিদমাহু।

১০। দিট্‌ঠিঞ্চ অনুপগম্ম সীলবা দস্‌সনেন সম্পন্নো,
কামেসু বিনয্যগেধং নহি জাতু গব্‌ভসেয্যং পুনারেতী'তি।

শব্দার্থ

সক্কো - সক্ষম; উজু - সরল; সুজু - অতিসরল; বিঞ্ঞূ - বিজ্ঞগণ; অনভিমানী - যিনি অভিমান শূন্য; সুভরো - মিতহারী; জাতু - জন্মগ্রহণ; উপবদেয্যুং - নিন্দা; ব্রহ্মমেতং বিহারং - ব্রহ্মবিহার (মৈত্রী; করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষাকে ব্রহ্মবিহার বলে); গব্‌ভসেয্যং - গর্ভাশয়ে; পুনরেতীতি - পুনরায় আসা; মানসং ভাবযে অপরিমাণং- অপরিমেয় মৈত্রী পোষণ; সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্ত - সকলে সুখি হোক।

সারমর্ম

এ সূত্রে বুদ্ধের মহামৈত্রীর বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। বিশ্বের সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী পরায়ণ হওয়ার আহ্বান এসেছে। এ সূত্রে বিশ্বের সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীময় হয়ে তাদের সুখ ও মঙ্গল কামনা করা হয়েছে। পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণী দেখা যায় না, দেখা যায় যারা নিকটে, যারা বড়, যারা ছোট- সকলের সুখের জন্য মৈত্রীভাবনা করতে হয়। পরস্পর পরস্পরকে বঞ্চনা করবে না, কেউ কাউকে হিংসাবশত দুঃখ দেবে না। মা যেমন তার একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করে তেমনি পৃথিবীর সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমেয় মৈত্রী পোষণ করবে। দাঁড়ান অবস্থায়, শয়নে, উপবেশনে এবং নিদ্রা না আসা পর্যন্ত মৈত্রী ভাবনা করবে।

নিধিকণ্ড সুত্তং

১। নিধিং নিধেতি পুরিসো গম্ভীরে ওদকন্তিকে,
অত্থে কিচ্চে সমুপ্পন্নে অথায় মে ভবিস্‌সতি।

২। রাজতো বা দুরুত্তস্‌স চোরতো পীলতস্‌স
ইণস্‌স বা পমোক্‌খায় দুব্‌ভিক্‌খে অপদাসু বা,
এতদত্থায় লোকস্মিং নিধি নাম নিধীযতে।

৩। তাব সুনিহিতো নিধি গম্ভীরে ওদকন্তিকে,
ন সব্বো সব্বদা এব তস্‌স তং উপকপ্‌পতি।

৪। নিধি বা ঠানা চবতি সঞ্ঞাবস্‌স বিমুযহতি
নাগা বা অপনামেন্তি যক্‌খা বাপি হরন্তি তং;
অপ্‌পযা বাপি দাযাদা উদ্ধরন্তি অপস্‌সতো,
যথা পুঞ্ঞক্‌খযো হোতি সব্বমেতং বিনস্‌সতি।

২০২৫

৫। যস্‌স দানেন সীলেন সঞ্‌ঞমেন দমেন চ,
নিধি সুনিহিতো হোতি ইত্থিযা পুরিসস্‌স বা,
চেতিযম্‌হি চ সঙ্ঘে বা পুগ্‌গলে অতিথীসু বা,
মাতারি পিতরি বাপি অথো জেট্‌ঠম্‌হি ভাতরি;
এসো নিধি সুনিহিতো অজেয্যো অনুগামিকো,
পহায গমনীযেসু এতদামায গচ্ছতি।

৬। অসাধারণঞ্‌ঞেসং অচোরহরণো নিধি,
কযিরাথ ধীরো পুঞ্‌ঞানি যো নিধি অনুগামিকো।

৭। এসো দেব-মনুস্‌সানং সব্বকামদদো নিধি,
যং যদেবাভিপত্থেন্তি সব্বমেতেন লব্‌ভতি।

৮। সুবণ্ণতা সুস্‌সরতা সুসণ্ঠতা, সুরূপতা,
আধিপচ্চং পরিবারো সব্বমেতেনং লব্‌ভতি।

৯। পদেসরজ্জং ইস্‌সরিযং চক্কবত্তি সুখং পিযং,
দেবরজ্জম্পি দিব্বেসু সব্বমেতেন লব্‌ভতি।

১০। মানুসিকা চ সম্পত্তি দেবলোকে চ যা রতি,
যা চ নিব্বান সম্পত্তি সব্বেমেতেন লব্‌ভতি।

১১। মিত্তসম্পদমাগম্ম যোনিসো বে পযুঞ্জতো,
বিজ্জাবিমুত্তিবসীভাবো সব্বমেতেন লব্‌ভতি।

১২। পটিসম্ভিদা বিমোক্‌খা চ যা চ সাবকপারমী,
পচ্চেকবোধি বুদ্ধভূমি সব্বমেতেন লব্‌ভতি।

১৩। এবং মহিদ্ধিয়া এসা যদিদং পুঞ্‌ঞসম্পদা,
তস্মা ধীরা পসংসন্তি পণ্ডিতা কতপুঞ্‌ঞতন্তি।

শব্দার্থ

চবতি - চ্যুত হয়; ইণস্‌স - ঋণের; দাযাদা - উত্তরাধিকারীরা; অপ্‌পযা - অপ্রিয়; সুসণ্ঠান - সুন্দর দেহসৌষ্ঠব; আধিপচ্চং - আধিপত্য; মহিদ্ধিয়া - মহাঋদ্ধিসম্পন্ন।

অনুগামিকো-যা মৃত্যুর পর অনুগমন করে; নিধেতি-মাটির নিচে পুতে রাখে; দুন্নুত্তস্‌স - খারাপ লোকের; বিমুযতি-ভুলে যায়, সুনিহিতো-উত্তমরূপে প্রোথিত।

সারমর্ম

প্রাচীনকালে মানুষ ভবিষ্যতের অর্থাভাব দূরীকরণে মাটির নিচে ধন পুতে রাখত। কিন্তু এ ধন চোরে চুরি করতে পারে। স্থানচ্যুত হতে পারে, কেউ তুলে নিতে পারে। তাই এ ধন মানুষের উপকারে আসে না। তার অনুগামীও হয় না। আবার যখন পুণ্যক্ষয় হয় তখন ধন বিনষ্ট হয়।

বৌদ্ধধর্ম মতে পুণ্যময় প্রকৃত ধনই মানুষের অনুগামী হয় এবং উপকারে আসে। চৈত্য নির্মাণ, ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা, মাতাপিতা, আত্মীয় ও জ্ঞাতিগণের ভরণপোষণের জন্য অর্থ ব্যয় করে যে পুণ্যধন অর্জন করা হয় তাই প্রকৃত ধন বা প্রকৃত নিধি।

এ নিধি অজেয়, সুনিহিত এবং অনুগামী হয়। এ নিধির প্রভাবে মানুষের দেহ-বর্ণ সুন্দর হয়, সুমিষ্ট হয় কণ্ঠস্বর। রাজচক্রবর্তী সুখ, দেবলোকের আনন্দ ও নির্বাণ সম্পত্তি এতে লাভ করা যায়। দান, শীল, সংযম ও ক্ষান্তির দ্বারা অর্জিত পুণ্যধনই সর্ব শ্রেষ্ঠধন বা সর্বশ্রেষ্ঠ নিধি।

তাই পণ্ডিত ব্যক্তিগণ পূণ্য সম্পাদন করাকে প্রশংসা করে থাকেন।

তিরোকুড্‌ড সুত্তং

১। তিরোকুড্ডেসু তিট্‌ঠন্তি সন্ধি-সিঙ্ঘাটকেসু চ,
দ্বারবাহাসু তিট্‌ঠন্তি আগন্ত্বান সকং ঘরং।
২। পহুতে অন্নপানম্‌হি খজ্জভোজ্জে উপট্‌ঠিতে,
ন তেসং কোচি সরতি সত্তানং কম্মপচ্চযা।
৩। এবং দদন্তি ঞাতীনং যে হোন্তি অনুকম্পকা,
সুচিং পণীতং কালেন কপ্‌পিযং পানভোজনং,
"ইদং বো ঞাতীনং হোতু সুখীতা হোন্তু ঞাতযো"
তে চ তত্থ সমাগতা ঞাতিপেতা সমাগতা,
৪। পহুতে অন্নপানাম্‌হি সক্কচ্চং অনুমোদরে।
চিরং জীবন্তু নো ঞাতী যেসং হেতু লভামসে,
৫। অম্‌হাকঞ্চ কতা পুজা দাযকা চ অনিপ্‌ফলা।
নহি তত্থ কসি অত্থি গোরক্‌খেত্ত ন বিজ্জতি।
৬। বণিজা তাদিসী নত্থি হিরঞ্‌ঞেন কযাক্কযং,
ইতো দিন্নেন যাপেন্তি পেতা কালকতা তহিং।
৭। উন্নমে উদকং বট্‌টং যথা নিন্নং পবত্ততি,
এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্‌পতি।
৮। যথা বারিবহা পূরা পরিপূরেন্তি সাগরং,
এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্‌পতি।
৯। অদাসি মে অকাসি মে ঞাতিমিত্তা সখা চ মে,
পেতানং দক্‌খিণং দজ্জা পুব্বে কতং অনুস্‌সরং।
১০। নহি রুণ্ণং বা সোকো বা যাচঞ্ঞা পরিদেবনা,
ন তং পেতানং অত্থায় এবং তিট্‌ঠন্তি ঞাতযো।
১১। অযঞ্চ খো দক্‌খিণা দিন্না সঙ্ঘম্‌হি সুপ্‌পতিট্‌ঠিতো,
দীঘরত্তং হিতাযস্‌স ঠানসো উপকপ্‌পতি।
১২। সো ঞাতিধম্মো চ অযং নিদস্‌সিতে,
পেতানং পূজা চ কতা উলারা,
বলঞ্চ ভিক্‌খূনং অনুপ্‌পদিন্নং,
তুম্‌হেহি পঞ্‌ঞং পসুতং অনপ্পকত্তি।

শব্দার্থ

সিঙ্ঘাটক-চৌকাঠ, সকং ঘরং-নিজের ঘর; সরতি-স্মরণ করে, চিরং জীবন্তু-চিরজীবী হোক, পহূত-প্রচুর; কসী-কৃষি; গোরক্‌খেত্ত-গোপাল ক্ষেত্র; কযাক্কযং-ক্রয়বিক্রয়; উন্নমে-উন্নতস্থান, নিন্নং-নিম্নদিক, বারিবহা-পরিবহণকারী; রুণ্ণং-রোদন; বলঞ্চ ভিক্‌খূনং-ভিক্ষুদের শক্তি।

সারমর্ম

মানুষ মৃত্যুর পর কর্মফল হেতু বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যারা পাপকর্ম করে তারা প্রেতযোনিতে জন্ম নেয়। দুঃখের বিষয়, জ্ঞাতিগণ অনেকেই তাদের স্মরণ করেন না। কিন্তু যারা অনুকম্পাপরায়ণ তারা জ্ঞাতিগণের পারলৌকিক সদগতির জন্য দান দক্ষিণা দেয়। কোন উন্নত স্থান থেকে জল যেমন নিম্ন দিকে প্রবাহিত হয় তেমনি ইহলোকে দান দিলে তা প্রেতলোকের উপকারে আসে। যারা প্রেত তারা আমাদের ভাই, জ্ঞাতি, মিত্র এ ভেবে তাদের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘদান দেওয়া উচিত। এরূপ দান দ্বারা জ্ঞাতিগণের পূজা করা হয়; ভিক্ষুদের শক্তিদান করা হয় এবং দাতারও বহুপুণ্য অর্জিত হয়। এ সূত্রে জ্ঞাতিগণের জন্য বৌদ্ধদের করণীয় কর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে।

এর মাধ্যমে মানুষকে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

অনুশীলনী

ক. ঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। ত্রিশরণ কাদের শ্রেষ্ঠ শরণ?

ক. ব্রাহ্মণদের খ. বৌদ্ধদের
গ. যক্ষদের ঘ. মনুষ্যদের

২। কার পূর্বে ত্রিশরণ নিতে হয়?

ক. প্রব্রজ্যার খ. উৎসবের
গ. মৃত্যুর ঘ. আনন্দের

৩। ত্রিশরণ কাকে বলে?

ক. বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ খ. দান, শীল, ভাবনা
গ. অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম ঘ. ভাবনা, অনিত্য, শীল

৪। লোকধর্ম কোনটি?

ক. জীবধর্ম খ. সংসার ধর্ম
গ. নিন্দা-প্রশংসা ঘ. জীবপ্রেম

৫। **কোনটি উত্তম মঙ্গল?**

ক. পূজনীয়দের পুজা খ. অজ্ঞানীর সেবা

গ. অসৎ সংসর্গ ঘ. বদভ্যাস

৬। **কোন বিষয়ে বিচলিত হবে না?**

ক. লাভ-ক্ষতি খ. জন্ম-মৃত্যু

গ. গুরু-শিষ্য ঘ. আয়-ব্যয়

৭। **প্রকৃত মঙ্গল কোনটি?**

ক. ক্ষমাশীল হওয়া খ. ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া

গ. বৈরী হওয়া ঘ. ভাবনাশীল থাকা

৮। **স্রোতাপন্ন ব্যক্তিরা পাপ কী করতে পারে না?**

ক. প্রকাশ খ. প্রচার

গ. গোপন ঘ. প্রসার

৯। **বাসনাশূন্য মানুষ কোন সলিলে অবগাহণ করে?**

ক. পুণ্য খ. বিজ্ঞান

গ. অমৃত ঘ. নদী

১০। **শাক্যমুনি কোন অমৃত পান করেছেন?**

ক. বাসনামৃত খ. প্রজ্ঞামৃত

গ. আনন্দামৃত ঘ. কামনামৃত

১১। **পরস্পর পরস্পরকে কী করবে না?**

ক. ঠকাবে না খ. ভুল বুঝবে না

গ. বঞ্চনা করবে না ঘ. মারবে না

১২। **মা তার নিজের পুত্রকে কীভাবে রক্ষা করে?**

ক. আশীর্বাদ দিয়ে খ. আয়ু দিয়ে

গ. মমতা দিয়ে ঘ. পুণ্য দিয়ে

১৩। **নির্বাণলাভকারী ব্যক্তিরা কী হয়ে থাকে?**

ক. মমতাশূন্য খ. নীতিশূন্য

গ. অভিমান শূন্য ঘ. বিদ্যাশূন্য

১৪। **শীলবান ব্যক্তিরা কী পরিহার করেন?**

ক. প্রেমদৃষ্টি খ. মিথ্যাদৃষ্টি

গ. কুদৃষ্টি ঘ. সুদৃষ্টি

১৫। গুপ্তধন কী হতে পারে?

ক. নষ্ট খ. স্থানচ্যুত

গ. হস্তান্তর ঘ. সৃষ্ট

১৬। প্রকৃত ধন কী রকম?

ক. সুনিহিত খ. সুসংবদ্ধ

গ. সুসংহত ঘ. সুবিদিত

১৭। পুণ্যধন মানুষের কী হয়?

ক. সহগামী খ. অনুগামী

গ. পশ্চাৎগামী ঘ. তীর্থগামী

১৮। মৃতজ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে কী করা উচিত?

ক. পুণ্যকর্ম খ. দান দেওয়া

গ. ধর্মকর্ম ঘ. শীলকর্ম

১৯। কোন ব্যক্তিরা নিজের ঘরে বা জ্ঞাতির ঘরে দাঁড়িয়ে থাকে?

ক. পাপী খ. প্রেতযোনী প্রাপ্ত

গ. অসৎ ঘ. স্বর্গপ্রাপ্ত

২০। দায়কের দান কী হয় না?

ক. নিষ্ফল খ. অকারণ

গ. অহেতুক ঘ. অযথা

২১। প্রেতলোকে কী নেই?

ক. কৃষি খ. গাড়ি

গ. প্রাসাদ ঘ. নারী

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. উপসম্পদার আগে ত্রিশরণ নিতে হয় কেন?

২. ত্রিশরণ কাকে বলে?

৩. বৌদ্ধ ধর্মে প্রবেশের প্রথম সোপান কোনটি?

৪. কোন দেশে বসবাস মঙ্গলজনক?

৫. ধর্মাচরণ কেন করা হয়?

৬. লোকধর্মগুলো কী?

৭. বুদ্ধের আগমনের পূর্বে বৈশালীর অবস্থা কী রকম ছিল?

৮. কাঁরা আটবারের অধিক সংসারে জন্মগ্রহণ করেন না?

৯. কাঁরা শ্রাবক সঙ্ঘের সদস্য হওয়ার যোগ্য?

১০. কাঁরা পুনরায় গর্ভাশয়ে প্রবেশ করেন না?

১১. নির্বাণকামী ব্যক্তিরা কী রকম?

১২. কাদের প্রতি মৈত্রী পোষণ করবে?

১৩. প্রেতরা জ্ঞাতির নিকট কী আশা করে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. ত্রিশরণ কাকে বলে? ত্রিশরণের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২. ত্রিশরণ পালি ভাষায় লিখ।

৩. ত্রিশরণের সারমর্ম চয়ন কর।

৪. মঙ্গল সূত্রে কত প্রকার মঙ্গলের কথা বলা হয়েছে তা উলেখ কর।

৫. বৌদ্ধদের ব্যাবহারিক জীবনে মঙ্গল সূত্রের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৬. রতন সূত্রের মূল আবেদন কী তা বর্ণনা কর।

৭. রতন সূত্রের পটভূমিকা পর্যালোচনা কর।

৮. করণীয় মৈত্রী সূত্রের আলোকে 'মৈত্রী' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখ।

৯. করণীয় মৈত্রী সূত্রে বৌদ্ধ ধর্মের কতটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, আলোচনা কর।

১০. ব্রহ্মবিহার কী? এ সম্পর্কে আলোচনা কর।

১১. 'নিধি' বলতে কী বুঝানো হয়েছে এবং প্রকৃত নিধি কী তা বর্ণনা কর।

১২. নিধিকণ্ড সূত্রের মূল আবেদন লেখ।

১৩. প্রকৃত ধন কীভাবে অর্জন করা যায় উলেখ কর।

১৪. প্রেতলোক বলতে কী বুঝায়? কারা প্রেতলোকে জন্ম নেয়?

১৫. তিরোকুড্ড সূত্রের সারাংশ লেখ।

পঞ্চম অধ্যায়

ধম্মপদ

যমক বগ্‌গ

১। মনোপুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া,
মনসা চে পদুট্‌ঠেন ভাসতি বা করোতি বা,
ততো নং দুক্‌খমন্বেতি চক্কং'ব বহতো পদং।

২। মনোপুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া,
মনসা চে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা,
ততো নং সুখমন্বেতি ছায়া'ব অনপায়িনী।

৩। 'অক্কোচ্ছি মং, অবধি মং, অজিনি মং, অহাসি মে',
যে চ তং উপনয্‌হন্তি, বেরং তেসং ন সম্মতি।

৪। 'অককোচ্ছি মং, অবধি মং, অজিনি মং অহাসি মে',
যে চ তং ন উপনয্‌হন্তি বেরং তেসূপসম্মতি।

৫। নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তী'ধ কুদাচনং,
অবেরেন চ সম্মতি এস ধম্মো সনন্তনো।

৬। সুভানুপস্‌সিং বিহরন্তং ইন্দ্রিযেসু অসংবুতং,
ভোজনম্‌হি চ অমত্তঞ্‌ঞুং কুসীতং হীনবীরিযং।
তং বে পসহতি মারো বাতো রুক্‌খং'ব দুব্বলং।

৭। অসুভানুপস্‌সিং বিহরন্তং, ইন্দ্রবেসু সুসংবুতং,
ভোজনম্‌হি চ মত্তঞ্‌ঞুং, সদ্ধং, আরদ্ধবরযং,
তং বে নপ্পসহতি মারো বাতো সেলং'ব পব্বতং।

৮। যথা'গারং দুচ্ছন্নং, বুট্‌ঠি সমতিবিজ্‌ঝাতি,
এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমতিবিজ্‌ঝতি।

৯। যথা'গারং সুচ্ছন্নং বুট্‌ঠি ন সমতিবিজ্‌ঝতি,
এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতিবিজ্‌ঝতি।

১০। ইধ' নন্দতি, পেচ্চ নন্দতি, কতপুঞ্‌ঞো উভযত্থ নন্দতি;
পুঞ্‌ঞং মে কতন্তি নন্দতি, ভিয্যো নন্দতি সুগ্‌গতিং গতো।

শব্দার্থ

পদুট্‌ঠেন - প্রদুষ্টভাবে; চক্কং - চাকা; দুক্‌খমন্বেতি - দুঃখ অনুসরণ করে, পসন্নেন - প্রসন্নভাবে; অক্কোচ্ছি - আক্রোশ, অহাসি - চুরি করল; উপনয্‌হন্তি - মনে পোষণ করা; সম্মতি - প্রমাণিত হওয়া; বেরেন বেরানি - বৈরী দ্বারা বৈরী, অসংবুতং - অসংযত, পসহতি - পরাভূত করে, দুচছন্নং - ভালভাবে আচ্ছাদিত নয়; সুচ্ছন্নং - ভালভাবে আচ্ছাদিত; সমতিবিজ্‌ঝতি - প্রবেশ করে; অভাবিতং চিত্তং - ভাবনাহীন চিত্ত; সুভাবিতং চিত্তং - সুনিবিষ্ট চিত্ত।

সারমর্ম

মানুষের সুখ-দুঃখের প্রকৃত কারণ হচ্ছে মন। মানুষ যে সমস্ত জিনিস দেখে তা মনের দরজা দিয়েই ভিতরে প্রবেশ করে। মনই মানুষের জীবনকে গড়ে তোলে এবং তাকে সুখী ও দুঃখী করে। দূষিত মনে কাজ করলে দুঃখ এবং প্রসন্ন মনে কাজ করলে সুখ লাভ করা যায়। আগুন যেমন ইন্ধন না পেলে জ্বলতে পারে না, সেরূপ কেউ আমাকে আক্রোশ করল, আমাকে পরাস্ত করল, আমাকে ছিনিয়ে নিল এরূপ চিন্তা মনে স্থান না দিলে বৈরীভাব দূর হয়ে যায়। জগতে শত্রুতার দ্বারা শত্রুতাকে জয় করা যায় না। মৈত্রী দ্বারাই শত্রুতাকে জয় করতে হয়। ভোগের ইন্দ্রিয়গুলো সাধনার পথে বড় বাধা। একে জয় করার জন্য চাই মনে দৃঢ়তা, সংযম, অতুলনীয় বীর্য, পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা আর কঠোর সংকল্প। বৃষ্টির জল থেকে গৃহকে রক্ষার জন্য যেমন-সু-আচ্ছাদিত গৃহ প্রয়োজন তেমনি অপশক্তি থেকে রক্ষার জন্য ভাবনাযুক্ত চিত্তের প্রয়োজন। সৎকর্ম, সৎচিন্তা মানুষকে ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দ দেয়।

টীকা

যমক: যমক শব্দের অর্থ জোড়া। কিন্তু এখানে দুটি ভিন্নমুখী ভাব প্রকাশিত হয়েছে বলে এর নাম যমক বা যমজ। যমক বর্গের গাথাগুলোতে এর পরিচয় বিদ্যমান। এখানে দুটি পরস্পর ভিন্নমুখী ভাব প্রকাশিত হয়েছে। এ দুটির মধ্যে একটির গতি ঊর্ধ্বমুখী, অন্যটির গতি নিম্নমুখী। প্রদুষ্ট মনে কাজ করলে দুঃখ আসে। প্রসন্ন মনে কাজ করলে সুখ আসে।

অপ্পমাদ বগ্গ

১। অপ্পমাদো অমতপদং, পমাদো মচ্চুনো পদং,
অপ্পমত্তা ন মীযন্তি, যে পমত্তা যথামতা।

২। এতং বিসেসতো ঞত্বা অপ্পমাদম্হি পণ্ডিতা,
অপ্পমাদে পমোদন্তি অরিযানং গোচরে রতা।

৩। তে ঝাযিনো সাততিকা নিচ্চং দল্হপরক্কমা,
ফুসন্তি ধীরা নিব্বানং যোগক্খেমং অনুত্তরং।

৪। উট্ঠানবতো সতিমতো সুচিকম্মস্স নিসম্মকারিনো,
সঞ্ঞতস্স চ ধম্মজীবিনো অপ্পমত্তস্স যসো 'ভিবড্ঢতি।

৫। উট্ঠানেন'প্পমাদেন সঞ্ঞমেন দমেন চ,
দীপং কযিরাথ মেধাবী যং ওঘো নাভিকীরতি।

৬। পমাদমনুযুঞ্জন্তি বালা দুম্মেধিনো জনা,
অপ্পমাদঞ্চ মেধাবী ধনং সেট্ঠং'ব রক্খতি।

৭। মা পমাদমনুযুঞ্জন্তি মা কামরতিসন্থবং,
অপ্পমত্তো হি ঝাযন্তো প্পপোতি বিপুলং সুখং।

৮। অপ্পমত্তো পমত্তেসু সুত্তেসু বহুজাগরো,
অবলস্সং'ব সীঘস্সো হিত্বা যাতি সুমেধসো।

৯। অপ্পমাদরতো ভিক্খু পমাদে ভয়দস্সি বা,
সঞ্ঞোজনং অণুং থুলং ডহং অগগী'ব গচ্ছতি।

১০। অপ্পমাদরতো ভিক্খু পমাদে ভয়দস্সি বা,
অভব্বো পরিহাণায় নিব্বানস্সেব সন্তিকে।

শব্দার্থ

অমতপদং - অমৃতের পদ; মচ্চুনো পদং - মৃত্যুর পথ; মীযন্তি - মরে; গোচরে - আচরিত ধর্মে, রতা - রত; সাততিকা -সতত উদ্যোগী, দল্হ পরাক্কমা- দৃঢ় পরাক্রমশালী; উট্ঠানবতো-উত্থানশীল; সতিমতো-স্মৃতিমান; নিসম্মকারিনো-সাবধানী; সঞ্ঞস্স-সংযমীর, যসোবড্ঢতি-যশ বর্ধিত হয়, ওঘো-জলপ্রবাহ, এখানে সংসার স্রোত; দুম্মেধিনো- দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন, কামরতিসন্থবং -কামরতিসম্ভোগ;অবলস্সো- দুর্বল অশ্ব, সীঘস্সো-দ্রুতগামী অশ্ব; অণু-সুক্ষ; থুলং- স্থুল। ডহং-দগ

সারমর্ম

অপ্রমাদ হল কাজে সতর্কতা; জেনে শুনে কাজ করা। সমস্ত সৎ ও পুণ্যকাজের মূলে আছে অপ্রমাদ। প্রমাদ হল তার বিপরীত। যারা প্রমত্ত তারা বেঁচে থেকেও মৃত। অপ্রমাদ অমৃতের পথ; প্রমাদ মৃত্যুর পথ। যিনি অপ্রমত্ত, ধ্যানশীল, উদ্যোগী, দৃঢ়পরাক্রমশীল তিনিই নির্বাণ লাভ করেন। অপ্রমত্ত ব্যক্তি উৎসাহশীল, সতত স্মৃতিমান, ধর্মপরায়ণ, সংযতন্দ্রিয় ও উদ্যমী। তাঁর যশ ক্রমশ বর্ধিত হয়। মানুষের জীবন বিরাট কর্মক্ষেত্র। সংসার সমুদ্র তরংগ কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এরই মাঝে যে মানুষ বীর্য, সংযম ও প্রজ্ঞা দ্বারা আশ্রয় রচনা করে তাকে কোন পাবন ধ্বংস করতে পারে না। অবিবেচক ও দুর্মতিসম্পন্ন মানুষেরা প্রমত্ত হয়। যারা বিবেচক ও বুদ্ধিমান তাঁরা অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের ন্যায় রক্ষা করেন। যাঁরা অপ্রমত্ত, কামাসক্ত নয় তাঁরা বিপুল সুখের অধিকারী হন। জাগ্রত ব্যক্তি নিদ্রিতের মধ্যে জাগ্রত থেকে বেগমান ঘোড়া যেমন দুর্বল ঘোড়াকে অতিক্রম করে যায় তেমনি সঠিক পথে এগিয়ে যায়। যে ভিক্ষু অপ্রমত্ত, দৃঢ় সংকল্প পরায়ণ, উদ্যমশীল, ভয়দর্শী তিনি সহজে তাঁর লক্ষে পৌছতে পারে। অতএব, অপ্রমত্ত হয়ে সৎজীবন যাপন করবে। সৎকর্ম কর, আলস্য পরিত্যাগ কর; উদ্যমশীল ও বীর্যবান হও।

টীকা

অপ্পমাদ : অপ্পমাদ বা অপ্রমাদ শব্দের অর্থ হল অপ্রমত্ততা। অপ্রমাদ হল সৎকাজে উৎসাহ ও উদ্যম। বাংলা ভাষায় এ শব্দের যথাযথ অর্থ নেই। ফাউসবল, চাইল্ডারস, ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এর বিভিন্ন অর্থ করেছেন অনেকের মতে অপ্রমাদের নিকটতম অর্থ হল উদ্যামশীলতা। অতএব, অপ্রমাদ শব্দের অর্থ হিসেবে আমরা জাগ্রতভাব, উত্থানশীলতা, উদ্যম ও উৎসাহকে ধরে নিতে পারি। যিনি সংযত, বীর্যবান, শীলবান, স্মৃতিবান ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনিই অপ্রমত্ত। বৌদ্ধ দর্শনের মূল ভিত্তি অপ্রমাদের মধ্যে নিহিত।

চিত্ত বগ্গ

১। ফন্দনং চপলং চিত্তং দুরক্খং দুন্নিবারযং,
উজুং করোতি মেধাবী উসুকারো'ব তেজনং।

২। বারিজো'ব থলে খিত্তো ওকমোক্তো উব্ভতো,
পরিফন্দতি'দং চিত্তং মারধেয্যং পহাতবে।

৩। দুন্নিগ্গহস্স লহুনো যত্থ কামনিপাতিনো,
চিত্তস্স দমথো সাধু চিত্তং দন্তং সুখাবহং।

৪। সুদুদ্দসং সুনিপুণং যত্থ কামনিপাতিনং,
চিত্তং রক্খেয্য মেধাবী চিত্তং গুত্তং সুখাবহং।

৫। দুরংগমং একচরং অসরীরং গুহাসযং,
যে চিত্তং সঞ্ঞমেস্সন্তি মোক্খন্তি মারবন্ধনা।

৬। অনবট্ঠিতচিত্তস্স সদ্ধম্মং অবিজানতো,
পরিপ্লবপসাদস্স পঞ্ঞা ন পরিপূরতি।

৭। অনবস্সুতচিত্তস্স অনন্বাহত চেতসো,
পুঞ্ঞপাপপহীনস্স নত্থি জাগরতো ভয।

৮। কুম্ভুপমং কাযমিমং বিদিত্বা
নগরূপমং চিত্তমিদং ঠপেত্বা,
যোধেথ মারং পঞ্ঞাযুধেন
জিতঞ্চ রক্খে অনিবেসনো সিযা।

৯। দিসো দিসং যং তং কযিরা বেরী পন বেরিনং,
মিচ্ছাপণিহিতং চিত্তং পাপিযো নং ততো করে।

১০। নং তং মাতা পিতা কযিরা অঞ্ঞে বা'পি ঞাতকা,
সম্মাপণিহিতং চিত্তং সেয্যসো নং ততো করে।

শব্দার্থ

ফন্দনং - স্পন্দনশীল; দুরক্খং - দুরক্ষ্য; উসুকারো - শরনির্মাতা; তেজনং - শক্তি, উজুং-সোজা, ওকমোক্তো উব্ভতো - জলাশয় থেকে উদ্ধৃত; থলে খিত্তো - স্থলে নিক্ষিপ্ত বারিজো'ব - মাছের ন্যায়; মারধেয্যং - মাররাজ্য; পহাতবে - পরিত্যাগ করতে; দুন্নিগ্গহ - দুর্নিগ্রহ, লহুনো - লঘু; সুদুদ্দসং - দুর্দর্ষ; গুত্তং - গুপ্ত; দুরংগমং - দূরগামী; মোক্খন্তি - মুক্ত হয়; সুঞ্ঞামেস্সন্তি - শংকা করেন, অনবট্ঠিত চিত্তস্স - অনবস্থিত চিত্ত; অনবস্সুত চিত্ত - বাসনাহীন চিত্ত; অনন্বাহত চেতসো - অবিচলিত চিত্ত; কুম্ভুপমং - কুম্ভাকারের ন্যায়; পঞ্ঞাযুধেন - প্রজ্ঞারূপ অস্ত্রদ্বারা; কযিরা - করে; মিচ্ছাপণিহিতং চিত্তং - মিথ্যায় পরিচালিত চিত্ত; সম্মাপণিহিতং চিত্তং - সত্যে পরিচালিত চিত্ত।

সারমর্ম

চিত্ত চঞ্চল, দুর্নিবার, দুরক্ষণীয় এবং স্পন্দনশীল। তাকে সংযত করা কঠিন। কিন্তু যিনি জ্ঞানী তিনি চিত্তকে দৃঢ় ও সংযত করেন যেমন তীর নির্মাতা তীরের ফলাকে সোজা করে। জলের মাছকে ডাঙ্গায় তুললে সে যেমন ছটফট করে তেমন ষড়রিপুর বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য মানুষের চিত্ত অস্থির হয়। সংযত চিত্তই সুখের কারণ। সদাচারী চিত্তই মানুষকে সুখ দেয়। চিত্ত বিচরণশীল, দূরগামী, অশরীরী ও মনের গুহায় তার নিবাস। একটি বিষয়েই আশ্রয়শীল। বিপথগামী চিত্ত মানুষের প্রভূত ক্ষতি করে যা মাতাপিতা, জ্ঞাতিগোত্র এবং শত্রুরাও করতে পারে না। চিত্তকে সংযত রাখতে হবে, সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে।

পুপ্ফ বগ্গ

১। কো ইমং পঠবিং বিজেস্সতি যমলোকঞ্চ ইমং সদেবকং?
কো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্ফমিব পচেস্সতি?

২। সেখো পঠবিং বিজেস্সতি যমলোকঞ্চইমং সদেবকং,
সেখো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্ফমিব পচেস্সতি।

৩। ফেনূপমং কাযমিমং বিদিত্বা মরীচিধম্মং অভিসম্বুধানো,
ছেত্বান মারস্স পুপ্ফকানি অদস্সনং মচ্চুরাজস্স গচ্ছে।

৪। পুপ্ফানি হেব পচিনন্তং ব্যসত্তমনসং নরং,
সুত্তং গামং মহোঘো'ব মচ্চু আদায গচ্ছতি।

৫। যথাপি ভমরো পুপ্ফং বণ্ণগন্ধং অহেঠযং,
পলেতি রসমাদায এবং গামে মুনীচরে।

৬। ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং
অত্তনো'ব অবেক্খেয্য কতানি অকতানি চ।

৭। যথাপি রুচিরং পুপ্ফং বণ্ণবন্তং অগন্ধকং,
এবং সুভাসিতা বাচা অফলা হোতি অকুব্বতো।

৮। যথাপি রুচিরং পুপ্ফং বণ্ণবন্তং সগন্ধকং,
এবং সুভাসিতা বাচা সফলা হোতি সকুব্বতো।

৯। ন পুপ্ফগন্ধো পটিবাতমেতি ন চন্দনং তগর মল্লিকা বা,
সতঞ্চ গন্ধো পটিবাতমেতি সব্ব দিসা সুপ্পুরিসো পবাতি।

১০। চন্দনং তগরং বা'পি উপ্পলং অথ বস্সিকী,
এতেসং গন্ধজাতানং সীলগন্ধো অনুত্তরো।

শব্দার্থ

বিজেস্সতি- জয় করা, পচেস্সতি-চয়ন করা, ফেনূপমং- ফেনের ন্যায়, ছেত্বান- ছেদন করে; মহোঘো- প্রবল বন্যা; পচিনন্তং- চয়নকারী; অহেঠয়ং- নষ্ট না করে; পরেসং- পরের; বিলোমানি- বিচ্যুতি; কতাকতং- কৃত অকৃত কাজ; অবেক্খেয্য- দেখা উচিত। অকুব্বতো- কার্যে পরিণত না হলে; সকুব্বতো- কার্যে পরিণত হলে; পটিবাতমেতি- বায়ুর প্রতিকূলে যায়; সপ্পুরিসো- সৎপুরুষ, অনুত্তরো- অনুত্তর, শ্রেষ্ঠ।

সারমর্ম

ইন্দ্রিয় সুখের উপকরণকে ফুলের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ভোগলালসায় আসক্ত মানুষ ঐ ফুলের সন্ধানে নিয়মিত ঘুরছে। দক্ষ মালাকার যেমন দক্ষতার দ্বারা অনায়াসে নিখুঁত ফুলটি বেছে নেয় তেমনি মেধাবী আপন দক্ষতার সাহায্যে প্রকৃত ধর্মপদ খুঁজে নেয়। এভাবে তিনি কামলোক, দেবলোকসহ পৃথিবী জয় করে সুগতি লাভ করেন। এ দেহ ক্ষণস্থায়ী ফেনার ন্যায় মিথ্যা মরীচিকার মত। যিনি এ সত্য জানেন তিনি মারের পুষ্পবান ছিন্ন করে মৃত্যুকে জয় করেন। বন্যা যেমন সুপ্ত গ্রামকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তেমনি পুষ্পচয়নে ব্যস্ত (আসক্তি পরায়ণ) মানুষকেও মৃত্যু ছিনিয়ে নেয়। মুনিদের প্রকৃতি ভ্রমরের ন্যায়। ভ্রমর যেমন ফুলের গন্ধের বিনষ্ট না করে মধু নিয়ে চলে যায় তেমনি মুনিগণ গ্রামে বিচরণ করেন। তাঁরা মানুষকে পীড়ণ না করে ধর্মপথে নিয়ে আসে। রঙ আর রূপের আবেদন চোখে, গন্ধ থাকে হৃদয়ে। ফুলের সার্থকতা রূপে নয়, সৌরভে। গন্ধহীন ফুলের রূপ বৃথা। তেমনি ভালকথা ভালকাজে পরিণত হলে তবেই তার সার্থকতা। প্রেম, দয়া, সেবা, পরোপকার প্রভৃতি সৎ প্রবৃত্তিগুলো বিকশিত পুষ্পের ন্যায় মানুষের হৃদয়কে সুরভিত করে। ফুলের গন্ধ শুধুমাত্র বাতাসের অনুকূলে যায় কিন্তু সৎ ব্যক্তির যশ চারদিকে ব্যপ্ত হয়। এ বর্গে অপরের ত্রুটিবিচ্যুতি না দেখে নিজের ত্রুটিবিচ্যুতি দেখার জন্য আহবান জানানো হয়েছে। ফুলের গন্ধ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মুনিদের ক্ষয় নেই। এ বর্গে অনিত্যতার কথাই প্রকাশিত হয়েছে।

তণ্হা বগ্গ

১। মনুজস্স পমত্তচারিনো তণ্হা বড্ঢতি মালুবা বিয,
সো পবতি হুরাহুরং ফলমিচ্ছং'ব বনস্মিং বানরো।

২। যং এসা সহতেজম্মী তণ্হা লোকে বিসত্তিকা,
সোকা তস্স পবড্ঢন্তি অভিবট্ঠং'ব বীরণং।

৩। যো চে'তং সহতী জম্মিং তণ্হং লোকে দুরচ্চয়ং,
সোকা তম্হা পপতন্তি উদবিন্দু'র পোক্খরা।

৪। তং বো বদামি ভদ্দং বো যাবন্তে'ত্থ সমাগতা,
তণ্হায মূলং খণথ উসীরত্থো'ব বীরণং
মা বো নলং'ব সোতো'ব মারো ভঞ্জি পুনপ্পুনং

৫। যথাপি মূলে অনুপদ্দবে দল্হে ছিন্নো'পি রুক্খে পুনরেব রূহতি,
এবম্পি তণ্হানুসযে অনূহতে নিব্বত্ততি দুক্খমিদং পুনপ্পুনং।

৬। সবন্তি সব্বধি সোতা লতা উব্ভিজ্জ তিট্ঠতি,
তঞ্চ দিস্বা লতং জাতং মূলং পঞ্ঞায ছিন্দথ।

৭। তসিণায পুরক্খতা পজা পরিসপ্পতি সসো'ব বাধিতো,
সঞ্ঞোজনসঙ্গসত্তকা দুক্খমুপেন্তি পুনপ্পুনং চিরায।

৮। বীততণ্হো অনাদানো নিরুত্তি পদকোবিদো,
অক্খরানং সন্নিপাতং জঞ্ঞা পুব্বাপরানি চ,
স বে অন্তিমসরীরো মহাপঞ্ঞো মহাপুরিসো'তি বুচ্চতি।

৯। সব্বাভিভূ সব্ববিদূহমস্মি সব্বেসু ধম্মেসু অনূপলিত্তো,
সব্বঞ্জহো তণ্হক্খযে বিমুত্তো সযং অভিঞ্ঞায কমুদ্দিসেয্যং।

২০২৫

১০। সব্বদানং ধম্মদানং জিনাতি, সব্বং রসং ধম্মরসো জিনাতি,
সব্বং রতিং ধম্মরতী জিনাতি, তণ্হক্খযো সব্বদুক্খং জিনাতি।

শব্দার্থ

তণ্হা - তৃষ্ণা, মালুব - মালুব লতা, বড্ঢতি - বাড়ে, পবতি - পাবিত হয়; হুরাহুরং - বারবার; অভিবট্‌ঠং বীরণং - বর্ধমান বীরণ লতা; পবড্ঢন্তি - বাড়ে; উদকবিন্দু - জলবিন্দু, পোক্খরা - পদ্মপত্র; অনুপদ্দং- অখণ্ড; জঞ্ঞা - জানা; সব্বঞ্জযো - সর্বজয়ী, কমুদ্দিসেয্যং - কার উদ্দেশ্যে।

সারমর্ম

মানুষের তৃষ্ণার শেষ নেই। তৃষ্ণা ক্রমাগত বেড়েই চলে। যিনি তৃষ্ণাকে জয় করতে পারেন তার শোক দূরীভূত হয়। সুতরাং আসক্তি বা তৃষ্ণার মূল উচ্ছেদ কর। যেরূপ মূল অখণ্ড ও দৃঢ় থাকলে ছিন্ন গাছও আবার গজিয়ে উঠে তেমনি তৃষ্ণার মূল ছিন্ন না হলে তা বারবার দুঃখ দেয়। মানুষের কাছে ভোগ এবং সুখ খুবই আনন্দের। জালবদ্ধ শশকের ন্যায় তৃষ্ণাচালিত হয়ে মানুষ ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়। অতএব, তৃষ্ণাকে নিবারণ করতে হবে। যিনি বীততৃষ্ণ, অনাসক্ত ও বীতরাগ তাঁর এ শেষজন্ম। সর্বত্যাগী, সর্বজয়ী ব্যক্তি তৃষ্ণাক্ষয়ের দ্বারা মুক্তপুরুষ হয়। সর্বদানের চেয়ে ধর্মদান, সর্বরসের চেয়ে ধর্মরস শ্রেষ্ঠ। ধর্মদানের তুলনা হয় না। তৃষ্ণাক্ষয়ের দ্বারা সর্বদুঃখকে জয় করা যায়।

টীকা

তৃষ্ণা : যা পালিতে তণ্হা বাংলায় তা তৃষ্ণা। এ শব্দের অর্থ হল আসক্তি। তৃষ্ণাকে দুঃখের কারণ বলা হয়। তৃষ্ণা মানুষের পরম শত্রু। তৃষ্ণার কারণে মানুষ বার বার জন্মগ্রহণ করে দুঃখ ভোগ করে। সাধারণত যে সমস্ত জিনিষ সুখকর ও আনন্দদায়ক তার প্রতি মানুষের আসক্তি বা তৃষ্ণার সৃষ্টি হয়। তৃষ্ণাক্ষয়েই দুঃখের অবসান হয়। তৃষ্ণা তিন প্রকার; যথা- কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা।

বুদ্ধ বগ্‌গ

১। যস্‌স জিতং নাবজীযতি জিতমস্‌স নো যাতি কোচি লোকে,
তং বুদ্ধমনন্তগোচরং অপদং কেন পদেন নেস্‌সথ?

২। যস্‌স জালিনী বিসত্তিকা তন্‌হা নত্থি কুহিঞ্চি নেতবে,
তং বুদ্ধমনন্তগোচরং অপদং কেন পদেন নেস্‌সথ?

৩। যে ঝানপসুতা ধীরা নেক্খম্মুপসমে রতা,
দেবাপি তেসং পিহযন্তি সম্বুদ্ধানং সতীমতং।

৪। কিচ্ছো মনুস্‌সপটিলাভো কিচ্ছং মচ্চান জীবিতং,
কিচ্ছং সদ্ধম্মসবনং কিচ্ছো বুদ্ধানং উপ্‌পাদো।

৫। সব্বপাপস্‌স অকরণং, কুসলস্‌স উপসম্পদা,
সচিত্ত পরিযোদপনং, এতং বুদ্ধানুসাসনং।

৬। খন্তি পরমং তপো তিতিক্খা নিব্বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা,
ন হি পব্বজিতো পরূপঘাতী সমণো হোতি পরং বিহেঠযন্তো।

৭। অনূপবাদো অনূপঘাতো পাতিমোক্খে চ সংবরো
মত্তঞ্ঞুতা চ ভত্তস্মিং পন্থঞ্চ সযনাসনং,
অধিচিত্তে চ আযাগো এতং বুদ্ধানুসাসনং,

৮। দুলভো পুরিসা জঞ্ঞো ন সো সব্বত্থ জাযতি,
যত্থ সা জাযতি ধীরো তং কুলং সুখমেধতি।

৯। সুখো বুদ্ধানুং উপ্পাদো সুখা সদ্ধম্মদেসনা,
সুখা সঙ্ঘস্স সামগ্গি সমগ্গানং তপো সুখো।

১০। পূজারহে পুজযতো বুদ্ধে যদি বা সাবকে,
পপঞ্চ সমতিক্কন্তে তিণ্ন সোকপরিদ্দবে।

শব্দার্থ

জালিনী- জ্বালরূপী, বিসতিকা - বিষময়; ঝানূপসুতা - ধ্যান পরায়ণ; সতিমতং - স্মৃতিমান; মচ্চ - মৃত্যু; উপ্পাদো - উৎপত্তি, সচিত্তপরিযোদপনং - স্বীয় চিত্তের পবিত্রতা সাধন; পরূপঘাতী- পরঘাতী; অনূপবাদো - অনিন্দিত, অনূপঘাতো -আঘাত না করা; সংবরো -সংযম; মত্তঞ্ঞূতা - মাত্রাজ্ঞান; পপঞ্চ সমতিকন্তে - সকল প্রপঞ্চ অতিক্রমকারী।

সারমর্ম

যাঁর কামনা বাসনা নিঃশেষ হয়েছে, যিনি নিষ্কলঙ্ক, যিনি তৃষ্ণামুক্ত, যিনি সকল পাপ থেকে মুক্ত তিনিই বুদ্ধ। তার কাছে সমস্ত প্রলোভনই নিষ্ফল। মনুষ্যজন্ম দুর্লভ, সদ্ধর্ম শ্রবণ দুর্লভ; তেমনি বুদ্ধগণের উৎপত্তি বা আবির্ভাব দুর্লভ। সকল প্রকার পাপ কাজ থেকে বিরতি, কুশলকর্ম সম্পাদন এবং স্বীয় চিত্তকে শুদ্ধ রাখা- এটাই বুদ্ধগণের উপদেশ। কাউকেও আঘাত করবে না, কারও নিন্দা করবে না, মিতাহারী হবে, সর্বদা মনকে পবিত্র রাখবে। বুদ্ধগণের উৎপত্তি দুর্লভ। তাঁরা যে কুলে জন্ম নেয় সে কুলের সৌভাগ্য হয়। অতএব, অশেষ গুণসম্পন্ন বুদ্ধকে পূজা করে পুণ্যের ভাগী হও।

মগ্‌গ বগ্‌গ

১। মগ্গানট্ঠঙ্গিকো সেট্ঠো সচ্চানং চতুরো পদা,
বিরাগো সেট্ঠো ধম্মানং দ্বিপদানঞ্চ চক্খুমা।

২। এসো'ব মগ্গো নত্থঞ্ঞো দস্সনস্স বিসুদ্ধিয়া,
এতং হি তুম্হে পটিপজ্জথ মারস্সেতং পমোহনং।

৩। এতং হি তুম্হে পটিপন্না দুক্খস্সন্তং করিস্সথ,
অক্খাতো বে মযা মগ্গো অঞ্ঞায সলসন্থনং।

৪। সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চা'তি যদা পঞ্ঞায পস্সতি,
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া।

৫। সব্বে সঙ্খারা দুক্খা'তি যদা পঞ্ঞায পস্সতি,
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া।

৬। সব্বে ধম্মা অনত্তা'তি যদা পঞ্ঞায পস্সতি
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া।

৭। উট্ঠানকালম্হি অনুট্ঠহানো যুবা বলি আলসিযং উপেতো,
সংসন্নসংকপ্পমনো কুসীতো পঞ্ঞায মগ্গং অলসো ন বিন্দতি।

৮। বাচনুরক্খী মনসা সুসংবুতো কাযেন চ অকুসলংন কযিরা,
এতে তযো কম্মপথে বিসোধযে আরাধযে মগ্গমিসিপ্পবেদিতং।

৯। উচ্ছিন্দ সিনেহমত্তনো কুমুদং সারদিকং'ব পাণিনা,
সন্তিমগ্গমেব ব্রুহয নিব্বানং সুগতেন দেসিতং।

১০। তং পুত্তপসুসম্মত্তং ব্যাসত্তমানসং নরং,
সুত্ত গামং মহোযো;ব মচ্চু আদায গচ্ছতি।

শব্দার্থ

বিরাগো- বৈরাগ্য, দ্বিপদং- মানুষ; পটিপজ্জথ- অবলম্বন করা, সলসখনং- শৈল্য উৎপাটন; নিব্বিন্দতি- নির্বেদ প্রাপ্ত হওয়া, পঞ্ঞায পস্সতি- প্রজ্ঞা দ্বারা দেখ, উট্ঠানকালম্হি- উত্থানকালে; অনুট্ঠহানো- উত্থান রহিতে, আলসিযং- আলস্যপরায়ণ, সংসন্নসংকপ্পমনো কুসীতো- যার চিত্ত অবসন্ন ও মন নিবীর্য, বাচানুরক্খী- বাক্যরক্ষায়, তযোকম্মপথ- তিন কর্মপথ (কায়, মন ও বাক্য), উচ্ছিন্দ-উচ্ছেদ কর, ব্রুহয- অনুসরণ করা, ব্যাসত্তমানসং; আসক্ত চিত্ত, মচ্চু আদায় গচ্ছতি- মৃত্যু নিয়ে যায়।

সারমর্ম

মার্গ হল পথ। এ সে পথ যে পথে নির্বাণ লাভ করা যায়। বলা হয়েছে, সকল মার্গের মধ্যে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ শ্রেষ্ঠ। কেননা, এ পথে চার আর্যসত্য উপলব্ধি হয়। এ সত্যের উপলব্ধিতে দুঃখের অবসান হয়। সকলের এ পথ অনুসরণ করা প্রয়োজন। সকল সংস্কার অনিত্য, সকল ধর্ম অনাত্ম। মানুষ যখন এ সত্য উপলব্ধি করেন তখন সকল দুঃখ থেকে মুক্ত হন। এ মার্গ হল বিশুদ্ধি লাভের পথ। আলস্য প্রজ্ঞা লাভের চরম বাধা। যারা আলস্যপরায়ণ, উদ্যমহীন তারা জ্ঞান লাভ করতে পারে না। মুক্তির জন্য তিনটি কর্মপথকে বিশুদ্ধি রাখতে হবে। এ তিন প্রকার কর্মপথ হল- কায়, বাক্য ও মন। চিত্তকে আসক্ত রেখ না। শান্তির পথ অনুসরণ কর। বুদ্ধ শান্তির পথ অর্থাৎ নির্বাণ পথ দেখিয়েছেন।

টীকা

মগ্গ: মগ্গ শব্দের অর্থ হল মার্গ বা পথ। বুদ্ধ মানুষের মুক্তির জন্য যে পথ দেখিয়েছেন তা-ই মার্গ বা পথ। এ পথ মধ্যম পথ। এ মধ্যম পথের নাম আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। সম্যক দৃষ্টি, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক সংকল্প, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি হল এ মার্গের অঙ্গসমূহ। এটা বুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। বুদ্ধ বলেছেন- আমি পথ প্রদর্শক মাত্র, তোমাদেরই নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করতে হবে।

চার আর্যসত্য

১। দুঃখ আছে
২। দুঃখের কারণ আছে
৩। দুঃখের নিরোধ আছে
৪। দুঃখ নিরোধের উপায়ও আছে।

ভিক্খু বগ্গ

১। চক্খুনা সংবরো সাধু, সাধু সোতেন সংবরো,
ঘাণেন সংবরো সাধু, সাধু, জিব্হায় সংবরো।
২। কাযেন সংবরো সাধু, সাধু বাচায় সংবরো,
মনসা সংবরো সাধু, সাধু সব্বত্থ সংবরো;
সব্বত্থ সংবুতো ভিক্খু, সব্বদুক্খা পমুচ্চতি।
৩। হত্থসঞ্ঞতো পাদসঞ্ঞতো বাচায় সঞ্ঞতো সঞ্ঞতুত্তমো,
অজ্ঝত্তরতো সমাহিতো একো সন্তুসিতো তমাহু ভিক্খুং।
৪। যো মুখসঞ্ঞতো ভিক্খু মন্তভাণী অনুদ্ধতো,
অত্থং ধম্মং চ দীপেতি মধুরং তস্স ভাসিতং।
৫। ধম্মারামো ধম্মরতো ধম্মং অনুবিচিন্তিযং,
ধম্মং অনুস্সরং ভিক্খু সদ্ধম্মা ন পরিহাযতি।
৬। সুঞ্ঞাগারং পবিট্ঠস্স সন্তচিত্তস্স ভিক্খুনো,
অমানুসী রতি হোতি সম্মা ধম্মং বিপস্সতো।
৭। তত্রাযমাদি ভবতি ইধ পঞ্ঞস্স ভিক্খুনো,
ইন্দ্রিযগুত্তি সন্তুট্ঠী পাতিমোক্খে চ সংবরো।
মিত্তে ভজস্সু কল্যাণে সুদ্ধাজীবে অতন্দিতে।
৮। সন্তকাযো সন্তবাচো সন্তবা সুসমাহিতো,
বন্তলোকামিসো ভিক্খু উপসন্তো'তি বুচ্চতি।
৯। অত্তনা চোদযত্তানং পটিমাসে অত্তমত্তনা,
সো অত্তগুত্তো সতিমা সুখং ভিক্খু বিহাহিসি।
১০। অত্তাহি অত্তনো নাথো, অত্তাহি অত্তনো গতি,
তস্মা সঞ্ঞামযত্তানং অস্সং ভদ্রং'ব বাণিজো।

শব্দার্থ

সংবরো - সংযত; সাধু - হিতকর; পমুচ্চতি - প্রমুক্ত হয়; অজ্ঝত্তরতো - অধ্যাত্মের, সন্তুসিতো - সন্তুষ্টচিত্ত; সঞ্ঞতুত্তমো - উত্তম সংযমী; মন্তভাণী - মন্ত্রভাষী; সুঞ্ঞাগারং - শূন্যাগার; সন্তচিত্ত - শান্তচিত্ত; পবিট্ঠস্স - প্রবেশকারী; অমানুসী - অলৌকিক; তত্রাযমাদি - আদিকর্তব্য; সদ্ধজীবে - শুদ্ধজীবি; সঞ্ঞময - সংযত, অত্তাহি অত্তনো নাথো - নিজেই নিজের প্রভু; অস্সং-অশ্বকে।

২০২৫

সারমর্ম

ভিক্খু বর্গে ভিক্ষুর আদর্শের কথা বলা হয়েছে। যিনি হস্ত, পদ ও বাক্যে সংযমী, যিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় রত, যিনি শান্ত, সমাহিত, জ্ঞানী, যিনি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন না, যিনি ধর্মানুরক্ত, ধর্ম অনুসরণ করেন, যিনি শুদ্ধজীবী, সদাজাগ্রত, যিনি নির্জনে ধ্যানশীল থাকেন, যাঁর কায় সুন্দর, মন সুন্দর, বাক্য সুন্দর, যিনি নিজেই নিজের উত্থানের জন্য সচেতন তিনিই ভিক্ষু। মানুষের পাঁচটি ইন্দ্রিয়- চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এদের সংযত করা কঠিন। ভিক্ষু এদের সংযত করেন এবং সকল দুঃখ থেকে মুক্ত হন।

ব্রাহ্মণ বগ্গ

১। ছিন্দ সোতং পরক্কম্ম কামে পনুদ ব্রাহ্মণ,
সঙ্খারানং খযং ঞত্বা অকতঞ্ঞূ'সি ব্রাহ্মণ,

২। যদা দ্বযেসু ধম্মেসু পারগূ হোতি ব্রাহ্মণো,
অথস্স সব্বে সংযোগ অত্থং গচ্ছন্তি জানতো।

৩। যস্স পারং অপারং বা পারাপারং ন বিজ্জতি,
বীতদ্দরং বিসংযুত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

৪। ঝাযিং বিরজমাসীনং কতকিচ্চং অনাসবং,
উত্তমত্থং অনুপ্পত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

৫। যস্স কাযেন বাচায় মনসা নত্থি দুক্কতং,
সংবুতং তীহি ঠানেহি তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

৬। ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,
যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সুচি সো চ ব্রাহ্মণো।

৭। সব্বসংযোজনং ছেত্বা যো বে ন পরিতস্সতি,
সঙ্গাতিগং বিসংযুত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

৮। ছেত্বা নন্ধিং বরত্তঞ্চ সন্দামং সহনুক্কমং,
উক্খিত্ত পলিঘং বুদ্ধং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণ।

৯। অক্কোসং বধবন্ধঞ্চ অদুট্ঠো যো তিতিক্খতি,
খন্তিবলং বলানীকং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

১০। অক্কোধনং বতবন্তং সীলবন্তং অনুস্সদং,
দন্তং অন্তিমসারীরং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

শব্দার্থ

সোতং - স্রোত, ছিন্দ - ছেদন করা - পরক্কম্ম- পরাক্রম, খযং - ক্ষয়, অকতঞ্ঞূসি - অকৃত, পারগূ - পারঙ্গম, বিজ্জতি - বিদ্যমান, বীতদ্দরং - নির্ভীক, সংবুতং - সংযমী, জটাহি - জটা দ্বারা, জচ্চা - জন্মদ্বারা, ঝাযিং - ধ্যানী, কতকিচ্চং - কৃতকৃত্য, অনুপ্পতং - অনাশ্রব, উক্খিত্ত পরিঘং - মোহ প্রাচীর, সঙ্গাতিগং - আসক্তিরহিত, বিসংযুত্তং - বন্ধনমুক্ত, অক্কোসং - আক্রোশ, বতবন্তং - ব্রতপরায়ণ, দন্তং - সংযত, অন্তিমসরীরং - অন্তিম দেহধারী, তিতিক্খতি - ত্যাগ করা।

সারমর্ম

ব্রাহ্মণ বর্গে কি কি গুণে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় তাই মূলত আলোচিত হয়েছে। এ বর্গের মূল আবেদন হল কেউ জন্মের দ্বারা নয়; বরং কর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়। জন্ম বা গোত্র পরিচয়ে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, যিনি পবিত্র যার অন্তরে সত্য ও ধর্ম বিরাজমান তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি ধ্যানপরায়ণ, নিরাসক্ত, নিষ্কলঙ্ক এবং পরমার্থ লাভ করেছেন তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। যিনি সুবাক্য বলেন, যিনি ক্ষমাশীল, ধ্যানপরায়ণ, সংযমী এবং অন্তিম দেহধারী তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণকে তৃষ্ণা স্রোত রুদ্ধ করে নির্বাণকে জানতে হবে।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর ঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। জ্ঞানীরা কোন বিষয় থেকে মুক্ত হয়?

ক. আশা খ. বন্ধন

গ. কামনা ঘ. ছেদন

২। পরাক্রম কিসের গতিরোধ করে?

ক. মোহের খ. স্রোতের

গ. আশার ঘ. নিরাশার

৩। কী মনে কাজ করলে দুঃখ অনুসরণ করে?

ক. দূষিত খ. প্রদুষ্ট

গ. কলুষিত ঘ. প্রকৃষ্ট

৪। অবৈরী দ্বারা কী প্রশমিত হয়?

ক. বৈরিতা খ. মিত্রতা

গ. সখ্যতা ঘ. শত্রুতা

৫। কী মনে কাজ করলে সুখ অনুসরণ করে?

ক. প্রসন্ন খ. প্রশান্ত

গ. প্রশমিত ঘ. প্রশ্রিত

৬। কোন কাজ দ্বারা ইহলোকে পরলোকে আনন্দ পাওয়া যায়?

ক. ভাল খ. পুণ্য

গ. মূল্যবান ঘ. শূন্যবান

৭। যে চিত্ত ধ্যান পরায়ণ সে চিত্তে কী প্রবেশ করে না?

ক. রাগ খ. শোক

গ. দুঃখ ঘ. তাপ

৮। অপ্রমাদ কিসের পথ?

ক. সুখের খ. শান্তির

গ. অমৃতের ঘ. অসত্যের

৯। অপ্রমাদ সর্বদা কীরূপ?

ক. নিন্দনীয় খ. গোপনীয়

গ. প্রশংসনীয় ঘ. আদরণীয়

১০। অপ্রমত্ত ব্যক্তি বিপুলভাবে কিসের অধিকারী হয়?

ক. অর্থ খ. সুখ

গ. বল ঘ. ধন

১১। চিত্ত কোন রাজ্য ছাড়ার জন্য ছটফট করে?

ক. মারের রাজ্য খ. মানুষের রাজ্য

গ. দেবতার রাজ্য ঘ. চোরের রাজ্য

১২। কোনটি মানুষের বেশি ক্ষতি করে?

ক. দুষ্ট চিত্ত খ. বিপথগামী চিত্ত

গ. সংযত চিত্ত ঘ. শান্ত চিত্ত

১৩। যার চিত্ত কামনাহীন তিনি কী হন?

ক. উন্নত খ. জাগ্রত

গ. উদ্ধত ঘ. প্রশস্ত

১৪। সুরক্ষিত চিত্ত কিসের হেতু?

ক. জ্ঞানের খ. দুঃখের

গ. সুখের ঘ. আশার

১৫। চিত্ত স্বভাবতই কীরূপ?

ক. স্থির খ. চপল

গ. চটুল ঘ. বটুল

১৬। আসক্তি পরায়ণকে কে ছিনিয়ে নিয়ে যায়?

ক. ভয় খ. মৃত্যু

গ. নিন্দা ঘ. প্রশংসা

১৭। চরিত্রবানের সৌরভ কোথায় ব্যক্ত হয়?

ক. দেবলোকে খ. সর্বত্র

গ. স্বর্গলোকে ঘ. মর্তলোকে

১৮। সম্যক জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের গতিবিধি কার আয়ত্তের বাইরে?

ক. মারের খ. দেবতার

গ. যক্ষের ঘ. মানুষের

১৯। সুগন্ধময় ফুলের কী সার্থক?

ক. অবস্থান খ. রূপ

গ. সৌষ্ঠব ঘ. রং

২০। কে দেবলোক জয় করে?

ক. শিক্ষার্থী খ. জ্ঞানী

গ. সুদক্ষ ঘ. ধ্যানী

২১। ধর্মরস সকল রসকে কী করে?

ক. ধ্বংস খ. জয়

গ. পরাস্ত ঘ. উপরস্থ

২২। তৃষ্ণাক্ষয় কী জয় করে?

ক. শক্তি খ. মোহ

গ. দুঃখ ঘ. সুখ

২৩। তৃষ্ণাকে জয় করার জন্য ভিক্ষুরা কী আকাঙ্ক্ষা করে?

ক. বৈরাগ্য খ. সাধনা

গ. দান ঘ. মান

২৪। সদ্ধর্ম দেশনা কী রকম?

ক. হিতকর খ. সুখকর

গ. ভীতিকর ঘ. প্রীতিকর

২০২৫

২৫। **বুদ্ধের মতে কোন জিনিষ পরম ধন্য?**

ক. নির্বাণ খ. মৈত্রী

গ. জ্ঞান ঘ. ধ্যান

২৬। **মুনষ্য জন্ম লাভ কী ধরনের?**

ক. কষ্টকর খ. দুর্লভ

গ. হিতকর ঘ. সুখকর

২৭। **পরঘাতী ব্যক্তি কীরূপ হয় না?**

ক. পণ্ডিত খ. প্রবাহিত

গ. সার্থক ঘ. ব্যর্থক

২৮। **সকল সংস্কারসমূহ কীরূপ?**

ক. অসত্য খ. অনিত্য

গ. অস্থির ঘ. অমৃত

২৯। **আসক্ত চিত্ত মানুষকে কোন দিকে নিয়ে যায়?**

ক. ধ্বংসের দিকে খ. মৃত্যুর দিকে

গ. দুঃখের দিকে ঘ. সুখের দিকে

৩০। **তিন কর্মপথ কি ভাবে রাখবে?**

ক. বিশুদ্ধ খ. সঠিক

গ. স্থির ঘ. বীর

৩১। **মানুষ নিজেই নিজের কী?**

ক. ভাগ্যনিয়ন্তা খ. নাথ

গ. নির্দেশক ঘ. প্রদর্শক

৩২। **যিনি হস্তপদে সংযমী তিনি কী ধরনের?**

ক. সংযমী খ. কুশলী

গ. জ্ঞানী ঘ. ধ্যানী

৩৩। **যিনি ধর্মানুরক্ত তিনি কোথা থেকে চ্যুত হন না?**

ক. স্বকর্ম খ. স্বস্থান

গ. স্বধর্ম ঘ. স্বমর্ম

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. প্রমাদ কেন মৃত্যুর পথ?

২. কারা জীবিত থেকেও মৃত?

৩. পন্ডিতেরা কীভাবে প্রমাদকে দূরীভূত করেন?

৪. কে অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের মত রক্ষা করে?

৫ জ্ঞানীরা কীভাবে চিত্তকে সংযত করেন?

৬. কোন ধরনের চিত্ত সুখের কারণ?

৭. সঠিকভাবে পরিচালিত চিত্ত কাদের চেয়ে বেশি উপকার করে?

৮. বিপথগামী চিত্ত কীভাবে মানুষের ক্ষতি করে?

৯. আসক্তিপরায়ণকে কে বন্যার মত ছিনিয়ে নেয়?

১০. কাদের সৌরভ বাতাসের প্রতিকূলেও যায়?

১১. মানবজন্মে মানুষের কী ধরনের কর্ম করা উচিত?

১২. পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় কার শোক দূরীভূত হয়?

১৩. কোন সত্য জেনে তৃষ্ণাকে উৎপাটন করবে?

১৪. কিসের ক্ষয়সাধিত হলে সর্বদুঃখের অবসান হয়?

১৫. পৃথিবীতে কার জন্ম শেষ জন্ম?

১৬. কী কী জিনিষ সুখকর?

১৭. কোন ব্যক্তি প্রব্রজিত নয়?

১৮. কী কী জিনিষ দুর্লভ?

১৯. কোন তিনটি দ্বার বিশুদ্ধ রাখতে হবে?

২০. মহাপাবনের মত কোন জিনিষ মানুষকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়?

২১. কোন ব্যক্তি জ্ঞান মার্গ লাভে অসমর্থ?

২২. কোন পথ বিশুদ্ধি মার্গ?

২৩. কী কী সংযম হিতকর?

২৪. নিজেই নিজের নাথ- এ কথাটি কতটুকু সত্য?

২৫. উপশান্ত কাকে বলে?

২৬. ব্রাহ্মণ কোন দুটি ধর্মে অভিজ্ঞ?

২৭. যিনি নির্ভীক ও অনাসক্ত তাকে কী বলা হয়?

২৮. জটা বা গোত্রের পরিচয়ে কী ব্রাহ্মণ হওয়া যায়?

২০১৫

গ. **রচনামূলক প্রশ্ন :**

১. যমক বর্গের সারাংশ লেখ।

২. যমক বর্গের মূল বক্তব্য তুলে ধর।

৩. প্রমাদ বর্গের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।

৪. নির্বাণ লাভের জন্য অপ্রমাদ কতটুকু সহায়ক তা ব্যাখ্যা কর।

৫ অপ্রমাদ শব্দের অন্তর্নিহিত ভাব লেখ।

৬. চিত্ত বর্গের বক্তব্য বিষয় লেখ।

৭. চিত্ত শব্দের অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ কর।

৮. পুপ্ফ বর্গের বক্তব্য বিষয় লেখ।

৯. পুপ্ফ শব্দের অন্তর্নিহিত ভাব ব্যাখ্যা কর।

১০. তণ্হা বর্গের মূল আবেদন কী তা লেখ।

১১. তণ্হা শব্দের অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ কর।

১২. বুদ্ধ বর্গের সারমর্ম লেখ।

১৩. বুদ্ধের বিশেষ গুণাবলি বর্ণনা কর।

১৪. বৌদ্ধ দর্শনে 'মগ্‌গ' বলতে কি বুঝায় তা বিস্তারিত লেখ।

১৫. 'মগ্‌গ' বর্গের বিষয়বস্তু লেখ।

১৬. ভিক্‌খু বগ্‌গ অনুসারে একজন ভিক্ষুর কী কী গুণ থাকা আবশ্যক তা বর্ণনা কর।

১৭. একজন ভিক্ষুর কর্তব্য কী কী তা উল্লেখ কর।

১৮. ব্রাহ্মণ বর্গ অবলম্বনে প্রকৃত ব্রাহ্মণের স্বরূপ উল্লেখ কর।

১৯. "জন্মের দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না"- এ উক্তির ব্যাখ্যা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বুদ্ধ বংস

সুমেধ বত্থু কথা

১। কপ্পে চ সতসহস্সে চ চতুরো চ অসঙ্খিসে,
অমরং নাম নগরং দস্সনেয্যং মনোরমং।

২। দসহি সদ্দেহি অবিবিত্তং অন্নপান-সমাযুতং,
হত্থিসদ্দং অস্সসদ্দং ভেরিসঙ্খ রথানি চ।

৩। খাদথ পিবথ চে'ব অন্নপানেন ঘোসিতং,
নগরং সব্বঙ্গ-সম্পন্নং সব্বকম্মুপাগতং।

৪। সত্তরতন-সম্পন্নং নানাজন- সমাকুলং,
সমিদ্ধং দেবনগরং'ব আবাসং পুঞ্ঞকম্মিনং'

৫। নগরে অমরাবতিযা সুমেধ নাম ব্রাহ্মণো,
অনেককোটি সন্নিচযো পহুত ধনধঞ্ঞবা।

৬। অজ্ঝাযকো মন্তধরো তিণ্ণং বেদানং পারগু,
লক্খণে ইতিহাসে চ সদ্ধম্মে পারমিং গতো।

৭। রহগতো নিসীদিত্বা এবং চিন্তেস'হং তদা-
"দুক্খো পুনব্‌ভবো নাম সরীরস্স চ ভেদনং।

৮। জাতিধম্মো জরাধম্মো ব্যাধিধম্মো চ অহং তদা,
অজরং অমরং খেমং পরিযেস্সিসামি নিব্বুতিং।

৯। যথাপি দুক্খে বিজ্জন্তে সুখং নাম'পি বিজ্জতি,
এবং ভবে বিজ্জমানে বিভবো'পি ইচ্ছিতব্বকো।

১০। যথাপি উণ্হে বিজ্জন্তে অপরং বিজ্জতি সীতলং
এবং তিবিধগ্গি বিজ্জন্তে নিব্বানং ইচ্ছিতব্বকং।

১১। যথাপি পাপে বিজ্জন্তে কল্যাণং অপি বিজ্জতি,
এবমেব জাতি বিজ্জন্তে অজাতিং 'পি ইচ্ছিতব্বকং।

১২। যথাপি জজ্জরং নাবং পলুগ্গং উদক- গাহিনিং,
সামি ছড্‌ডেত্বা গচ্ছন্তি অনপেক্খা অনত্থিকা।

১৩। এবমেবাহং ইমং কাযং নবচ্ছিদ্দং ধুবস্সবং,
ছড্‌ডযিত্বান গচ্ছিস্সং জিণ্ণনাবং'ব সামিকা।

১৪। এবাহং চিন্তযিত্বান নেককোটিসতানি ধনং
নাথানাথানং দত্বান হিমবন্তং উপাগমিং।

১৫। হিমবন্তসস্ অবিদূরে ধম্মকো নাম পব্বতো,
অস্সমো সুকতো মযহং পণ্ণসালা সমাপিতা।

১৬। তথ পধানং পদহিং নিসজ্জট্‌ঠান চঙ্কমে,
অব্‌ভন্তরম্‌হি সত্তাহে অভিঞ্ঞা বলং পাপুণিং'তি।

সারমর্ম

চার অসংখ্য লক্ষকল্প পূর্বে অমরাবতী নামক নগরে সুমেধ তাপস জন্মগ্রহণ করেন। অমরাবতী ছিল ধনে, যশে, কীর্তিতে, শিল্পে, বাণিজ্যে ও প্রাকৃতিক শোভায় ভরপুর। জ্ঞানী, গুণী, বেদজ্ঞ, ঐতিহাসিক ও সুপণ্ডিতের আবাসভূমি অমরাবতী। সুপণ্ডিত সুমেধ চিন্তায় বিভোর হলেন- "এ জগৎ জাতিধর্ম, জরাধর্ম, ব্যাধিধর্ম এবং মরণধর্মে সমাচ্ছন্ন। আমি অজর, অমর, ক্ষেমঙ্কর নির্বাণ লাভ করতে চাই। তাতে মৃত্যুর কোন চিহ্ন থাকবে না"। তিনি আরও ভাবলেন- "দুঃখপূর্ণ ভবের বিপরীত দুঃখশূণ্য পরম শান্তপদ থাকতে পারে। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু অতিক্রমকর অবস্থা নির্বাণে অবশ্য থাকবে"। সে লক্ষ্যে গৃহবাস ও ধনসম্পদ ত্যাগ করে তিনি হিমালয়ের ধর্মপর্বতের পর্ণশালায় আশ্রয় নেন। সেখানে চিত্তের একাগ্রতা বলে তিনি অভিজ্ঞান লাভ করেন।

শব্দার্থ

কপ্‌পে- কল্পে; সব্বকম্মূপাগতং- সর্বকর্মসম্পন্ন; ধনধঞ্ঞবা- ধন-ধান্য, পারগূ- পারদর্শী, পরিযেস্‌সামি- সন্ধান করব, উণ্‌হে - উষ্ণে, তিবিদগ্‌গি - ত্রিবিধ আগুন; নাবং- নৌকা, পলগ্‌গং- অনুসরণ করে; নবচ্ছিদ্দং- নবছিদ্র; ছড্ডযিত্বান- ত্যাগ করে; নাথানা থানং-ধনী দরিদ্রকে; নিসজ্জট্‌ঠানং- বসার স্থান; অভিঞ্ঞা বলং- অভিজ্ঞান বল।

গোতমস্‌স ভগবতো বংসো

১। অহং এতরহি বুদ্ধো গোতম সক্য বড্‌ঢনো,
পধানং পদহিত্বান ত্বা সম্বোধিং উত্তমং।

২। ব্রাহ্মণা যাচিতো সন্তো ধম্মচক্কং পবত্তযিং,
অট্‌ঠারসন্নং কোটিনং পঠমাভিসমযো অহু।

৩। ততো পরঞ্চ দেসেন্তো নরদেব-সমাগমে,
গণনায ন বত্তব্বো দুতিযাভিসমযো অহু।

৪। ইধেবাহং এতরহি ওবদিং মম অত্রজং,
গণনায ন বত্তবো ততিযাভিসমযো অহু।

৫। একোসি সন্নিপাতো মে সাবকানং মহেসিনং,
অড্‌ঢতেল্‌স- সতানং ভিক্‌খূনং আসি সমাগমো।

৬। বিরোচমানো বিমলো ভিক্‌খুসঙ্ঘস্‌স মজ্ঝতো,
দদামি পত্থিতং সব্বং মণি'ব সব্বকামদো

১০১৫

৭। ফলং আকঙ্ক্ষমানানং ভবচ্ছন্দ- জহেসিনং,
চতুসচ্চ পকাসেসিং অনুকম্পায পাণিনং।

৮। দসবিস-সহস্সানং ধম্মাভিসমযো অহু,
একদ্বিন্নং অভিসমযো গণনাতো অসঙ্খিযো।

৯। বিত্থারিকং বহুজঞ্ঞং ইদ্ধং ফীতং সুফুল্লিতং,
ইধ মযহং সক্যমুনিনো সাসনং সুবিসোধিতং।

১০। অনাসবা বীতরাগা সন্তচিত্তা সমাহিতা,
ভিক্খু অনেকসতা সব্বে পরিবারেন্তি মং সদা।

১১। ইদং যে এতরহি জহন্তি মানুসং ভবং,
অপ্পত্তমানসা সেখা তে ভিক্খু বিঞ্ঞূ গরহিতা।

১২। অরিঞ্জসং থোমযন্তা সদা ধম্মরতা জনা,
বুজ্ঝিস্সন্তি সতিমন্তো সংসার- সরিতা নরা।

১৩। নগরং কপিলবত্থু মে, রাজা সুদ্ধোদনো পিতা,
মযহং জনেত্তিকা মাতা মাযা দেবী'তি বুচ্চতি।

১৪। একূনতিংসবস্সানি অগারং অজ্ঝ'হং বসিং,
রম্মো সুরম্মো সুভতো তযো পাসাদমুত্তমা।

১৫। চত্তারিস-সহস্সানি নারিযো সমলংকতা,
ভদ্দকচ্চা নাম নারী, রাহুলো নাম অত্রজো।

১৬। নিমিত্তে চতুরো দিস্বা অস্সযানেন নিক্খমিং,
ছব্বস্সং পধান চারং অচরিং দুক্করং অহং।

১৭। বারাণসী-ইসিপতনে চক্কং পবত্তিতং মযা,
অহং গোতম- সম্বুদ্ধো সরনং সব্বপাণিনং।

১৮। কোলিত উপতিস্সো চ দ্বে ভিক্খু অগ্গসাবকা,
আনন্দ নাম উপট্ঠাকো সন্তিকাবচরো মম।

১৯। খেমা চ উপ্পলবণ্ণা চ ভিক্খুণী অগ্গসাবিকা,
চিত্তো হত্থালবকো অগ্গ উপট্ঠাক উপাসকা।

২০। নন্দমাতা চ উত্তরা অগ্গ-উপট্ঠিক উপাসিকা,
অহং অস্সত্থমূলমহি পত্তো সম্বুধিং উত্তমং।

২১। ব্যামপ্পভা সদা মযহং সোলসহত্থং উগ্গতো,
অপ্পং বস্সসতং আযু ইদানি এতরহি বিজ্জতি।

২২। তাবতা তিট্ঠমানো'হং তারেমি জনতং বহুং,
ঠপযিত্বান ধম্মোক্কং পচ্ছিমজন- বোধনং।

২৩। অহং'পি ন চিরস্‌সেব সদ্ধিং সাবকসঙ্ঘতো,
ইধেব পরিনিব্বিস্‌সং অগ্‌গি বাহার- সঙ্খযা।

২৪। তানি চ অতুলতেজানি ইমানি চা দসবলানি,
অযঞ্চ গুণবরদেহো দ্বত্তিংস- লক্‌খনাচিতো।

২৫। অসদিসা পভাসেত্বা সতরংসী'ব ছপ্পভা,
সব্বা সমন্তরহেস্‌সন্তি ননু রিত্তা সব্বসঙ্খারা'তি।

সারমর্ম

শাক্যসিংহ গৌতম ছিলেন আটাশ বুদ্ধের মধ্যে শেষ বুদ্ধ। তিনি শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের পুত্র। তাঁর মায়ের নাম মহামায়া এবং স্ত্রী ছিলেন যশোধরা। পুত্রের নাম রাহুল। তিনি চার নিমিত্ত দর্শন করে সংসার ত্যাগ করেন। ছয় বছর সাধনা করে গয়ার বোধিদ্রুমে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তাঁর নবলব্ধ ধর্ম তিনি সারনাথের ইসিপতনের মিগদাবে প্রবর্তন করেন। কোলিত এবং উপতিষ্য ছিলেন তাঁর দুজন অগ্রশ্রাবক। আনন্দ ছিলেন প্রধান সেবক। ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা অগ্রশ্রাবিকা। চিত্ত এবং হস্তালক তাঁর দু অগ্র উপস্থাপক উপাসক। নন্দমাতা এবং উত্তরা নামে দুজন অগ্র উপস্থাপক উপাসিকা ছিলেন। দশবল সম্পন্ন, বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ সম্পন্ন বুদ্ধ সদা ষড়রশ্মিতে দীপ্যমান ছিলেন।

শব্দার্থ

পদহিত্বান – উদ্যম করে; উট্‌ঠারসং - আঠার, অড়্‌ঢতেলস - সাড়ে বার; বিরোচমানো - শোভামান; আকঙ্ক্ষমানানং - অভিলাষীদের; অনুকম্পায - অনুকম্পা করে; বিথরিকং - যশস্বী, বিস্তারিত; চতুরো - চার; ব্যামপ্‌পভা - বুদ্ধের চতুর্দিকে চার হাত বিস্তৃত জ্যোতিমণ্ডল; অতুল তেজানি - অতুলনীয় তেজ; অসদিসা - অসদৃশ; ছপ্‌পভা - ষড়রশ্মি।

টীকা

বুদ্ধবংস: সুত্ত পিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের অন্যতম গ্রন্থ বুদ্ধ বংস। গ্রন্থটি কবিতাকারে লিখিত এতে ২৪ জন বুদ্ধের জীবন ও ইতিহাস আছে। চব্বিশজন বুদ্ধের মধ্যে দীপংকর বুদ্ধ থেকে শুরু করে ককুসন্দ বুদ্ধ পর্যন্ত এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ভগবান বুদ্ধ তাঁর অতীত বাইশ হাজার আত্মীয়স্বজনের রাগ মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করেন।

চতুসচ্চং: চার আর্যসত্যকে বলা হয় 'চতুসচ্চং'। চার আর্যসত্য বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তিভূমি। চার আর্য সত্যের মধ্যে রয়েছে- দুঃখ সত্য, দুঃখ সমুদয় সত্য, দুঃখ নিরোধ সত্য এবং দুঃখ নিরোধের উপায় সত্য। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে দুঃখ তা দুঃখসত্য। দুঃখ উৎপন্নের কারণ হচ্ছে অতীতের অবিদ্যা এবং বর্তমানের তৃষ্ণা; এটি দুঃখ সমুদয় সত্য। দুঃখনিরোধ হল নির্বাণ। এটি নিরোধ সত্য। দুঃখ নিরোধের উপায় হচ্ছে আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

২০২৫

চরিয়া পিটক

সিবিরাজ চরিয়া

১। অরিট্ঠ সবহযে নগরে সিবি নামাসি খত্তিযো,
নিসজ্জ পাসাদবরে এবং চিন্তেস'হং তদা।

২। যং কিঞ্চি মানস্‌সং দানং অদিন্নং মে ন বিজ্জতি,
যো পি যাচেয্য মং চক্‌খুং দদেয্যং অবিকম্পিতো।

৩। মম সঙ্কপ্‌পং অঞ্‌ঞায সক্কো দেবানং ইস্‌সরো,
নিসিন্নো দেবপরিসায ইদং বচনং অব্রবি।

৪। নিসজ্জ পাদাসবরে সিবি রাজা মহিদ্ধিকো,
চিন্তোন্তো বিবিধং দানং অদেয্যং সো ন পস্‌সতি।

৫। তথং নু বিতথং ন এতং হন্দ বিমংসযামি তং,
মুহুত্তং আগমেয্যাথ যাব জানামি তং মনং'তি।

৬। পবেধমানো ফলিতসিরো বলিতগত্তো জরাতুরো,
অন্ধবণ্ণো'ব হুত্বান রাজানং উপসঙ্কমি।

৭। সো তদা পগ্‌গহেত্বান বামং দক্‌খিণ বাহু চ,
সিরস্মিং অঞ্জলিং কত্বা ইদং বচনং অব্রবি।

৮। যাচামি তং মহারাজ ধম্মিকরট্ঠবড্ঢনং,
তব দানরতা কিত্তি উগগ্‌তা দেবমানুসে।

৯। উভো'পি নেত্তা নযনা অন্ধা উপহতা মম,
একং মে নযনং দেহি ত্বং'পি একেন যাপয'তি।

১০। তস্‌সাহং বচনং সুত্বা হট্ঠো সংবিগগ্‌মানসো,
কতঞ্জলি বেদজাতো ইদং বচনং অব্রবিং।

১১। ইদানাহং চিন্তযিত্বান পাসাদতো ইধাগতো,
ত্বং মম চিত্তং অঞ্‌ঞায নেত্তং যাচিতুং আগতো।

১২। অহো মে মানসং সিদ্ধং সঙ্কপ্‌পো পরিপূরিতো,
অদিন্নপুব্বং দারবরং অজ্জ দস্‌সামি যাচকে।

১৩। এহি সিবক উট্ঠেহি মা দন্তযি মা পবেধযি,
উভো'পি নয়নে দেহি উপ্‌পাতেত্বা'ব তিব্বকে।

১৪। ততো সো চোদিতো মযহং সিবকো বচনং করো,
উদ্ধরিত্বান পাদাসি তালমিঞ্জং'ব যাচকে।

১৫। দদমানস্‌স্ দেন্তস্‌স দিন্নাদানস্‌স মে সতো,
চিত্তস্‌স অঞ্‌ঞথা নত্থি বোধিয়া যেব কারণা।

১৬। ন মে দেস্‌সা উভো চক্‌খূ অত্তা মা মে ন দেস্‌সিযো;
সব্বঞ্‌ঞুতং পিযং মযহং তস্মা চক্‌খুং অদাসহং'তি।

টীকা

চরিযা পিটক: খুদ্দক নিকায়ের শেষ গ্রন্থ চরিযা পিটক। গ্রন্থটি সম্পূর্ণ গাথায় রচিত। গ্রন্থটিতে পঁয়ত্রিশটি জাতকের কাহিনি বর্ণিত আছে। বুদ্ধ হওয়ার জন্য বোধিসত্ত্ব জন্ম জন্মান্তরে যে পারমিতা অর্জন করেছিলেন সেগুলোর বর্ণনা আছে এ গ্রন্থে। বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত বাণীই এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু। এখানকার বর্ণিত কাহিনি জাতকে বর্ণিত কাহিনির অনুরূপ। কেবল চর্যা বর্ণনাই গ্রন্থটির মূল উদ্দেশ্য।

সারমর্ম

বোধিসত্ত্ব- পুরাকালে অরিষ্ট নগরে বোধিসত্ত্ব সিবি মহারাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্য লাভের পর তিনি বস্তু দানের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আধ্যাত্মিক দানের কথা ভাবছিলেন। এ চেতনা দেবরাজ অবগত হয়ে অন্ধ ব্রাহ্মণের বেশে চক্ষুদ্বয় যাচঞ্া করেন। শিবিরাজ মাংস চক্ষুর চেয়ে পরম সম্বোধি মহত্তর মনে করে দান দিতে মনঃস্থির করেন। রাজা ব্রাহ্মণকে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন। রাজবৈদ্য সিবককে ডেকে নির্দেশ দিলেন- আমার চক্ষুদ্বয় উৎপাটন কর। আমি অন্ধ ব্রাহ্মণকে তা দান করব। সিবক চক্ষু দুটি উৎপাটন করে রাজার হাতে দিলেন। রাজা অন্ধকে তা দান করলেন। এতে তাঁর চিত্তের স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। তিনি মাংস চক্ষু হারালেন বটে কিন্তু পরে দিব্যচক্ষু লাভ করেন।

শব্দার্থ

যাচেয্য - যাচ্ঞা করে; অবিকম্পিতো - অকম্পিতভাবে; সঙ্কপ্পং - সংকল্প; সক্কো - দেবরাজ ইন্দ্র; দেবপরিসায - দেবপরিষদে; পাসাদবর - শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ; ফলিতসির - পাকাচুল; পগ্গহেত্বান - শক্তি প্রয়োগ; ধম্মিক রট্ঠবড্ঢন - ধার্মিক রাজ্যবর্ধন; অঞ্ঞায - জেনে; উট্ঠেহি - উঠাও, তালমঞ্জং - তালের শাঁস; সব্বঞ্ঞুতং - সর্বজ্ঞতা।

কপিরাজ চরিযা

১। যদা অহং কপি, আসিং নদীকূলে দরীসযে,
পলীতো সুংসুমারেন গমনং ন লভাম'হং।

২। যম্হোকাসে অহং ঠত্বা ওরপারং পতামহং,
তত্থ অচ্ছি সাত্থ বধকো কুম্ভিলো রুদ্দদস্সনো।

৩। সো মং অসংসি "এহী" তি অহং "এমী" তি তং বদি,
তস্স মত্থকং অক্কম্ম পরকূলে পতিট্ঠহিং।

৪। ন তসস্ অলীকং ভণিতং যথা বাচং অকাস'হং,
সচ্চেন মে সমো নত্থি এসা মে সচ্চপারমী'তি।

সারমর্ম

অতীতে বোধিসত্ত্ব বানরকুলে জন্মগ্রহণ করে এক নদীর তীরে বাস করতেন। নদীর মাঝখানে ছিল এক দ্বীপ। তীর এবং দ্বীপের মাঝখানে ছিল এক পাষাণখণ্ড। বোধিসত্ত্ব তীর থেকে সে পাষাণে চড়ে পাষাণ থেকে দ্বীপে লাফিয়ে গিয়ে আহার করতেন। নদীতে থাকত সস্ত্রীক কুমির। কুমিরের স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হলে ঐ বানরের হৃদপিণ্ড খেতে স্বামীকে বায়না ধরে। একদিন সন্ধ্যায় কুমির ঐ পাষাণে গিয়ে শুয়ে রইল। বানর দ্বীপ থেকে ফেরার পথে তা দেখে কুমিরকে বললেন যে, সে যেন তার মুখ ব্যাদান করে থাকে। কুমির তাই করল।

এতে কুমিরের দুচোখ বন্ধ হয়ে গেল। বানর এক লাফে কুমিরের মাথায় এসে তড়িৎ বেগে আরেক লাফে নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছলেন। কুমির বোকা বনে গেল। বোধিসত্ত্ব যা বলেছেন তাই করলেন। বোধিসত্ত্বের সত্য ব্যর্থ হতে পারে না।

শব্দার্থ

কপি- বানর; ওরপারং- অপরতীরে; অক্কম্ম- পদক্ষেপ রেখে; অলীকং- মিথ্যা; সচ্চ পারমী-সত্য পারমী।

কুরুধম্ম চরিয়া

১। পুনাপরং যদা হোমি ইন্দপত্থে পুরুত্তমে,
রাজা ধনঞ্জযো নাম কুসলে দসহ- উপাগতো।

২। কলিঙ্গরট্‌ঠবিসযা ব্রাহ্মণা উপগঞ্ছুং মং,
আযাচুং মং হত্থিনাগং ধঞ্‌ঞং মঙ্গলস্মতং

৩। অবুট্‌ঠিকো জনপদো দুবভিক্‌খো ছাতকো মহা,
দদাহি পবরং নাগং নীলং অঞ্জন-সবহযং।

৪। ন মে যাচকং অনুপত্তে পটিক্‌খেপো অনুচ্চবো,
মা মে ভিজ্জি সমাদানং দস্‌সামি বিপুলং গজং।

৫। নাগং গহেত্বা সেণ্ডাযং ভিঙ্গারে রতনামযে,
জলং হত্থে আকিরিত্বা ব্রাহ্মণানং অদং গজং।

৬। তস্মিং নাগে দিন্নম্‌হি অমচ্চা এতং অব্রুবং,
কিন্তু তুযহং বরং নাগং যাচকানং পদস্‌সসি।

৭। ধঞ্‌ঞং মঙ্গলসম্পন্নং সঙ্গাম বিজযুত্তমং,
তস্মিং নাগে পদিন্নমিহ্ কিং তে রজ্জং করিস্‌সতী'তি

৮। রজ্জং'পি মে দদে সব্বং সরীরং দজ্জং অত্তনো,
সব্বঞ্‌ঞুতং পিযং মযহং তস্মা নাগং অদাসি'হং'তি।

সারমর্ম

বোধিসত্ত্ব যখন ইন্দ্রপ্রস্থে ধনঞ্জয় নামক রাজা ছিলেন তখন কলিঙ্গ রাজ্যে অনাবৃষ্টির দরুন খাদ্যের অভাব হয়। খাদ্যাভাবের ফলে মহাদুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষ থেকে মহামারীর সৃষ্টি হয়। তাই সে দেশের কয়েকজন ব্রাহ্মণ এসে তার নিকট মঙ্গল হস্তী যাচ্ঞা করেন। রাজা ছিলেন মহান দাতা। কেউ রাজার কাছ থেকে রিক্ত হাতে ফিরে যায়নি। তাই তিনি সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে অঞ্জন নামক মঙ্গল হাতিটি কলিঙ্গবাসীকে দান করে দেন। এতে অমাত্যরা আপত্তি করলে তিনি বললেন, সম্বোধির জন্য তিনি সম্পূর্ণ রাজ্য, এমন কি নিজেকেও দান করতে প্রস্তুত। কারণ সমস্ত বৈভব থেকে সর্বজ্ঞতা তাঁর নিকট প্রিয়তম। কলিঙ্গবাসীকে

শব্দার্থ

উপাগতো-প্রতিষ্ঠিত; আযাচুং-প্রার্থনা করল; অবুট্‌ঠিকো-অনাবৃষ্টি; দুব্‌ভিক্‌খো-দুর্ভিক্ষ; ছাতক-প্রাদুর্ভাব; যাচকং- যাচঞাকারী; সেণ্ডায-শুঁড়ে; আকিরিত্বা-ঢেলে; অমচ্চা-অমাত্যগণ; মঙ্গলসম্পন্নং-মঙ্গলজনক; সংগাম বিজযুত্তমং-সংগ্রাম বিজয়ে উত্তম; সব্বঞ্‌ঞুতা-সর্বজ্ঞতা।

টীকা

কুরুধম্ম: কুরুধর্ম হল প্রাণিহত্যা না করা; অদত্ত গ্রহণ না করা; মিথ্যা কামাচার পরিহার করা; মিথ্যা কথা না বলা এবং মদ্যাদি নেশাদ্রব্য সেবন না করা। নিখুতভাবে পঞ্চশীল পালন করাই কুরুধর্ম। গৃহী জীবনে নিত্য পালনীয় পঞ্চশীল। কুরুধর্মকে করণীয় ধর্মও বলা যায়।

ভূরিদত্ত চরিযা

১। পুনাপরং যদা হোমি ভূরিদত্তো মহিদ্ধিকো,
বিরূপক্খেন মহারঞ্ঞো দেবলোকং অগঞ্জ'হং।

২। তত্থ পস্সিত্বা'হং দেবে একন্তং সুখসমপ্পিতে,
তং সগ্গং গমনং অনত্থায সীলব্বতং সমাদযিং।

৩। সরীরকিচ্চং কত্বান ভুত্বা যাপন মত্তকং,
চতুরো অঙ্গে অধিট্ঠায সেমি ধম্মিক মুদ্ধনি।

৪। ছবিযা চম্মেন মংসেন নহারু অট্ঠিকেহি বা,
যস্স্ এতেন করণীযং দিন্নং যেব হরাতু সো।

৫। সংসিতো অকতঞ্ঞুনা আলম্পাযনো মম'গ্গহি,
পেলায পক্খিপিত্বান কীলেতি মং তহিং তহিং।

৬। পেলায পক্খিপন্তে'পি সম্মদ্দন্তে'পি পাণিনা,
আলম্পাযনে ন কুপ্পামি সীলখন্ডভযা মম।

৭। সকজীবিত পরিচ্চাগো তিণতো লহুকো মম,
সীল বীতিক্কমো সযহং পঠবী উপ্পতনং বিয।

৮। নিরন্তরং জাতিসতং চজেয্যং মম জীবিতং,
নেব সীলং পভিন্দেয্য চতুদ্দীপনো হেতু'পি।

৯। অপি চা'হং সীলরক্খায সীলপারমী পুরিয়া,
ন করোমি চিত্তে অঞ্ঞযত্তং পক্খিপন্তং'পি পেলকে'তি।

সারমর্ম

বোধিসত্ত্ব এক সময় ভূরিদত্ত নামে নাগরাজ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তখন দেবলোকে জন্ম নেওয়ার জন্য শীলব্রত গ্রহণ করেন। উপোসথ দিবসে তিনি ব্রত গ্রহণ করেন। তখন আলম্পায়ন নামক এক অকৃতজ্ঞ সাপুড়িয়া বোধিসত্ত্বকে ধরে নিয়ে যায়। অতঃপর নাচ দেখিয়ে অর্থ উপার্জন করতে লাগল। অতিকষ্ট দিয়ে তাঁকে পেটিকাবদ্ধ করত। কিন্তু শীল ভঙ্গের ভয়ে তিনি ক্রোধ উৎপন্ন করতেন না। কেননা, বোধিসত্ত্বের জীবনের চেয়ে শীল ভঙ্গের ভয় ছিল বেশি। শীল পারমী পূরণের জন্য তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ।

শব্দার্থ

পুনাপরং-পুনরায় (অপর কোন এক সময়); মহিদ্ধিকো - মহাঋদ্ধি সম্পন্ন; সমাদযি- সম্পন্ন করে; অধিট্ঠায়- অধিষ্ঠান করে; মহারুট্ঠিকেহি - অস্থিমজ্জা দ্বারা; অকতঞ্ঞু - অকৃতজ্ঞ; কুপ্পামি - কুপিত হওয়া; সীলবীতিক্কমো- অব্যতিক্রম শীল; চজেয্যং- ত্যাগ করে; সীল পারমী- শীল পারমী ।

অনুশীলনী

ক. ঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। সুমেধ তাপস কত প্রকার ধর্মের কথা বলেছেন?

ক. ৩ প্রকার খ. ৪ প্রাকর

গ. ৫ প্রকার ঘ. ৬ প্রকার

২। সুমেধ তাপস কোন পর্বতে থাকতেন?

ক. হিমালয় খ. সুমেরু

গ. বঙ্ক গিরি ঘ. ধবলগিরি

৩। বুদ্ধ কোন উপাসিকার নাম করেছেন?

ক. উত্তরা খ. নন্দমাতা

গ. বিশাখা ঘ. উৎপলবর্ণা

৪। গোতম ভগবতো বংসো- এটা কার উক্তি?

ক. কবির খ. রচয়িতার

গ. বুদ্ধের ঘ. আনন্দের

৫। মহাপুরুষ লক্ষণ কতটি?

ক. ২৮টি খ. ৩২টি

গ. ৪২টি ঘ. ৪৮টি

৬। যাচক ব্রাহ্মণ দেখতে কেমন ছিল?

ক. চক্ষুষ্মান খ. বিশ্রী

গ. অন্ধ ঘ. দিব্যচক্ষুসম্পন্ন

৭। শিবিরাজের বৈদ্যের নাম কী?

ক. সিলক খ. সিকল

গ. সিবক ঘ. সিকব

২০১৫

৮। **প্রকৃতপক্ষে যাচক ব্রাহ্মণ কে ছিলেন?**

ক. অন্ধজন খ. গণক ব্রাহ্মণ

গ. দেবরাজ ইন্দ্র ঘ. পুরোহিত

৯। **কপি শব্দের অর্থ কী?**

ক. হরিণ খ. মহিষ

গ. গরু ঘ. বানর

১০। **নদীর তীর ও দ্বীপের মাঝখানে কী ছিল?**

ক. গাছ খ. পাষাণ

গ. কুমির ঘ. জল

১১। **বোধিসত্ত্ব কপিরাজ হয়ে কী পারমী পূর্ণ করেন?**

ক. দান খ. শীল

গ. সত্য ঘ. মৈত্রী

১২। **ভূরি শব্দের অর্থ কী?**

ক. পৃথিবী খ. জলধি

গ. গগন ঘ. অধীশ্বর

১৩। **বোধিসত্ত্ব কিসের আশায় শীলব্রত গ্রহণ করেন?**

ক. মুক্তির আশায় খ. দেবলোকের আশায়

গ. স্বর্গের আশায় ঘ. নির্বাণের আশায়

১৪। **ভূরিদত্তকে কিসে আবদ্ধ করা হয়েছিল?**

ক. রজ্জুবদ্ধ খ. থলিবদ্ধ

গ. পেটিকাবদ্ধ ঘ. সিন্দুকবদ্ধ

১৫। **ধনঞ্জয় রাজার মঙ্গল হস্তীর নাম কী?**

ক. অঞ্জন খ. রঞ্জন

গ. নির্জন ঘ. সজ্জন

১৬। **কলিঙ্গ রাজ্যে দুর্ভিক্ষের কারণ কী?**

ক. রাজার কারণে খ. খাদ্যের অভাবে

গ. অনাবৃষ্টির ফলে ঘ. চাষাবাদের অভাবে

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. কত রকম সুখ শব্দে অমরাবতী নগরী ঝঙ্কৃত হত?
২. কোথায় গিয়ে সুমেধ তাপস পর্ণকুটীর তৈরি করলেন?
৩. দশবল কাকে বলে?
৪. অরিষ্টপুরে কে জন্মগ্রহণ করেন?
৫. দেব পরিষদে দেবরাজ বোধিসত্ত্ব সম্পর্কে কী উক্তি করেছিলেন?
৬. প্রাসাদে বসে শিবিরাজের কী চিন্তার উদয় হল?
৭. রাজা বেস্সান্তর কলিঙ্গবাসীকে মঙ্গল হস্তী দানের সিদ্ধান্ত নিলেন কেন?
৮. কপিরাজ হয়ে বোধিসত্ত্ব কোন পারমী পূর্ণ করেন?
৯. কপিরাজ কোথায় বাস করতেন?
১০. কপিরাজ দ্বীপাঞ্চলে যেতেন কেন?
১১. চতুরঙ্গ উপোসথ কী কী?
১২. অলিম্পায়ন কে?
১৩. ভূরিদত্ত কে ছিলেন?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. সুমেধ তাপস কে ছিলেন? তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা কর।
২. অমরাবতী নগরের একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা দাও।
৩. সুমেধ তাপসের ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণের কাহিনি সংক্ষেপে বিবৃত কর।
৪. সংক্ষেপে গৌতম বুদ্ধের বংশ পরিচয় দাও।
৫. শিবিরাজ কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে লেখ।
৬. শিবিরাজ চরিযা সংক্ষেপে লেখ।
৭. কপিরাজ চরিযা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৮. কপিরাজ কে ছিলেন? তিনি কীভাবে পারমী পূর্ণ করেন?
৯. কুরুধম্ম চরিযা এর মর্মার্থ লেখ।
১০. কুরুধম্ম চরিযার নায়ক কে? তিনি কেন মঙ্গল হস্তী দান করেন?
১১. কলিঙ্গ রাজ্যের দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দাও।
১২. ভূরিদত্ত কে ছিলেন? তার পরিচয় দাও।
১৩. ভূরিদত্ত শীলব্রত কীভাবে রক্ষা করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
১৪. ভূরিদত্ত চরিযা সংক্ষেপে লেখ।

সপ্তম অধ্যায়

বিসুদ্ধিমগ্‌গ

সীলানিসংস

১। সাসনে কুলপুত্তানং পতিট্‌ঠা নত্থি যং বিনা,
আনিসংস পরিচ্ছেদং তস্‌স সীলস্‌স কো বদে?

২। ন গঙ্গা যমুনা চাপি সরভু বা সরসস্‌তি,
নিন্নগা বাচিরবতী মহী চাপি মহানদী।

৩। সক্কুণ'ন্তি বিসোধেতুং তং মলং ইধ পাণীনং,
বিসোধযতি সত্তানং যং বে সীলজলং মলং।

৪। ন তং সজলদা বাতা ন চাপি হরিচন্দনং,
নেব হারা ন মনযো ন চন্দনকিরণঙ্কুরা।

৫। সমযন্তী'ধ সত্তানং পরিলাহং সুরক্‌খিতং,
যং সমেতি ইদং অরিযং সীলং অচ্চন্তসীতলং।

৬। সীলগন্ধ সমো গন্ধো কুতো নাম ভবিস্‌সতি,
যো সমং অনুবাতে চ পটিবাতে চ বাযতি।

৭। সগ্‌গারোহণ সোপানং অঞ্ঞং সীলসমং কুতো?
দ্বারং ব পন নিব্বান নগরস্‌ পবেসনে।

৮। সোভন্তেব ন্‌ রাজানো মুত্তামণি বিভূসিতা,
যথা সোভন্তি যতিনো সীলভূসণ ভূসিতা।

৯। অত্তানুবাদাদি ভযং বিদ্ধং সযতি সব্বসো,
জনেহি কিত্তিহাসঞ্চ সীলং সীলবতং সদা।

১০। গুণনাং মূলভূতস্‌স দোসনং বলঘাতিনো,
ইতি সীলস্‌স বিঞ্ঞেয্যং আনিসংস-কথামুখং।

সারমর্ম

'শীলানিসংস' হচ্ছে শীল পালনের সুফল। শীল পালনের সুফল ইহজীবনেই লাভ হয়ে থাকে। শীল পালন করলে কোনো রকম অনুশোচনা কিংবা অনুতাপ থাকে না। শীল প্রতিপালনে পাঁচ প্রকার সুফল লাভ হয়। যথা-

১. শীল পালন করলে ইহ জীবনে প্রচুর ভোগ সম্পত্তি লাভ হয়।
২. শীলবানের কল্যাণ ও যশকীর্তি দূর দূরান্তে কীর্তিত হয়।
৩. শীল পালনকারী যে কোনো পরিষদে নির্ভয়ে গমন করতে পারেন।
৪. শীল পালন করলে অকালে মৃত্যু হয় না।
৫. শীল পালন করলে মৃত্যুর পর স্বর্গে উৎপন্ন হওয়া যায়।

বুদ্ধপুত্রগণের শাসনে সুপ্রতিষ্ঠা হয় শীল পালনে। নিম্নগামী স্রোতস্বিনী-গঙ্গা, যমুনা, সরভূ, সরস্বতী প্রভৃতি নদীর জল দিয়ে মানুষের চরিত্র শোধন করা যায় না। শীলরূপ বারিতেই চরিত্র বিশুদ্ধ হয়। মণিমুক্তা পরে রাজা যে শোভা বর্ধন করতে পারে না তার চেয়ে বেশি শোভিত হয় শীলবান ব্যক্তি।

শব্দার্থ

পরিচ্ছেদং - পোশাক; নিন্নগা - নিম্নগামী; বিসোধেতুং - বিশোধন করতে; সগ্গারোহণ - স্বর্গারোহণ সোভন্তি - শোভা পায়; সীলভূসনা - শীলভূষণ দ্বারা; অত্তানুবাদাদি ভযং - আত্ম - অপবাদ ভয়; দোসনং - দোষ, আনিসংস - সুফল।

টীকা

আনিসংস: আনিসংস শব্দের অর্থ হল সুফল। এখানে শীল পালনের সুফলকে নির্দেশ করা হয়েছে। যে কোনো সৎ কাজের সুফল কর্তা ভোগ করে। শীল পালন হল সুকর্ম। এ সুকর্মের দ্বারা কায় বিশুদ্ধি, বাক্য বিশুদ্ধি এবং চিত্ত বিশুদ্ধি হয়। এ ত্রিদ্বারে যাঁরা বিশুদ্ধ থাকেন তাঁদের চরিত্র হয় সুন্দর, নির্মল। নির্মল চরিত্রবান লোক সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। শীল পালনে যথার্থ সুফল অর্জিত হয়।

মহাবংস

ধম্মাসোকস্স অভিসেকো

১। মোরিযানং খত্তিযানং বংসে জাতং সিরীধরং,
চন্দগুত্তো'তি পঞ্ঞাতং চাণক্কো ব্রাহ্মণ ততো।

২। নবমং ধননন্দং তং ঘাতেত্বা চণ্ডকোধবা,
সকলে জম্বুদ্বীপস্মিং রজ্জে সমভিসিঞ্চি সো।

৩। সো চতুবীস-বস্সানি রাজা রজ্জং অকারযি,
তস্সপুত্তো বিন্দুসারো অট্ঠবিসতি কারযি।

৪। বিন্দুসারসুতা আসুং সতং একা চ বিস্সুত,
অসোকো আসি তাসং তু পুঞ্ঞতেজ বলিদ্ধিকো।

৫। বেমাতিকো ভাতরো সে হন্ত্বা একূনংকং সতং,
সকলে জম্বুদ্বীপস্মিং একরজ্জং অপাপুণি।

৬। জিননিব্বানতো পচ্ছা পুরে তস্সাভিসেকতো,
সাট্ঠারসং বসস্সতদ্বযং এবং বিজানিযং।

৭। পত্বা চতুহি বস্সহি একরজ্জং মহাযসো,
পুরো পাটলিপুত্তস্মিং অত্তানং অভিসেচযি।

৮। রাজাভিসিত্তো সো অসোকো কুমারং তিস্‌সবহ্‌যং,
কনিট্‌ঠং সোদরিযং উপরজ্জে' ভিসেচযি।

সারমর্ম

মৌর্য-ক্ষত্রিয় বংশের রাজা চন্দ্রগুপ্ত। তাঁর চব্বিশ বছর রাজত্বের পর পুত্র বিন্দুসার আটাশ বছর রাজত্ব করেন। বিন্দুসারের পুত্র ছিল একশ একজন। অশোক ছিলেন তাঁদের মধ্যে শক্তিশালী এবং পুণ্যবান। অশোক নিরানব্বই জন বৈমাত্রেয় ভাইকে নিহত করে জম্বুদ্বীপে নব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। রাজ্যের রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র। অশোক বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ২১৮ বছর পর সিংহাসনে বসেন। কনিষ্ঠ ভাই তিষ্য ছিলেন উপরাজ।

শব্দার্থ

পঞ্‌ঞত্তং - প্রজ্ঞাপ্তি; রজ্জে - রাজ্যে, রজ্জং - রাজত্ব; অট্‌ঠবিসতি - আটাশ, বিস্‌সতো - বিশ্রুত; পুঞ্‌ঞতেজ - পুণ্যতেজ, বেমাতিকো - বৈমাত্রেয়; জিন নিব্বানতো - বুদ্ধের নির্বাণের; অট্‌ঠারসং - আঠার; পাটলিপুত্তস্মিং পাটলীপুত্র; কনিট্‌ঠং - কনিষ্ঠ; অভিসেচযি - অভিসিক্ত হন।

টীকা

অভিসেক: অভিসেক এর বাংলা প্রতিশব্দ অভিষেক। সম্রাট অশোক রাজ্য অভিষেক করেন কলিঙ্গ জয়ের চার বছর পর। সমগ্র জম্বুদ্বীপে তিনি একটি মাত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কলিঙ্গরাজসহ অপরাপর সকল রাজাকে পরাজিত করতে তাঁর চার বছর সময় লেগেছিল।

পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থাপন করে নিজের কনিষ্ঠ ভাইকে উপরাজ মনোনীত করে অভিষেক করেন। অভিষেক হল জয়ের মূর্ত প্রকাশ।

অনুশীলনী

ক. ঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। আনিসংস কী?

ক. সুকীর্তি খ. সুফল

গ. সুযশ ঘ. প্রশংসা

২। শীলরূপ জল কী ধৌত করতে পারে?

ক. মন খ. চিত্ত

গ. চরিত্র ঘ. হৃদয়

৩। **শীলগন্ধ উত্তম কেন?**

ক. সকলের প্রশংসা করে বলে
খ. চরিত্র নির্মল করে বলে
গ. বায়ুর অনুকূলে যায় বলে
ঘ. বায়ুর অনুকূল ও প্রতিকূলে যায় বলে

৪। **স্বর্গারোহণের সোপান কী?**

ক. দান
খ. শীল
গ. ভাবনা
ঘ. আরাধনা

৫। **নিজের অপবাদ কীভাবে দূর করা যায়?**

ক. শীল পালনের দ্বারা
খ. অপরকে সাহায্যের দ্বারা
গ. নীরবতা পালনের দ্বারা
ঘ. পুণ্যকর্ম দ্বারা

৬। **চাণক্য কে ছিলেন?**

ক. সেনাপতি
খ. ব্রাহ্মণ
গ. মন্ত্রী
ঘ. পণ্ডিত

৭। **চন্দ্রগুপ্ত কতকাল রাজত্ব করেন?**

ক. চব্বিশ বছর
খ. ছাব্বিশ বছর
গ. আটাশ বছর
ঘ. আঠার বছর

৮। **অশোকের কতজন ভাই ছিল?**

ক. ১০০ জন
খ. ১০১ জন
গ. ১০২ জন
ঘ. ১০৩ জন

৯। **অশোকের কনিষ্ঠ ভাইয়ের নাম কী?**

ক. পুষ্য
খ. তিষ্য
গ. মহেন্দ্র
ঘ. মহিন্দ্র

১০। **রাজ্য জয়ের কত বছর পর অশোক রাজ্যাভিষেক করেন?**

ক. ছয় বছর
খ. চার বছর
গ. তিন বছর
ঘ. পাঁচ বছর

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. সীলানিসংস-এ উল্লিখিত নদীগুলোর নাম লেখ।

২. কিসের গন্ধ বায়ুর অনুকূলে ও প্রতিকূলে যায়?

৩. কীসে শোভিত হলে রাজাকে বেশি শোভা পায়?

৪. সুকীর্তি কীভাবে বৃদ্ধি হয়?

৫. অশোকের পিতামহের নাম কী?

৬. বিন্দুসারের কতজন পুত্র ছিল?

৭. রাজা বিন্দুসার কত বছর রাজত্ব করেন?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. শীল বলতে কী বুঝ? শীল পালনের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২. 'সীলানিসংস'- এর মূল বক্তব্য লেখ।

৩. সাসনে কুলপুত্তানং পতিট্ঠা নত্থি যং বিনা'- পালি অংশটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৪. 'ধম্মাসোকস্স অভিসেক' সংক্ষেপে লেখ।

৫. অশোক কেন দীর্ঘ চার বছর পর রাজ্য অভিষেক করেন?

৬. জম্বুদ্বীপকে অশোক কীভাবে একটি রাজ্যে পরিণত করতে চেয়েছিলেন?

২০১৮

অষ্টম অধ্যায়

ব্যাকরণ

সন্ধি

দুই বর্ণের পরস্পর মিলনকে সন্ধি বলে। যথা- তথা + এব = তথেব। সন্ধি তিন প্রকার- স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও নিগ্গহীত সন্ধি।

স্বরসন্ধি

স্বরবর্ণের সাথে স্বরবর্ণের মিলনকে স্বরসন্ধি বলে। যথা- নোহি + এতং = নোহেতং, ন + উপেতি = নোপেতি।

১। **সরাসরে লোপং :** স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকলে সমস্ত পূর্বস্বরের লোপ হয়। যথা- পঞ্চ + ইন্দ্রিযানি = পঞ্চিন্দ্রিযানি, বুদ্ধ + উপ্পাদ = বুদ্ধোপ্পাদ, এক + উন = একূন, পক্ক + ওদনো = পক্কোদনো।

২। **বা পরো অসরূপা :** স্বরবর্ণের পরস্থিত অসমান স্বরের কখনও কখনও লোপ হয়। যথা- চত্তারো + ইমে = চত্তারোমে, পন + ইমে = পনমে, কো + অসি = কোসি, সো + অহং = সোহং, যস্স + ইদানি = যস্সদানি।

৩। **ক্বচা সবণ্ণং লুত্তে :** পূর্ববর্তী স্বর লুপ্ত হলে পরের স্বর কখনও কখনও অসমান স্বরবর্ণে পরিণত হয়। অর্থাৎ ই, ঈ এবং উ, ঊ যথাক্রমে এ এবং ও হয়। যথা-

চন্দ + উদযো = চন্দোদযো, মহা + ইসি = মহেসি, উপ + ইক্খতি = উপেক্খতি।

৪। **দীঘং :** পূর্ববর্তী স্বর লুপ্ত হলে পরবর্তী স্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হয়। যথা-

সদ্ধা + ইধ = সদ্ধীধ, তত্র + অযং = তত্রাযং, তথা + উপমং = তথূপমং, সচে + অহং, = সচাহং, ইতর + ইতর = ইতরীতর।

৫। **পুব্বো চ:** পরবর্তী স্বর লুপ্ত হলে পূর্ববর্তী স্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হয়। যথা-

সাধু + ইতি = সাধূতি, ন + অহং = নাহং, লোকস্স + ইতি = লোকস্সাতি, দেব + অধিদেব = দেবাধিদেব, কিংসু + ইধ = কিংসূধ।

৬। যমেদন্তেস্সাদেসো : স্বরবর্ণ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত এ স্থানে কখনও কখনও য কার হয়। যথা-

তে + অহং = ত্যহং, তে + অজ = ত্যজ্জ,

মে + অহং = ম্যহং, তে + অস্থু = ত্যস্থু।

৭। বমোদুদন্তানং : স্বরবর্ণ পরে থাকলে অন্তস্থিত ও কার এবং উ কার এবং উ কার কখনও কখনও ব আদেশ হয়। যথা-

অনু + এতি = অন্বেতি, সু + আগতং = স্বাগতং,

কো + অথো = ক্বথো, সো + অস্স = স্বস্স।

৮। সব্বোচন্তি : স্বরবর্ণ পরে থাকলে পূর্ববর্তী তি স্থানে চ হয। চ দ্বিত্ব হয়ে আবার চ্চ হয়। যথা-

ইতি + এতং = ইচ্ছেতং, ইতি = আদি = ইচ্চাদি,

জাতি + অন্ধ = জচ্চান্ধ, ইতি + আসণ্ন = অচ্চাসন্ন,

পতি + আগমি = পচ্চাগমি, পতি = আযো = পচ্চযো।

৯। দো ধস্স চ : স্বরবর্ণ পরে থাকলে কখনও কখনও ধ স্থানে দ হয়। যথা-

ইধ + অহং = ইদাহং, ইধ + ভিক্খবে = ইদভিক্খবে।

১০। ই বণ্ণো যং ন বা : ই ঈ ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ পরে থাকলে ই ঈ বর্ণের স্থলে বিকল্পে কখনও কখনও য হয়। যথা-

ইতি + এতং = ইত্তেতং, বি + আপদ = ব্যাপদ,

বি + অঞ্জনং = ব্যঞ্জনং, ইতি + আদি = ইত্যাদি = ইচ্ছাদি,

বি + অকখ্যাত = ব্যাক্খাত।

১১। এবাদিস্সরি পুব্বো চ রস্সো : স্বরবর্ণের পরে এব থাকলে তৎস্থলে রি আদেশ হয় এবং পূর্বস্বর হ্রস্ব হয় যথা-

সা + এব = সরিব, তথা + এব = তথরিব,

যথা + এব = যতরিব, সরযু + এব = সরযূরিব,

সয়ম্ভু + এব = সয়ম্ভুরিব।

১২। অব্ভো অভি : স্বরবর্ণ পরে থাকলে অভি উপসর্গের স্থলে অবভ আদেশ হয়। যথা-

অভি + অন্তরে = অব্ভন্তরে, অভি + উগ্গতো = অবভুগ্গতো,

অভি + ওকাসো = অব্ভোকাসো, অভি + উগ্গচ্ছতি = অবভুগ্গচ্ছতি।

১৩। অজ্ঝো অধি : স্বরবর্ণ পরে থাকলে অধি উপসর্গের স্থানে অজ্ঝ আদেশ হয়। যথা-

অধি + অভাসি = অজ্ঝভাসি, অধি + অগমা = অজ্ঝগমা,

অধি + ওকাসো = অজ্ঝকাসো, অধি + উপগতো = অপগতো।

১০৫

১৪। গো সরে পুথস্সাগমো ক্বচি : স্বরবর্ণ পরে থাকলে পথ শব্দের অন্তে কখনও কখনও গ আগম হয়। যথা-

পুথ + এব = পুথগেব।

১৫। পাস্স চন্তো রস্সো : স্বরবর্ণ পরে থাকলে পা এই নিপাত শব্দের পরে গ আগম হয় এবং পা এই শব্দের অন্তর হ্রস্ব হয়। যথা-

পা + এব = পাগেব।

১৬। য-ব-ম-দ-ন-ত-র-লা চাগমা : স্বরবর্ণ পরে থাকেলে য, ব, ম, দ, ন, ত, ব, ল এই কয়টি বর্ণ বিকল্পে আগম হয়। যথা-

য আগমে : ন + ইমস্স = নযিমস্স, ছ + ইমে = ছযিমে,
ন + ইদ্ধ = নযিদ্ধ, তি + অঙগিকং = তিবঙ্গিকং।

ব আগমে : প + উচ্চতি = পবুচ্চতি, ভু + আধি = ভুবাদি।

ম আগমে : ইদ্ধ + আহ = ইদ্ধমাহ, আদিচ্ছ + এব = আদিচ্চমেব,
কসা + ইব = কসামিব।

ল আগমে : ছ + অভিঞ্ঞা = ছলভিঞ্ঞা,
ছ + আযতনং = ছলাযতনং।

র আগমে : পরি + ওসানং = পরিযোসানং,
পাত + আসো = পাতরাসো, দু + আগতং = দুরাগতং।

দ আগমে : যাব + এব = যাবদেব, কিঞ্চি + এব = কিঞ্চিদেব।

ত আগমে : তস্ম + ইহ = তস্মাতিহ, অজ্জ + আগ্গে = অজ্জতগ্গে।

১৭। ও সরে চ : স্বরবর্ণ পরে থাকলে গো শব্দের ওকারের স্থানে আব এবং অব আদেশ হয় যথা- গো + এসু = গবেসু, গো + অজিনং = গবাজিনং।

ব্যঞ্জন সন্ধি

স্বরবর্ণের সাথে ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। যথা- সম্ম + ধম্মং = সম্মাধম্মং।

১। সরা ব্যঞ্জনে দীঘং : ব্যঞ্জবর্ণ পরে থাকলে পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়। যথা-

মুনি + চরে = মুনীচরে, খন্তি + পরমং = খন্তীপরমং, দু + রক্খং = দুরক্খং।

২। রস্সং : ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে পূর্বস্বর কখনও কখনও হ্রস্ব হয়। যথা-

ভোবাদি + নাম = ভোবাদিনাম, ভাবি + গুণেন = ভাবিগুণেন,

পুগ্গলা + ধম্মা = পুগ্গলধম্মা, যথা + ভবি = যথভবি।

৩। লোপঞ্চ তত্রাকারো : ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে পূর্বস্বর লোপ পায় এবং সে লুপ্ত স্বরের জায়গায় অ আগম হয়। যথা-

সো + ভিক্খু = সভিক্খু, সো + সীবলা = সসীলবা,

এসো + ধম্ম = ত্রসধম্ম, সো + বে = সবে,

সো + মুনি = সমুনি।

৪। পরদ্বেভাবো ঠানে : স্বরবর্ণের পর ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে কখনও কখনও দ্বিত্ব হয়। যথা-

ইদ + পমাদো = ইদপ্পমাদো, বিজ্জু + লতা = বিজ্জুলতা,

অ + পমাদো = অপ্পমাদো, দু + কট = দুক্কট,

দু + নিমিত্ত = দুন্নিমিত্ত, দু + সীলো = দুস্সীলো।

৫। বগ্গে ঘোসাঘোসানং ততিয পঠমা : স্বরবর্ণের পর বর্গীয় অঘোষ ও ঘোষবর্ণগুলো যথাক্রমে সে সে বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্গের সঙ্গে দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয়। যথা।

অনু + ছেদ = অনুচ্ছেদ, মহা + ফলং = মহাপ্ফলং,

তণ্হা + খযো = তণ্হাক্খযো, অধি + ঠিং = অধিট্ঠিং,

বোধি + ছাযা = বোধিচ্ছাযা।

৬। ও অবস্স : ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে অবস্থানে ক্বচিৎ ও কার হয়। যথা-

অব + নদ্ধো = ওনদ্ধো, অব + কাসো = ওকাসো।

৭। তব্বি পরিভূপ্পদে ব্যঞ্জনে চ : ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে অব শব্দের স্থানে কখনও কখনও উ কার হয়। যথা-

অব + গত = উগ্গতে, অব + গচ্ছতি = উগ্গচ্ছতি।

৮। পুথস্স ব্যঞ্জনে : ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে পুথ শব্দের অন্ত্য অকার উ কার হয়। যথা-

পুথ + জনো = পুথুজ্জানো, পুথ + ভূতং = পুথুভূতং।

৯। ক্বচি পটি পতিস্স : ব্যঞ্জবর্ণ পরে থাকলে পতি শব্দের স্থানে কখনও কখনও পটি আদেশ হয়। যথা-

পতি + হঞ্ঞতি = পটিহঞ্ঞতি।

১০। ক্বচি ও ব্যঞ্জনে : ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে পূর্বস্বর ক্বচিৎ ও কার হয়। যথা-

মন + মযং = মনোমযং, অহ + রত্তং = অহোরত্তং,

পর + গতং = পরোগতং, তপ + ধনো = তপোধনো।

১১। যবতং ত-ল-ন-দকারানং ব্যঞ্জনানি চ-ল-ঞ-জ কারত্তং : ই বর্ণের স্থানে য কার আদেশ হলে শব্দের অন্ত্য ত্য, ল্য, ন্য ও দ্য স্থানে কচিৎ চ, ল, ঞ, জ আদেশ হয় এবং এরা দ্বিত্ব হয়। যথা-

জাতি + অন্ধো = জচ্চন্ধো, যদি + এবং = যজ্জেবং,

অতি + অন্ত = অচ্চন্ত, অপি + একদা = অপ্পেকদা।

নিগ্‌গহীত সন্ধি

নিগ্‌গহীত অর্থাৎ অনুস্বারের সাথে স্বরবর্ণ কিংবা ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে নিগ্‌গহীত সন্ধি বলে। যথা-

এবং + আহ = এবমাহ, ধম্মং + চরে = ধম্মচরে।

১। বগ্‌গন্তং বা বগ্‌গে : নিগ্‌গহীতের পরে যে বর্গের বর্ণ থাকে নিগ্‌গহীত স্থানে সে বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা-

তণ্‌হং + করো = তণ্‌হঙ্কারো, দীপং + করো = দীপঙ্করো।

২। এহেঞ্ঞং : হ পরে থাকলে নিগ্‌গহীতের স্থানে বিকল্পে ঞ্ঞ কিংবা ঞ হয়। যথা-

তং + এব = তঞ্ঞেব, পচ্চেতং + এব = পচ্চতঞ্ঞেব,

তং + হিতস্স = তঞ্হিতস্স, অহং + এব = অহঞ্ঞেব।

৩। সযে চ : য পরে থাকলে নিগ্‌গহীত ও য উভয়ের স্থানে বিকল্পে ঞ্ঞ হয়। যথা-

সং + যোগ = সঞ্ঞোগ, সং + যুত্তং = সঞ্ঞুত্তং,

বিসং + যোগ = বিসকঞ্ঞোগ, সামং + যেব = সামঞ্ঞেব।

৪। মদাসরে : স্বরবর্ণ পরে থাকলে নিগ্‌গহীতের স্থানে কখনও কখনও ম এবং দ আদেশ য়। যথা-

তং +অহং = তমহং, গাথং + আহ = গাথমাহ,

তং + অহ = তদাহ, ইদং + আহ = ইদমাহ,

এতদ্ + অবোচ = এতদ্‌বোচ।

৫। নিগ্‌গহীতঞ্চ : স্বরবর্ণ কিংবা বঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে কখনও নিগ্‌হীত বা অনুস্বার আগম হয়। যথা-

পুব্ব + গমা = পুব্বংগমা, অব + সীরো = অবংসীরো।

৬। পরো বা সরো : কোন কোন স্থানে নিগ্‌গহীতের পরবর্তী স্বরবর্ণের লোপ হয়। যথা-

ইদং + অপি = ইদংপি, চক্কং +ইব = চক্কংব,

বিজং + ইব = বিজংব, উত্তং + ইব = উত্তংব,

৭। ব্যঞ্জনে চ বসঞ্‌ঞগো : নিগ্‌গহীতের পরবর্তী স্বর লুপ্ত হলে ঐ স্বরের পরস্থিত সংযুক্ত বর্ণের প্রথমটি লুপ্ত হয়। যথা-

এবং + অস্‌স = এবংস, পুপফং + অস্‌সা = পুপ্‌ফংসা।

৮। ক্বচি লোপং : স্বরবর্ণ পরে থাকলে পূর্ব অনুস্বার ক্বচিৎ লোপ হয়। যথা-

কথং + অহং = কথাহং, তাসং + অহং = তাসাহং।

৯। ব্যঞ্জনে চ : ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে পূর্ব অনুস্বার কখনও লোপ হয়। যথা-

বুদ্ধানং + সাসনং = বুদ্ধানসাসনং,

অরিযসচ্চানং + দস্‌সনং = অরিযসচ্চানদসনং।

বোমিস্‌সক সন্ধি (অবিমিশ্রিত সন্ধি)

১। অসদিস সংযোগ এক সরূপতা : দুটি অসদৃশ্য ব্যঞ্জনবর্ণ পরস্পর সংযুক্ত থাকলে তারা সমানরূপ পায়। যথা-

পরি + এসনা = পরিয়েসনা।

২। বণ্ণানং বহুত্তং বিপরীততা চ : কোন কোন শব্দের বর্ণ বৃদ্ধি হয় এবং কোন কোন বর্ণদ্বয় বিপরীতভাবে ধারণা করে। যথা-

সা + ইত্থি = সোত্থি, কুসা + এব = বুসামিব, সা + রতি = সুমরতি।

৩। রদানং লো : ব এবং দ স্থানে কখনও কখনও ল হয়। যথা-

পরি + বোধো = পলিবোধো, পরি + দাহো = পরিদাহো।

৪। সরে ব্যঞ্জনে বা পরে বিন্দুনো ক্বচি মো : স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে নিগ্‌গহীতের স্থানে কখনও কখনও ম হয়। যথা।

গাথং + আহ = গাথামাহ, মং + অভাসি = মমভাসি।

৫। বিন্দুতো পরসরং অঞ্‌ঞসরতাপি : নিগ্‌গহীতর পরবর্তী স্বরবর্ণ কখনও অন্যস্বরে রূপ নেয়। যথা-

তং + ইমিনা = তদমিনা, কিং + অহং = কেহং।

৬। বাক্য সুখচ্চারণত্থং ছন্দহানিখঞ্চ বণ্ণলোপোপি : বাক্য উচ্চারণের সুবিধার্থে কখনও কখনও বর্ণ লোপ পায়। যথা-

অলাপুনি + সিদন্তি = লাপুনিমিদন্তি,

পটিসঙ্খায + যোনিসো = পটিসঙখাযোনিসো।

অনুশীলনী

ক. ঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। নোহেতং এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

ক. নোহে + এতং খ. নো + এতং

গ. নোহি + এতং ঘ. নহি + এতং

২। ইতি + অপি এর সন্ধি কোনটি?

ক. ইতিপি খ. ইতিপ

গ. ইতপি ঘ. ইতাপি

৩। স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকলে পূর্বস্বর লোপ হয়- এর উদাহরণ কোনটি?

ক. পন + ইমে খ. ন + উপেতি

গ. পঞ্চ + ইন্দ্রিয়ং ঘ. অত্র + অযং

খ. সন্ধি যুক্ত কর :

সাধু + ইতি, ছ + অভিঞ্‌ঞা, পক্ক + ওদনো, সো + অহং, চত্তারো + ইমে, ন + উপেতি, তথা + উপমং, তে + অহং, বি + আপদ, অধি + আগমন, ইতি + আদি, পুথ + এব, জাতি + সরে, তণ্‌হং + করো, গাথং + আহ, সং + যোগ, মস + ওসধ, পরি + এসনা, ন + ইমসস, প + এব।

সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

ইচ্চাদি, পক্কোদনো, চত্তারোমে, সদিচ্ছা, অত্রাযং, অন্বেতি, ইদাহং, ইচ্চেতং, পগেব, ছলাযতনং, এসধম্ম, দীপঙ্করো, মহাপ্‌ফলং, পুব্বংগমা, পরিলাহো, ওনদ্ধো, স্বাগতং, তথারিব, বুদ্ধানুসাসনং, দুব্‌ভিক্‌খং, এতদ্‌বোচ, জচ্চন্ধো, তদাহং, নাহং।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. সন্ধি কাকে বলে? সন্ধি কয় প্রকার ও কী কী? প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ দাও।

২. নিম্নের সূত্রগুলো উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

সরাসরে লোপং, দীঘং, মদাসরে, পরো বা সরো, লোপঞ্চ তত্রাকারো, রসসং, পুব্বচ, দা ধস্‌সা চ, রদানং লো, বগ্‌গন্তং বা বগ্‌গে।

নবম অধ্যায়

সদ্দরূপো-শব্দরূপ

১। লিঙ্গ বা প্রতিপাদিকের পরে সাত প্রকার বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা- পঠমা, দুতিয়া, ততিয়া, চতুত্থী, পঞ্চমী, ছট্‌ঠী ও সত্তমী। প্রত্যেক বিভক্তি আবার একবচন ও বহুবচন ভেদে দু প্রকার। একটি সংখ্যা দ্বারা একবচন এবং একাধিক সংখ্যা দ্বারা বহুবচন হয়।

(ক্লীবলিঙ্গ)

বিভক্তির আকৃতি

	একবচন	বহুবচন
পঠমা (কর্তা)	সি	যো
দুতিয়া (কর্ম)	অং	যো
ততিয়া (করণ)	না	হি, ভি
চতুত্থী (সম্প্রদান)	স	নং
পঞ্চমী (অপাদান)	স্মা	হি, ভি
ছট্‌ঠী (সম্বন্ধ)	স	নং
সত্তমী (অধিকরণ)	স্মিং	সু
আলাপনং	সি	যো

২। বিভক্তি যুক্ত হলে লিঙ্গ বা প্রতিপাদিকের কোন কোন অংশের রূপান্তর হয়। কোন শব্দে কোন বিভক্তি যোগ করলে কি রকম পদ হয় তা ক্রমে প্রদর্শিত হচ্ছে।

অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের বিভক্তি

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	ও	আ
দুতিয়া	অং	এ
ততিয়া	এন	এহি, এভি
চতুত্থী	অস্‌স, আয	নং
পঞ্চমী	আস, স্মা, মহা	এহি, অভি
ছট্‌ঠী	অস্‌স	নং
সত্তমী	এ, স্মিং মৃহি	এসু
আলাপনং	অ	আ

অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

১। নর (মানুস)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	নরো	নরা
দুতিযা	নরং	নরে
ততিযা	নরেন	নরেহি, নরেভি।
চতুত্থী	নরস্স, নরায	নরানং
পঞ্চমী	নরস্মা, নরম্হা	নরেহি, নরেভি
ছট্ঠী	নরস্স, নরায	নরানং
সত্তমী	নরস্মিং, নরম্হি	নরেসু
আলাপনং	নরো	নরা

বানর, চোর, বদ্ধ, পুত্ত, দারক, ময়ুর, অজ, নাগ, সীহ, মগ্গ, ধম্ম, যক্খ, মানব, সকুণ, লোক, বকুল, চন্দ, সুরিয, অসস্ ইত্যাদি শব্দের রূপ নর শব্দের মত।

পুংলিঙ্গ অনভাগান্ত শব্দোভুত শব্দ

রাজা (রাজন)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	রাজা	রাজা, রাজানো
দুতিযা	রাজানং	রাজানো
ততিযা	রঞ্ঞা, রাজেন, রাজিনা	রাজেহি, রাজেভি, রাজূহি
চতুত্থী	রঞ্ঞো, রাজিনো, রাজস্স	রাজানং
পঞ্চমী	রঞ্ঞা, রাজস্মা, রাজম্হা	রাজেহি, রাজেভি, রাজূহি
ছট্ঠী	রঞ্ঞো, রাজস্স, রাজিনো	রঞ্ঞং, রাজানং
সত্তমী	রাজস্মিং, রাজম্হি	রাজেসু
আলাপনং	রাজা	রাজা

ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

মুনি

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	মুনি	মুনী, মুনযো
দুতিযা	মুনিং	মুনী, মুনযো
ততিযা	মুনিনা	মুনীহি, মুনীভি
চতুত্থী	মুনিনো, মুনিস্স	মুনীনং

পঞ্চমী	মুনিনা, মুনিস্মা, মুনিম্হা	মুনীহি, মুনীভি
ছট্‌ঠী	মুনিনো, মুনিস্‌স	মুনীনং
সত্তমী	মুনি, মুনিস্মিং, মুনিম্হি	মুনীসু
আলাপনং	মুনি	মুনী, মুনযো

কবিপ, কবি, নিদি, অগ্‌গি, মনি, রবি, সমাধি, পতি, তিমি, কবি ইত্যাদি শব্দের রূপ মুনি শব্দের মত।

ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

মন্তী-মন্ত্রী

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	মন্তী	মন্তী, মন্তিনো
দুতিযা	মন্তিং, মন্তিনং	মন্তী, মন্তিনো
ততিযা	মন্তিনো	মন্তীহি, মন্তীভি
চতুত্থী	মন্তিস্‌স, মন্তিনো	মন্তীনং
পঞ্চমী	মন্তিনা, মন্তিস্মা, মন্তিম্হা	মন্তীহি, মন্তীভি
ছট্‌ঠী	মন্তিস্‌স, মন্তিনো	মন্তীনং
সত্তমী	মন্তিস্মিং, মন্তিম্হি	মন্তীসু
আলাপনং	মন্তি	মন্তী, মন্তিনো

দন্তী, দণ্ডী, বলী, সুখী, বাদী প্রভৃতি শব্দের রূপ মন্তী শব্দের রূপের মত।

উ কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

ভিক্‌খু (ভিক্ষু)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	ভিক্‌খু	ভিক্‌খূ, ভিক্‌খবো
দুতিযা	ভিক্‌খু	ভিক্‌খূ, ভিক্‌খবো
ততিয	ভিক্‌খুনা	ভিক্‌খুহি, ভিকখূভি
চতুত্থী	ভিক্‌খুস্‌স, ভিক্‌খুনো	ভিক্‌খূনং
পঞ্চমী	ভিক্‌খুস্মা, ভিক্‌খুম্হা	ভিকখূহি, ভিক্‌খূভি
ছট্‌ঠী	ভিক্‌খুস্‌স, ভিক্‌খুনো	ভিক্‌খূনং
সত্তমী	ভিক্‌খুস্মিং, ভিক্‌খুম্হি	ভিক্‌কখূ
আলাপনং	ভিক্‌খু	ভিকখূ, ভিক্‌খবে

সেতু, বাহু, বন্ধু, সাধু, এত, ভানু, বাহু, হেতু, কেতু, পসু প্রভৃতি শব্দের রূপ ভিক্‌খু শব্দের মত।

উকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ
সযম্ভু

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	সযম্ভু	সযম্ভূ, সযম্ভূবো
দুতিযা	সযম্ভু	সযম্ভূ, সযম্ভূবো
ততিযা	সযম্ভুনা	সযম্ভূহি, সযম্ভূভি
চতুত্থী	সযম্ভু, সযম্ভুনো	সযম্ভুনং
পঞ্চমী	সযম্ভুস্মা, সযম্ভুম্হা	সযম্ভূহি, সযম্ভূভি
ছট্ঠী	সযম্ভুস্স, সযম্ভুনো	সযম্ভুনং
সত্তমী	সযম্ভুস্মিং, সযম্ভুম্হি	সযম্ভূসু
আলাপনং	সযম্ভু	সযম্ভূ সযম্ভূবো

ও কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ
গো (গরু)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	গো	গাবো, গবো
দুতিযা	গবং, গাবং, গবুং, গাবুং	গবো, গাবো
ততিযা	গবেন, গাবেন	গাবেহি, গাবেভি, গবেহি
চতুত্থী	গবস্স, গাবস্স	গবং, গোনং, গুন্নং
পঞ্চমী	গবা, গাবা, গবস্মা	গোহি, গোভি, গবেহি, গবেভি
ছট্ঠী	গবস্স, গাবস্স	গবং, গোনং, গুন্নং
সত্তমী	গবে, গবস্মিং, গাবস্মিং	গবেসু, গাবেসু, গোসু
আলাপনং	গো	গবো, গাবো

পুংলিঙ্গ অন্ত, মন্ত, ভাগান্ত শব্দোভুত শব্দ
ভগবা (ভগবন্ত-ভগবান)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	ভগবা	ভগবন্তো, ভগবন্তা
দুতিযা	ভগবন্ত, ভগবং	ভগবন্তো, ভগবন্তে
ততিযা	ভগবতা, ভগবন্তেন	ভগবন্তেহি, ভগবন্তেভি
চতুত্থী	ভগবতো, ভগবন্তস্স	ভগবতং, ভগবন্তনং
পঞ্চমী	ভগবতা, ভগবন্তস্মা, ভগবন্তম্হা	ভগবন্তেহি, ভগবন্তেভি
ছট্ঠী	ভগবতো, ভগবন্তস্স	ভগবতং, ভগবন্তানং

সত্তমী	ভগবতি, ভগবন্তে	ভগবন্তেসু
আলাপনং	ভগবা	ভগবন্তেসু, ভগবন্তা

গুণবা, সীলবা, অরহা, মঘবা, ধনবা প্রভৃতি শব্দের রূপ ভগবা শব্দের অনুরূপ।

ঋ-কারান্ত শব্দোদ্ভূত পুংলিঙ্গ শব্দ

পিতু (পিতা)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	পিতা	পিতা, পিতরো
দুতিযা	পিতরং, পিতু	পিতরে, পিতরো
ততিযা	পিতরা, পিতুনা	পিতূহি, পিতূভি পিতরেহি, পিতরেভি
চতুত্থী	পিতু, পিতুনো, পিতুস্স	পিতূনং, পিতূন্নং, পিতরানং
পঞ্চমী	পিতরা, পিতুনা	পিতূহি, পিতূভি পিতরেহি, পিতরেভি
ছট্‌ঠী	পিতু, পিতুনো, পিতুস্স	পিতূনং, পিতূন্নং, পিতরানং
সত্তমী	পিতরি	পিতূসু, পিতরেসু
আলাপনং	পিত, পিতা	পিতা, পিতরো

সত্থু, নত্থু, কত্তু, ভত্তু, জামাতু, ভাতু প্রভৃতি শব্দের রূপ পিতু শব্দের অনুরূপ।

ব্যঞ্জনান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

অত্তা (নিজ)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	অত্তা	অত্তানো
দুতিযা	অত্তানং, অত্তং	অত্তানো
ততিযা	অত্তনা, অত্তেন	অত্তেহি, অত্তেভি
চতুত্থী	অত্তনো	অত্তানং
পঞ্চমী	অত্তনা	অত্তেহি, অত্তেভি
ছট্‌ঠী	অত্তনো	অত্তানং
সত্তমী	অত্তনি	অত্তনেসু
আলাপনং	অত্তা	অত্তানো

অদ্ধা, যুবা, সদ্ধা প্রভৃতি শব্দের রূপ সত্তা শব্দের মত।

আ-কারান্ত ইত্থিলিঙ্গ শব্দের বিভক্তির রূপ

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	আ	আয, আযো
দুতিযা	অং	আ, আযো
ততিযা	আয	হি, ভি
চতুত্থী	আয	নং
পঞ্চমী	আয	হি, ভি
ছট্ঠী	আয	নং
সত্তমী	আয, আযং	সু
আলাপনং	এ	আ, আযো

আ-কারান্ত ইত্থিলিঙ্গ শব্দের রূপ
দারিকা (বালিকা)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	দারিকা	দারিকা, দারিকাযো
দুতিযা	দারিকং	দারিকা, দারিকাযো
ততিযা	দারিকায	দারিকাহি, দারিকাভি
চতুত্থী	দারিকায	দারিকানং
পঞ্চমী	দারিকায	দারিকাহি, দারিকাভি
ছট্ঠী	দারিকায	দারিকানং
সত্তমী	দারিকায, দারিকাযং	দারিকাসু
আলাপনং	দারিকে	দারিকা, দারিকাযো

কঞ্ঞা, ভরিযা, লতা, দেবতা, তণ্হা, পূজা, লজ্জা, ইচ্ছা, চন্দিমা, নিন্দা, বাত্তা, চিন্তা, পাদুকা প্রভৃতি শব্দের রূপ দারিকা শব্দের অনুরূপ।

ই-কারান্ত ইত্থিলিঙ্গ শব্দ
রত্তি (রাত্রি)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	রত্তি	রত্তি, রত্তিযো
দুতিযা	রত্তিং	রত্তী, রত্তিযো
ততিযা	রত্তিযা, রত্যা	রত্তীহি, রত্তীভি
চতুত্থী	রত্তিযা, রত্যা	রত্তীনং
পঞ্চমী	রত্তিযা, রত্যা	রত্তীহি রত্তীভি
ছট্ঠী	রত্তিযা, রত্যা	রত্তীনং
সত্তমী	রত্তিযা, রত্তিযং, রত্ত্যা, রত্ত্যং	রত্তীসু
আলাপনং	রত্তি	রত্তি, রত্তিযো

মতি, জাতি, ভূমি, ছবি, সতি, ধিতি, কীত্তি, বুট্ঠি, ভেরি প্রভৃতি শব্দের রূপ রত্তি শব্দের মত।

ঈ-কারান্ত ইত্থিলিঙ্গ শব্দ

নদী

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	নদী	নদী, নদিযো
দুতিযা	নদিং	নদী, নদিযো
ততিযা	নদিযা	নদীহি, নদীভি
চতুত্থী	নদিযা	নদীনং
পঞ্চমী	নদিযা	নদীহি, নদীভি
ছট্ঠী	নদিযা	নদীনং
সত্তমী	নদিযা, নদিযং	নদীনসুং
আলাপনং	নদী	নদী, নদীযো

দাসী, ভাগিনা, নারী, দেবী, সখী, পঠবী, ভিক্খুনী প্রভৃতি শব্দের রূপ নদী শব্দের অনুরূপ।

উ-কারান্ত ইত্থিলিঙ্গ শব্দ

ধেনু (গাভী)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	ধেনু	ধেনূ, ধেনূযো
দুতিযা	ধেনুং	ধেনূ, ধেনূযো
ততিযা	ধেনুযা	ধেনূহি, ধেনূভি
চতুত্থী	ধেনুযা	ধেনূনং
পঞ্চমী	ধেনুযা	ধেনূহি, ধেনূভি
ছট্ঠী	ধেনুযা	ধেনূনং
সত্তমী	ধেনুযা, ধেনুয়ং	ধেনূসু
আলাপনং	ধেনু	ধেনূ, ধেনুযো

ধাতু রজ্জু, যাগহু, সস্সু উসু (তীর) প্রভৃতি শব্দের রূপ ধেনু শব্দের মত।

ঊ-কারান্ত ইত্থিলিঙ্গ শব্দ

বধূ (পুত্রবধূ)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	বধু	বধু, বধূযো
দুতিযা	বধুং	বধু, বধুযো
ততিযা	বধুযা	বধূহি, বধূভি
চতুত্থী	বধুযা	বধূনং

পঞ্চমী	বধুযা	বধূহি, বধূভি
ছট্ঠী	বধুযা	বধূনং
সত্তমী	বধুযা, বধুযং	বধূযং
আলাপনং	বধূ	বধূ, বধূযো

ঋ-কারান্ত শব্দভূত ইত্থিলিঙ্গ শব্দ

মাতৃ = মাতু = মাতা

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	মাতা	মাতা, মাতরো
দুতিযা	মাতরং	মাতরো, মতরে
ততিযা	মাতরং, মাতুং	মাতরেহি, মাতরেভি
চতুত্থী	মাতু, মাতুযা	মাতরানং, মাতানং
পঞ্চমী	মাতরা, মাতুযা	মাতরেহি, মাতরেভি
ছট্ঠী	মাতু, মাতুযা	মাতরানং, মাতানং
সত্তমী	মাতরি, মাতুযা, মাতুযং	মাতুযা, মাতরেসু
আলাপনং	মাত, মাতা	মাতা, মাতরো

অ-কারান্ত নপুংসক লিঙ্গ শব্দ

রূপ

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	রূপং	রূপানি, রূপা
দুতিযা	রূপং	রূপানি, রূপে
ততিযা	রূপেন	রূপেহি, রূপেভি
চতুত্থী	রূপস্স, রূপায়	রূপানং
পঞ্চমী	রূপা, রূপস্মা, রূপমহা	রূপেহি, রূপেভি
ছট্ঠী	রূপযো	রূপসস, রূপানং
সত্তমী	রূপে	রূপানং
আলাপনং	রূপ	রূপানি

খেত্ত, গেহ, পুপ্ফ, বন, ফল, ধন, দান, বল, ইন্দ্রিয, সোত প্রভৃতি শব্দের রূপ শব্দের মত।

ই-কারান্ত নপুংসক লিঙ্গ শব্দ

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	বারি	বারী, বারীনি
দুতিযা	বারি	বারী, বারীনি
ততিযা	বারিনা	বারীহি, বারীভি

চতুত্থী	বারিস্স, বারিনো	বারীনং
পঞ্চমী	বারিস্মা, বারিমহা	বারীহি, বারীভি
ছট্ঠী	বারিস্স, বারিনো	বারীনং
সত্তমী	বারিস্মিং, বারিম্হি	বারীসু
আলাপনং	বারি	বারী, বারীন

দধি, সথি (উরু), অট্ঠি (অস্থি) অক্খি (চক্ষু) সপ্পি (ঘৃত) প্রভৃতি শব্দের রূপ বারি শব্দের মত।

উ-কারান্ত নপংসুক লিঙ্গ শব্দ

মধু

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	মধু	মধূ, মধূনি
দুতিযা	মধুং	মধূ, মধূনি
ততিযা	মধুনা	মধূহি, মধূভি
চতুত্থী	মধুনো, মধুস্স	মধূনং
পঞ্চমী	মধুনা, সধথুস্মা মধুম্হা	মধূহি, মধুভি
ছট্ঠী	মধুনো, মধুস্স	মধূনং
সত্তমী	মধুস্মিং, মধুম্হি	মধূসু
আলাপনং	মধু	মধু, মধুনি

অম্বু, ধনু, বত্থু (বস্তু) বধু (গন্ধ) আয়ু, অস্সু (অশ্রু) দারু (কাঠ) প্রভৃতি শব্দের রূপ মধু শব্দের মত।

অস-ভাগান্ত নপুংসক লিঙ্গ শব্দ

মন

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	মনো, মনং	মনা, মনানি
দুতিযা	মনো, মনং	মনানি
ততিযা	মনেন, মনসা	মনেহি, মনেভি
চতুত্থী	মনস্স, মনসো	মানানং
পঞ্চমী	মনস্মা, মনম্হা, মনসা	মনেহি, মনেভি
ছট্ঠী	মনস্স, মনসে	মনানং
সত্তমী	মনে, মনস্মিং, মনম্হি	মনেসু
সম্বধন্ধপদ	মন	মনা, মনানি

চেত, তপ, রজ, সীর, নভ, যস প্রভৃতি শব্দের রূপ মন শব্দের মত।

উস ভাগান্ত নপুংসক লিঙ্গ শব্দ
আয়ু (জীবন)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	আয়ু, আয়ুং	আয়ু, আয়ূনি
দুতিযা	আয়ুং	আয়ূ, আয়ূনি
ততিযা	আয়ুনা, আয়ুনা	আয়ূহি, আয়ূভি
চতুত্থী	আয়ুস্‌স, আয়ুনো	আয়ূনং
পঞ্চমী	আয়ুনা, আয়ুস্মা, আয়ুম্হা	আয়ূহি, আয়ূভি
ছট্‌ঠী	আয়ুস্‌স, আয়নো	আয়ূনং
সত্তমী	আয়ুস্মিং, আয়ুম্হি	আয়ুসু
সম্বন্ধপদ	আয়ু	আয়ূ, আয়ূনি

নপুংসক লিঙ্গ-দধি

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	দধি	দধী, দধীনি
দুতিযা	দিধং	দধী, দধীনি
ততিযা	দধিনা	দধীহি, দধীভি
চতুত্থী	দধিস্‌স, দধিনো	দধীনং
পঞ্চমী	দধিস্মা, দধিম্হা	দধীহি, দধীভি
ছট্‌ঠী	দধিস্‌স, দধিনো	দধীনং
সত্তমী	দধিস্মিং	দধীসু
সম্বন্ধপদ	দধি	দধী, দধীনি

ফল শব্দ

পঠমা	ফলং	ফলানি, ফলা
দুতিযা	ফলং	ফলানি, ফলে
ততিযা	ফলেন	ফলেহি, ফলেভি
চতুত্থী	ফলস্‌স, ফলায	ফলানং
পঞ্চমী	ফলস্মা, ফলা	ফলেহি, ফলেভি
ছট্‌ঠী	ফলসস	ফলানং
সত্তমী	ফলস্মিং, ফলম্হি	ফলেসু
আলাপনং	ফল	ফলানি

পুপফ-শব্দ

পঠমা	পুপফং	পুপ্‌ফানি
দুতিযা	পুপফং	পুপ্‌ফানি

ততিযা	পুপ্ফং	পুপ্ফেহি, পুপ্ফেভি
চতুত্থী	পুপ্ফস্স	পুপ্ফানং
পঞ্চমী	পুপফস্মা	পুপ্ফেহি, পুপ্ফেভি
ছট্ঠী	পুপফস্স	পুপ্ফকানং
সত্তমী	পুপ্ফস্মিং	পুপ্ফেসু
আলাপনং	পুপ্ফ	পুপ্ফকানি।

নপুংসক লিঙ্গ-অম্বু

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	অম্বু	অম্বূ, অম্বূনি
দুতিযা	অম্বুং	অম্বূ, অম্বূনি
ততিযা	অম্বুনা	অম্বূহি, অম্বূভি
চতুত্থী	অম্বুস্স	অম্বূনং
পঞ্চমী	অম্বুস্মা, অম্বুম্হা	অম্বূহি, অম্বূভি
ছট্ঠী	অম্বুস্স	অম্বূনং
সত্তমী	অম্বুস্মিং	অম্বূসু
আলাপনং	অম্বু	অম্বূ, অম্বূনি

সর্বনাম শব্দের রূপ

অম্হ-অহং (আমি)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	অহং	মযং, অম্হে
দুতিযা	মং	অম্হে, নো
ততিযা	মযা, মে	অম্হেহি, অম্হেভি
চতুত্থী	মম, মমং, মযহং, মে	অম্হাকং, নো
পঞ্চমী	মযা, মে	অম্হেহি, অম্হেভি
ছট্ঠী	মম, মমং, মযহং, ম	অম্হাকং, নো
সত্তমী	মযি	অম্হেসু

তুম্হ (তুমি)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	তূং, তবং	তুম্হে, তুম্হাকং
দুতিযা	তূং, তবং, তবুং	তুম্হে, ভো
ততিযা	তুযা, তে, তযা	তুম্হেহি, তুম্হেভি
চতুত্থী	তব, তুযহং, তুহং, তে	তুম্হাকং, তুম্হং
পঞ্চমী	তযা, তুযা, তে	তুম্হেহি, তুম্হেভি

ছট্‌ঠী	তব, তুযহং, তুমহং, তে	তুম্‌হাকং, তুমহং
সত্তমী	তযি, ত্বযি	তুম্‌হেসু

সো-সে (পুংলিঙ্গ)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	সো	তে
দুতিযা	তং, নং	তে
ততিযা	তেন, নেন	তেহি, তেভি
চতুত্থী	তস্‌স, নস্‌স, তাস্‌স	তেসং, তেসানং
পঞ্চমী	তস্মা, নস্মা, নম্‌হা, তম্‌হা	তেহি, তেভি
ছট্‌ঠী	তস্‌স, নসস, তাস্‌স	তেসং, তেসানং
সত্তমী	তস্মিং, তম্‌হি	তেসু

সা-সে (ইত্থিলিঙ্গ)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	সা	তা, তাযো
দুতিযা	তং	তা, তাযো
ততিযা	তায, তস্‌সা	তাহি, তাভি
চতুত্থী	তায, এস্‌সা	তাসং
পঞ্চমী	তায, তস্‌সা	তাহি, তাভি
ছট্‌ঠী	তায, তস্‌সা	তাসং
সত্তমী	তায, তাযং, তস্‌সং	তাসু

ইম (পুংলিঙ্গ) ইযা

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	অযং	ইমে
দুতিযা	ইমং	ইমে
ততিযা	ইমিনা, অনেন	ইমেহি, এহি
চতুত্থী	ইমস্‌স, অস্‌স	ইমেনং, এসং, এসানং
পঞ্চমী	ইমস্মা, ইমহা, অস্মা	ইমেহি, এহি
ছট্‌ঠী	ইমস্‌স, ইস্‌স	ইস্মেং, এসং, এসানং
সত্তমী	ইমস্মং, ইম্‌মহি, অস্মিং,	ইমেসু, এসু

ইম (ইত্থিলিঙ্গ)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	অযং, ইয়ং	ইমা, ইমাযো
দুতিযা	ইমং	ইমাং, ইমাযো

ততিযা	ইমায	ইমাহি
চতুত্থী	ইমায, ইমিস্সা, এমসা ইমিস্সা, অস্সায়	ইমামং, আসং, ইমামানং
পঞ্চমী	ইমায	ইমাহি, ইমাভি
ছট্‌ঠী	ইমায, ইমিস্সা, অস্সা, ইমিস্সায	ইমাসং, আসং, ইমাসানং
সত্তমী	ইমিস্সা, ইমিস্সং, অস্সং	ইমাসু

এত = এস = এটি (পুংলিঙ্গ)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	এসো, এস	এতে
দুতিযা	এতং, এনং	এতে
ততিযা	এতেন	এতেহি, এতেভি
চতুত্থী	এতস্স	এতেসং এতেসানং
পঞ্চমী	এতস্মমা, এতম্হা	এতেহি, এতেভি
ছট্‌ঠী	এতস্স	এতেসং, এতেসং, এতেসানং
সত্তমী	এতস্মিং, এতম্হি	এতেসু

এস (ইত্থিলিঙ্গ)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	এসা	এতা, এতাযো
দুতিযা	এতং	এতা, এতাযো
ততিযা	এতায	এতাহি, এতাভি
চতুত্থী	এতায, এতিস্স, এতিস্সায	এতাসং, এতাসানং
পঞ্চমী	এতায	এতাহি, এতাভি
ছট্‌ঠী	এতায, এতিস্স এতিস্সায়	এতাসং, এতাসানং
সত্তমী	এতাযং, এতস্সং, এতিস্সং	এতাসু

য (কে, যা) পুংলিঙ্গ)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	যো	যে
দুতিযা	যং	যে
ততিযা	যেন	যেহি, যেভি
চতুত্থী	যসস	যেসং, যেসানং
পঞ্চমী	যস্মা, যম্হা	যেহি
ছট্‌ঠী	যসস	যেনং, যেসানং
সত্তমী	যস্মিং, যম্হি	যেসু

য (ইত্থিলিঙ্গ)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	যা	যা, যাযো
দুতিযা	যং	যা, যাযো
ততিযা	যায	যাহি
চতুত্থী	যায, যস্‌সা	যাসং, যাসানং
পঞ্চমী	যায	যাহি
ছট্‌ঠী	যায, যস্‌সা	যাসং, যাসানং
সত্তমী	যস্‌সং, যাযং	যাসু

সব্ব (পুংলিঙ্গ)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	সব্বো	সব্বে
দুতিযা	সব্বং	সব্বে
ততিযা	সব্বেন	সব্বেহি
চতুত্থী	সব্বস্‌স	সব্বেসং, সব্বেসানং
পঞ্চমী	সব্বস্মা, সব্বম্‌হা	সব্বেহি, সব্বেহি
ছট্‌ঠী	সব্বস্‌স	সব্বেসং, সব্বেসানং
সত্তমী	সব্বস্মিং, সব্বম্‌হি	সব্বেসু

সব্ব (ইত্থিলিঙ্গ)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	সব্বা	সব্বা, সব্বাযো
দুতিযা	সব্বং	সব্বা, সব্বাযো
ততিযা	সব্বায	সব্বাহি
চতুত্থী	সবাস্‌সা, সব্বায	সব্বাসং, সব্বাসানং
পঞ্চমী	সব্বায	সব্বাহি
ছট্‌ঠী	সব্বাস্‌সা, সব্বায	সব্বাসং, সব্বাসানং
সত্তমী	সব্বাযং, সব্বাস্‌সং	সব্বাসু

এক (পুংলিঙ্গ)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	একো	একে
দুতিযা	একং	একে
ততিযা	একেন	একেহি
চতুত্থী	একস্স	একসং, একসানং
পঞ্চমী	একস্মা, একম্হা	একেহি
ছট্ঠী	একস্স	একেসং, একেসানং
সত্তমী	একস্মিং, একম্হি	একেসু

এক (ইত্থিলিঙ্গ)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	একা	একা, একাযো
দুতিযা	একং	একা, একাযো
ততিযা	একায	একাহি
চতুত্থী	একস্সি্সা, একস্সা, একায	একাসং, একাসানং
পঞ্চমী	একাং	একাহি
ছট্ঠী	একিস্সা, একস্সা, একায	একাস, একাসানং
সত্তমী	একেস্সং, একাস্সং	একাসং, একাসু।

আদর্শ অনুবাদ

নিজেই নিজের প্রভু-অত্তাহি অত্তানো নাথো। বুদ্ধ মানুষের শাস্তা-বুদ্ধো মনুস্সানং সখা। শীলবানেরা সকলের দ্বারা পূজিত হয়- সীলবা পুরিসা সব্বত্থ পূজিতো। সে আমার কন্যা- সো মম কঞ্ঞা। এক স্ত্রীলোকের দ্বারা-একায ইত্থিযা। কোন পুকুরে এক কচ্ছপ বাস করত- একস্মিং সরে একো কচ্ছপো পটিবসতি। বালকেরা নৌকা করে নদী পার হচ্ছে-দারকা নবায নদীং তরন্তি। তিনি রাতে কথা বলেন না- সো রত্তিং ন বদতি।

রাম রাতে চিঠি লেখে-রামো রত্তিং পণ্ণং লিখতি। তারা বারাণসীতে যাচ্ছে-তে বারাণসীয়ং গচ্ছন্তি। সে নদী হতে জলপান করছে- সো নদীযা উদকং পিবতি। বালিকা লবন দিয়ে মাছ রেঁধেছিল-দারিকা লোনেন মচ্ছং পচি। সে মৃগীর গর্ভে জন্মেছিল- সো মিগযোনিযং নিব্বত্তি। সে রজ্জুদ্বারা গরু বেঁধিছিল- সো রজ্জুযা ধেনুং বন্ধি। বধু চিঠি লিখছে-বধু পণ্ণং লিখতি। পাকা ফলগুলো-পক্কানি ফলানি। ভাল পুস্তকগুলো হতে-উত্তমেহি পোত্থকেহি। আমার বন্ধুর জন্য- মম সখিনো, বন্ধু হতে-সখিনা। বানরগুলো-কপিযো। শত্রু হতে-অরিমহা, আপের দ্বারা-অহিনা।

অনুশীলনী

ক. ঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। 'নর' শব্দের পঞ্চমীর এক বচন কোনটি?

ক. নরানং খ. নরস্মিং

গ. নরেন ঘ. নরেসু

২। মুনিনো- কোন বিভক্তির একবচন ?

ক. দ্বিতীয়া খ. তৃতীয়া

গ. চতুর্থী ঘ. পঞ্চমী

৩। 'গো শব্দের গোসু' কোন বিভক্তি?

ক. ৪র্থী খ. ৫মী

গ. ৬ষ্ঠী ঘ. ৭মী

৪। সপ্তমীর বহুবচনে 'কঞ্ঞা' শব্দের রূপ কোনটি?

ক. কঞ্ঞানং খ. কঞ্ঞাসু

গ. কঞ্ঞাহি ঘ. কঞ্ঞেসু

৫। 'তুম্হেভি' কোন বিভক্তির কোন বচন?

ক. ৬ষ্ঠীর বহুবচন খ. ৫মীর বহুবচন

গ. ৭মীর বহুবচন ঘ. ৪র্থীর বহুবচন

খ. নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. শব্দ বিভক্তি কাকে বলে? উহা কয় ভাগে বিভক্তি ও কী কী?

২. 'বিভক্তি' শব্দের অর্থ কি? প্রত্যেক বিভক্তির নাম লেখ।

৩. পালিতে বিভক্তির আকৃতিগুলো লেখ।

৪. নিচের শব্দরূপগুলো লেখ ঃ

লোক, চন্দ, কবি, পতি, পসু, সাধু, মঘবা, সখু, দারিকা, নদী, পঠরী, যাগু, বন, অম্হ, তুম্হ, সো, ইস, এস।

গ. পালিতে অনুবাদ কর :

সে রাজার পুত্র। বিম্বিসার একজন বুদ্ধিমান রাজা। অশোক খ্যাতিমান রাজা। মেয়েটি মালা গাঁথছে। তারা বুদ্ধের পূজা করছে। বালকটি পালি পড়ছে। আমগুলো ভূমিতে পড়ছে। নদীতে মাছ আছে। তিনি পারমী পূর্ণ করেছেন। পৃথিবীতে অনেক পাখি আছে। সে দান দিচ্ছে। নদীর জল পরিষ্কার। শত্রুরা পরাজিত হয়েছিল।

ধাতুরূপ

পালি ভাষায় বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যত এ তিনটি কাল বিদ্যমান। বর্তমান কাল তিনভাগে বিভক্তঃ যথা- বত্তমানা, পঞ্চমী ও সত্তমী। অতীত কালও তিনভাগে বিভক্ত। যথা- পরোক্খা, হীযত্তনী, অজ্জতনী এবং ভবিস্সত্তি ও কালাতিপত্তি দুটি ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া।

বিভক্তির আকৃতি

বত্তমানা

পরস্সপদ (কর্তৃবাচ্য)

	পঠমপুরিসো	মজ্ঝিমপুরিসো	উত্তমপুরিসো
একবচন	তি	সি	মি
বহুবচন	অন্তি	থ	ম

অত্তনোপদ (কর্মবাচ্য)

একবচন	তে	সে	এ
বহুবচন	অন্তে	ব্হে	ম্হে

পঞ্চমী (অনুজ্ঞ)

পরস্সপদ

একবচন	তু	হি, অ	মি
বহুবচন	অন্তু	থ	ম

অত্তনোপদ

একবচন	তং	স্সু	এ
বহুবচন	অন্তং	ব্হো	আম্সে

সত্তমী (বিধিলিঙ্গ)

পরস্সপদ

একবচন	এয্য	এয্যাসি	এয্যামি
বহুবচন	এয্যুং	এয্যাথ	এয্যাম

সত্তমী-অত্তনোপদ

	পঠমপুরিসো	মজ্ঝিমপুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	এয্য	এযো	এযং
বহুবচন	এযং	এয্যংহো	এয্যাম্হে

পরোক্খা

পরস্সপদ

একবচন	অ	ই	অ
বহুবচন	উ	ইথ	ইম্হা

অত্তনোপদ

একবচন	ইথ	ইথ	ই
বহুবচন	রে, ইরে	ইংহো	ইম্হে

হীযত্তনী

পরস্সপদ

একবচন	আ	ও, আ	অ
বহুবচন	উ, উং	থ	ম্হা, আম্হা

আত্তনোপদ

একবচন	থ	সে	ইং
বহুবচন	থুং	বহং	ম্হসে

অজ্জতনী

পরস্সপদ

একবচন	ই, ঈ	ই	ইং
বহুবচন	ইংসু, উং	ইথ	ইম্হা

অত্তনোপদ

একবচন	আ	সে	অ
বহুবচন	উ	বৃহং	ম্হে

ভবিস্সন্তি (ভবিষ্যতকাল)

পরস্পদ

	পঠমপুরিসো	মজ্ঝিমপুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	ইস্সতি	ইস্সি	ইস্সামি
বহুবচন	ইস্সন্তি	ইস্সথ	ইস্সাম

অত্তনোপদ

একবচন	ইস্সতে	ইস্সসে	ইস্সং
বহুবচন	ইস্সন্তে	ইস্সবহে	ইস্সাম্হে

কালাতিপত্তি

পরস্সপদ

একবচন	ইস্সা	ইস্সে	ইস্সং
বহুবচন	ইস্সংসু	ইস্সেথ	ইস্সম্হা

অত্তনোপদ

একবচন	ইস্সথ	ইস্সে	ইস্সং
বহুবচন	ইস্সসিংসু	ইস্সব্হে	ইস্সাম্হসে

ধাতুসমূহের বিভাগ

পালি ব্যাকরণে ধাতুসমূহকে সাতভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ১. ভূদাদি ২. রুধাদি ৩. দিবাদি ৪. স্বাদি ৫. কিযাদি ৬. তনাদি ৭. চুরাদি।

ধাতুরূপ সাধন

ভূ বাদিগণীয় ধাতু

ভূ=ভব (হওয়া)

বত্তমানা-পরস্সপদ

	পঠমপুরিসো	মজ্ঝিমপুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	ভবতি	ভবসি	ভবামি
বহুবচন	ভবন্তি	ভবথ	ভবাম

বত্তমানা- অত্তনোপদ

	পঠমপুরিসো	মজ্ঝিম পুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	ভবতে	ভবসে	ভাবে
বহুবচন	ভবন্তে	ভব্বহে	ভবাম্হে

পঞ্চমী-পরস্সপদ

একবচন	ভবতু	ভব, ভবাহি	ভবামি
বহুবচন	ভবন্ত	ভবথ	ভবাম

পঞ্চমী-অত্তনোপদ

একবচন	ভবতং	ভসসু	ভবে
বহুবচন	ভবন্তং	ভবব্হো	ভবামসে

সত্তমী-পরস্সপদ

একবচন	ভবে, ভবেয্য	ভবে, ভবেয্যাসি	ভবে, ভবেয্যামি
বহুবচন	ভবেয্যুং	ভবেয্যাথ	ভবেয্যাম

সত্তমী-অত্তনোপদ

একবচন	ভবেথ	ভবেথো	ভবেয্যং
বহুবচন	ভবেযং	ভবেয্যব্হো	ভবেয্যাম্হে

অজ্জতনী (অতীতকাল) পরস্সপদ

	পঠম পুরিসো	মজ্ঝিম পুরিসো	উত্তমপুরিসো
একবচন	ভবি, অভবি	ভবি, অভবো, অভবি	ভবিং, অভবিং
বহুবচন	ভবিংসু, অভবিংসু	অবিত্থ, অভবিত্থ	ভবিম্হা, অভবিম্হা

অজ্জতনী অত্তনোপদ

একবচন	অভবা	অভবসে	অভবং
বহুবচন	অভুব	অভবব্হং	অভবিম্হে

ভবিস্সন্তি (ভবিষ্যতকাল) পরস্সপদ

একবচন	ভবিস্সতি	ভবিস্সসি	ভবিস্সামি
বহুবচন	ভবিস্সন্তি	ভবিস্সথ	ভবিস্সাম

ভবিস্সন্তি (ভবিষ্যতকাল) পরস্পদ

একবচন	ভবিস্সতি	ভবিস্সসি	ভবিস্সমি
বহুবচন	ভবিস্সন্তি	ভসিস্সথ	ভবিস্সাম

ভবিস্সন্তি-অন্তনোপদ

একবচন	ভবিস্সতে	ভবিস্সসে	ভবিস্সং
বহুবচন	ভবিস্সন্তে	ভবিস্সব্হে	ভবিস্সাম্হে

পরোক্খা-পরস্সপদ

একবচন	বভুব	বভুবে	বভূবে
বহুবচন	বভুবু	বভুবিত্থ	বভুবিম্হ

পরোক্খা-অত্তনোপদ

একবচন	বভুবিত্থ	বভুবিত্থ	বভূবি
বহুবচন	বভুবিরে	বভুবিব্হো	বভুবিম্হে

হীযত্তনী-পরস্সপদ

একবচন	অভবো	অভবো	অভব, অভবং
বহুবচন	অভবু	অভবত্থ	অভবম্হা

হীযত্তনী-অত্তনোপদ

একবচন	অভবত্থ	অভবসে	অভবিং
বহুবচন	অভবত্থং	অভববহ্বং	অভবাম্হসে

কালাতিপত্তি-পরস্সপদ

	পঠমপুরিসো	মজ্ঝিমপুরিসো	উত্তমপুরিসো
একবচন	অভবিস্সা	অভবিস্সে	অভবিস্সাং
বহুবচন	অভবিস্সংসু	অভবিস্সথ	অভবিস্সম্হা

কালাতিপত্তি-অত্তনোপদ

একবচন	অভবিস্সথ	অভবিস্সসে	অভবিস্সং
বহুবচন	অভবিস্সংসু	অভবিস্সব্হে	অভবিস্সাম্হসে

√গম্ = যাওয়া

বত্তমানা-পরস্সপদ

একবচন	গচ্ছতি	গচ্ছসি	গচ্ছামি
বহুবচন	গচ্ছন্তি	গচ্ছথ	গচ্ছাম

পঞ্চমী-পরস্সপদ

একবচন	গচ্ছতু	গচ্ছ, গচ্ছাহি	গচ্ছামি
বহুবচন	গচ্ছন্ত	গচ্ছথ	গচ্ছাম

সত্তমী-পরস্সপদ

একবচন	গচ্ছেয্য	গচ্ছেয্যাসি	গচ্ছেয্যামি
বহুবচন	গচ্ছেয্যুং	গচ্ছেয্যাথ	গচ্ছেয্যাম

অজ্জতনী-পরস্সপদ

একবচন	গচ্ছি, অগচ্ছি	গচ্ছি, অগচ্ছি	গচ্ছিং
বহুবচন	গচ্ছিংসু	গচ্ছিত্থ	গচ্ছিম্হা

ভবিস্সন্তি-পরস্সপদ

একবচন	গচ্ছিস্সতি	গচ্ছিস্সসি	গচ্ছিস্সামি
	গমিস্সতি	গমিস্সমি	গমিস্সামি
বহুবচন	গচ্ছিস্সন্তি	গচ্ছিস্সথ	গচ্ছিস্সাম
	গমিস্সন্তি	গমিস্সথ	গমিস্সাম

জি (জয় করা)

বত্তমানা-পরস্সপদ

একবচন	জযতি	জযসি	জযামি
বহুবচন	জযন্তি	জযথ	জযাম

পঞ্চমী-পরস্সপদ

একবচন	জযতু	জযহি, জয	জযামি
বহুবচন	জযন্তু	জযথ, জেথ	জযসি

সত্তমী-পরস্সপদ

একবচন	জেয্য	জেয্যাসি	জেয্যামি
বহুবচন	জেয্যুং	জেয্যাথ	জেয্যাম

অজ্জতনী-পরস্সপদ

একবচন	অজযি	অজযি	অজযিং
বহুবচন	অজযিংসু	অজযিথ	অজযিম্হা

ভবিস্সন্তি-পরস্সপদ

একবচন	জযিস্সতি	জযিস্সসি	জযিস্সামি
বহুবচন	জযিস্সন্তি	জযিস্সথ	জযিস্সাম

√পচ্ = রান্না করা

বত্তমানা

একবচন	পচতি	পচসি	পচামি
বহুবচন	পচন্তি	পচথ	পচাম

পঞ্চমী

একবচন	পচতু	পচাহি	পচামি
বহুবচন	পচন্তু	পচথ	পচাম

সত্তমী

একবচন	পচেয	পচেয্যাসি	পচেয্যামি
বহুবচন	পচেয্যুং	পচেয্যাথ	পচেয্যাম

অজ্জতনী

একবচন	পচি	পচি	পচিং
বহুবচন	পচিংসু	পচিথ	পচিম্হা

ভবিস্‌সন্তি

একবচন	পচিস্‌সতি	পচিস্‌সসি	পচিস্‌সামি
বহুবচন	পরিস্‌সন্তি	পচিস্‌সথ	পচিস্‌সাম

√ রুধাদিগণীয় ধাতু

রুধ্‌ (সংযত করা) বত্তমানা

	পঠম পুরিসো	মজ্‌ঝিম পুরিসো	উত্তমপুরিসো
একবচন	রুন্ধতি	রুন্ধসি	রুন্ধামি
বহুবচন	রুন্ধন্তি	রুন্ধথ	রুন্ধাম

পঞ্চমী

একবচন	রুন্ধতু	রুন্ধাহি	রুন্ধামি
বহুবচন	রুন্তু	রুন্ধথ	রুন্ধাম

সত্তমী

একবচন	রুন্ধেয্য	রুন্ধেয্যাসি	রুন্ধেয্যামি
বহুবচন	রুন্ধেয্যুং	রুন্ধেয্যাথ	রুন্ধেয্যাম

অজ্জতনী

একবচন	রুন্ধি, অরুন্ধি	রুনধি, অরুনধি	অরুনধিং রুনধিং
বহুবচন	রুন্ধিংসু, অরুন্ধিংসু	রুন্ধি, অরুন্ধিথ	অরুনধিমৃহা

ভস্‌সিতি

একবচন	রুন্ধিস্‌সতি	রুন্ধিস্‌সসি	রুন্ধিস্‌সামি
বহুবচন	রুন্ধিস্‌সতি	রুন্ধিস্‌সথ	রুন্ধিস্‌সাস

√ মুচ্‌ (মুক্ত করা) বত্তমানা

একবচন	মুঞ্চতি	মুঞ্চসি	মুঞ্চামি
বহুবচন	মুঞ্চন্তি	মুঞ্চথ	মুঞ্চাম

পঞ্চমী

একবচন	মুঞ্চতু	মুঞ্চাহি	মুঞ্চামি
বহুবচন	মঞ্চন্তু	মুঞ্চথ	মুঞ্চাম

সত্তমী

একবচন	মুঞ্চেয্য	মুঞ্চেয্যাসি	মুঞ্চেয্যামি
বহুবচন	মুঞ্চেয্যুং	মুঞ্চেয্যাথ	মুঞ্চেয্যাম

অজ্জতনী

একবচন	মুঞ্চি	মুঞ্চি	মুঞ্চিং
বহুবচন	মুঞ্চিংসু	মুঞ্চিত্থ	মুঞ্চিম্হা

ভবিস্সতি

একবচন	মুঞ্চিস্সতি	মুঞ্চিস্সসি	মুঞ্চিস্সামি
বহুবচন	মঞ্চিস্সন্তি	মুঞ্চিস্সথ	মুঞ্চিস্সাম

দিবাদিগণীয় ধাতু

√ দিস্-√পস (দেখা) পত্তমানা

	পঠমপুরিসো	মজ্ঝিম পুরিসো	উত্তমপুরিসো
একবচন	পস্সতি	পস্সসি	পস্সামি
বহুবচন	পস্সন্তি	পস্সথ	পস্সাম

পঞ্চমী

একবচন	পস্সতু	পস্সাহি	পস্সামি
বহুবচন	পস্সন্ত	পস্সথ	পস্সাম

সত্তমী

একবচন	পস্সেয্য	পস্সয্যাসি	পস্সেয্যামি
বহুবচন	পস্সেয্যুং	পস্সিয্যাথ	পস্সেয্যাম

অজ্জতনী

একবচন	পস্সি	পস্সি	পস্সিং
বহুবচন	পস্সিংসু	পস্সিথি	পসসিম্হা

ভবিস্সন্তি

একবচন	পস্সিস্সতি	পস্সিস্সসসি	পস্সিস্সসামি
বহুবচন	পস্সসন্তি	পস্সিসথ	পসিস্স্সাম

√দিব্ (খেলা করা)

	পঠমপুরিসো	মজ্ঝিমপুরিসো	উত্তমপুরিসো
একবচন	দিব্বতি	দিব্বসি	দিব্বামি
বহুবচন	দিব্বন্তি	দিব্বথ	দিব্বাম

পঞ্চমী

একবচন	দিব্বতু	দিব্বহি	দিব্বামি
বহুবচন	দিবন্তু	দিব্বথ	দিব্বাম

সত্তমী

একবচন	দিব্বেয্য	দিব্বেয্যাসি	দিব্বেয্যামি
বহুবচন	দিব্বেয্যুং	দিব্বেয্যাথ	দিব্বেয্যাম

অজ্জতনী

একবচন	দিব্বি	দিব্বি	দিব্বিং
বহুবচন	দিব্বিংসু	দিব্বিত্থ	দিব্বিম্হা

ভবিস্সতি

একবচন	দিব্বিস্সতি	দিব্বিস্সসি	দিব্বিস্সামি
বহুবচন	দিব্বিস্সন্তি	দিব্বিস্সথ	দিব্বিস্সাম

স্বাদিগণীয় ধাতু

√সু (শুনা)

বত্তমানা

	পঠম পুরিসো	মজ্ঝিম পুরিসো	উত্তমপুরিসো
একবচন	সুণতি	সুণসি	সুণামি
বহুবচন	সুণন্তি	সুণথ	সুণাম

পঞ্চমী

একবচন	সুণতু	সুণাহি	সুণামি
বহুবচন	সুণন্তু	সুণাথ	সুণাম

সত্তমী

একবচন	সুণেয্য	সুণেয্যাসি	সুণেয্যামি
বহুবচন	সুণেয্যুং	সুণেয্যাথ	সুণেয্যাম

অজ্জতনী

একবচন	সুণি	সুণি	সুণিং
বহুবচন	সুণিংসু	সুণিত্থ	সুণিম্হা

ভবিস্সন্তি

একবচন	সুণিস্সতি	সুণিস্সসি	সুণিস্সামি
বহুবচন	সুণিস্সন্তি	সুণিস্সথ	সুণিস্সাম

√গহ্ (গ্রহণ করা)

বত্তমানা

একবচন	গণ্হতি	গণ্হাসি	গণ্হামি
বহুবচন	গণ্হন্তি	গণ্হথ	গণ্হাম

পঞ্চমী

একবচন	গণহাতু	গণ্হতি	গণ্হামি
বহুবচন	গণ্হন্তু	গণ্হথ	গণ্হাম

সত্তমী

একবচন	গণ্হেয্য	গণ্হেয্যাসি	গণ্হেয্যামি
বহুবচন	গণ্হেয্যুং	গণ্হেয্যাথ	গণ্হেয্যাম

অজ্জতনী

একবচন	গণ্হি	গণ্হি	গণ্হিং
বহুবচন	গণ্হিংসু	গণ্হিত্থ	গণহিম্হা

ভবিস্সতি

একবচন	গণ্হিস্সতি	গণ্হিস্সসি	গণহিস্সামি
বহুবচন	গণ্হিস্সন্তি	গণ্হিস্সথ	গণ্হিস্সাম

চি (চয়ন করা)

√ বত্তমানা

	পঠমপুরিসো	মজ্ঝিমপুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	চিনোতি	চিনোসি	চিনোমি
বহুবচন	চিনেন্তি	চিনোথ	চিনোম

২০২৫

পঞ্চমী

একবচন	চিনোতু	চিন, চিনোহি	চিনোমি
বহুবচন	চিনোন্তু	চিনোথ	চিনোম

সত্তমী

একবচন	চিনেয্য	চিনেয্যাসি	চিনেষ্যামি
বহুবচন	চিনেষ্যুং	চিনেয্যাথ	চিনেয্যাম

অজ্জতনী

একবচন	চিনি	চিনি	চিনিং
বহুবচন	চিনিংসু	চিনিত্থ	চিনিম্হা

ভবিস্সন্তি

একবচন	চিনিস্সতি	চিনিস্সসি	চিনিস্সামি
বহুবচন	চিনিস্সন্তি	চিনিস্সথ	চিনিস্সাম

কিযাদিগণীয় ধাতু কি (ক্রয় করা)

বত্তমানা

	পঠম পুরিসো	মজ্ঝিম পুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	কিণতি	কিণাসি	কিণামি
বহুবচন	কিণন্তি	কিণাথ	কিণাম

পঞ্চমী

একবচন	কিণাতু	কিণাহি	কিণামি
বহুবচন	কিণন্তু	কিণথ	কিণাম

সত্তমী

একবচন	কিণেয্য	কিণেয্যাসি	কিণেয্যামি
বহুবচন	কিণেয্যুং	কিণেয্যাথ	কিনেয্যাম

অজ্জতনী

একবচন	কিণি	কিণি	কিণিং
বহুবচন	কিণিংসু	কিণিত্থ	কিণিম্হা

ভবিস্সন্তি

একবচন	কিণিস্সতি	কিণিস্সাসি	কিণিস্সামি
বহুবচন	কিণিস্সন্তি	কিণিস্সথ	কিণিস্সাম

√ঞা (জানা)

একবচন	জানাতি	জানাসি	জানামি
বহুবচন	জানন্তি	জানাথ	জানাম

পঞ্চমী

একবচন	জানাতু	জানাহি	জানামি
বহুবচন	জানন্তু	জানাথ	জানাম

সত্তমী

একবচন	জানেয্য	জানেয্যাসি	জানেয্যামি
বহুবচন	জানেয্যুং	জানেয্যাথ	জানেয্যাম

অজ্জতনী

একবচন	জানি	জানি	জানিং
বহুবচন	জানিংসু	জানিথ	জানিম্হা

ভবিস্সন্তি

একবচন	জানিস্সতি	জানিস্সসি	জানিস্সামি
বহুবচন	জানিস্সন্তি	জানিস্সথ	জানিস্সাম

√ জি (জয় করা)

বত্তমানা

	পঠম পুরিসো	মজ্ঝিমপুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	জিনাতি	জিনাসি	জিনামি
বহুবচন	জিনন্তি	জিনাথ	জিনাম

পঞ্চমী

একবচন	জিনাতু	জিনাহি	জিনামি
বহুবচন	জিনন্তু	জিনাথ	জিনাম

সত্তমী

একবচন	জিনেয্য	জিনেয্যাসি	জিনেয্যামি
বহুবচন	জিনেয্যুং	জিনেয্যাথ	জিনেয্যাম

অজ্জতনী

একবচন	জিনি	জিনি	জিনিং
বহুবচন	জিনিংসু	জিনিথ	জিনিম্হা

ভবিস্‌সন্তি

একবচন	জিনিস্‌সতি	জিনিস্‌সসি	জিনিস্‌সামি
বহুবচন	জিনিস্‌সন্তি	জিনিস্‌সথ	জিনিস্‌সাম

স্বাদিগণীয় ধাতু-মি (নিক্ষেপ করা)

বত্তমানা

একবচন	মিনোতি	মিনোসি	মিনোমি
বহুবচন	মিনোন্তি	মিনোথ	মিনোম

পঞ্চমী

একবচন	মিনোতু	মিনোহি	মিনোমি
বহুবচন	মিনোন্তু	মিনোথ	মিনোম

সত্তমী

একবচন	মিনেয্য	মিনেয্যাসি	মিনেয্যামি
বহুবচন	মিনেয্যুং	মিনেয্যাথ	মিনেয্যাম

অজ্জতনী

একবচন	মিনি	মিনি	মিনিং
বহুবচন	মিনিংসু	মিনিত্থ	মিনিম্হা

ভবিস্‌সন্তি

একবচন	মিনিস্‌সতি	মিনিস্‌সসি	মিনিস্‌সামি
বহুবচন	মিনিস্‌সন্তি	মিনিস্‌সথ	মিনিস্‌সাম

কিযাদিগণীয় ধাতু- $\sqrt{}$থু (প্রশংসা করা)

বত্তমানা

	পঠমপুরিসো	মজ্‌ঝিমপুরিসো	উত্তমপুরিসো
একবচন	থুনাতি	থুনাসি	থুনামি
বহুবচন	থুনান্তি	থুনাথ	থুনাম

পঞ্চমী

একবচন	থুনাতু	থুনাহি	থুনামি
বহুবচন	থুনন্তু	থুনাথ	থুনাম

সত্তমী

একবচন	থুনেয্য	থুনেয্যাসি	থুনোয্যামি
বহুবচন	থুনেয্যুং	থুনোয্যাথ	থুনেয্যাম

অজ্জতনী

একবচন	থুনি	থুনি	থুনিং
বহুবচন	থুনিংসু	থুনিত্থ	থুনিম্হা

ভবিস্সতি

একবচন	থুনিস্সতি	থুনিস্সসি	তুনিস্স্যামি
বহুবচন	থুনিস্সন্তি	থুনিস্সথ	থুনিস্সাম

তনাদীগণীয় ধাতু মন্ (মনন করা)

বত্তমানা

একবচন	মনোতি	মনোসি	মনোমি
বহুবচন	মনোন্তি	মনোথ	মনোম

পঞ্চমী

একবচন	মনোতু	মনোহি	মনোমি
বহুবচন	মনোন্তু	মনোথ	মনোম

সত্তমী

একবচন	মনেয্য	মনোয্যাসি	মনেয্যামি
বহুবচন	মনেয্যুং	মনেয্যাথ	মনেয্যাম

অজ্জতনী

একবচন	মনি	মনি	মনিং
বহুবচন	মনিংসু	মনিত্থ	মনিম্হা

ভবিস্সন্তি

একবচন	মনিস্সতি	মনিস্সসি	মনিস্সামি
বহুবচন	মনিস্সন্তি	মনিস্সথ	মনিস্সাম

তনাদিগনীয় ধাতু

√কর্ (করা)

বত্তমানা

	পঠমপুরিসো	মজ্ঝিমপুরিসো	উত্তমপুরিসো
একবচন	করোতি	করোসি	করোমি
বহুবচন	করোন্তি	করোথ	করোম

পঞ্চমী

একবচন	করোতু	করোহি, কর	করোমি
বহুবচন	করোন্তু	করোথ	করোম

সত্তমী

একবচন	করেয্য	করেয্যাসি	করেয্যামি
বহুবচন	করেয্যুং	করেয্যাথ	করেয্যাম

অজ্জতনী

একবচন	করি	করি	করিং
বহুবচন	করিংসু	করিত্থ	করিম্হা

ভস্সিতি

একবচন	করিস্সতি	করিস্সসি	করিস্সামি
বহুবচন	করিস্সন্তি	করিস্সথ	করিস্সাম

√ সক্ক (সমর্থ হওয়া)

বত্তমানা

একবচন	সক্কোতি	সক্কোসি	সক্কোমি
বহুবচন	সক্কোন্তি	সক্কোথ	সক্কোম

পঞ্চমী

একবচন	সক্কোতু	সক্কোহি	সক্কোমি
বহুবচন	সক্কোন্তু	সক্কোথ	সক্কোম

সত্তমী

একবচন	সক্কেয্য	সক্কেয্যাসি	সক্কেয্যামি
বহুবচন	সক্কেয্যুং	সক্কেয্যাথ	সক্কেয্যাম

অজ্জতনী

একবচন	সক্কি	সক্কি	সক্কিং
বহুবচন	সক্কিংসু	সক্কিত্থ	সক্কিম্হা

ভবিস্‌সতি

একবচন	সক্কিস্‌সতি	সক্কিস্‌সসি	সক্কিসামি
বহুবচন	সক্কিস্‌সন্তি	সক্কিস্‌সথ	সক্কিস্‌সাম

তন্‌ (বিস্তার করা)

বত্তমানা

	পঠমপুরিসো	মজ্‌ঝিমপুরিসো	উত্তমপুরিসো
একবচন	তনোতি	তনোসি	তনোমি
বহুবচন	তনোন্তি	তনোথ	তনোম

পঞ্চমী

একচন	তনোতু	তনোহি	তনোমি
বহুবচন	তনোন্তু	তনোথ	তনোম

সত্তমী

একবচন	তনেয্য	তনেয্যাসি	তনেয্যামি
বহুবচন	তনেয্যুং	তনেয্যাথ	তনেয্যাম

অজ্জতনী

একবচন	তনি	তনি	তনিং
বহুবচন	তনিংসু	তনিত্থ	তনিম্হা

ভবিস্‌সতি

একবচন	তনিস্‌সতি	তনিস্‌সসি	তনিস্‌সামি
বহুবচন	তনিস্‌সন্তি	তনিস্‌সথ	তনিস্‌সাম

ধাতুরূপ

চুরাদিগণীয় ধাতু চিন্ত (চিন্তা করা)

বত্তমানা

	পঠমপুরিসো	মজ্‌ঝিমপুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	চিন্তেতি	চিন্তেসি	চিন্তেমি
বহুবচন	চিন্তেন্তি	চিন্তেথ	চিন্তেম

২০২৫

অথবা

একবচন	চিন্তযতি	চিন্তযসি	চিন্তযাসি
বহুবচন	চিন্তযন্তি	চিন্তযথ	চিন্তযাম

পঞ্চমী

একবচন	চিন্তুতু	চিন্তেহি	চিন্তেমি
বহুবচন	চিন্তন্তু	চিন্তেথ	চিন্তেম

অথবা

একবচন	চিন্তেযতু	চিন্তেযাহি	চিন্তেযামি
বহুবচন	চিন্তযন্তু	চিন্তেযাথ	চিন্তেযাম

সত্তমী

	পঠম পুরিসো	মজ্‌ঝিম পুরিসো	উত্তমপুরিসো
একবচন	চিন্তেয্য	চিন্তেয্যাসি	চিন্তেয্যামি
বহুবচন	চিন্তেয্যুং	চিন্তেয্যাথ	চিন্তেয্যাম

অথবা

একবচন	চিন্তেযেয্য	চিন্তেযেয্যাসি	চিন্তেয্যামি
বহুবচন	চিন্তেযেয্যুং	চিন্তেযেয্যাথ	চিন্তেয্যম

অজ্জতনী

একবচন	চিন্তেসি	চিন্তেসি	চিন্তেসিং
বহুবচন	চিন্তেসুং	চিন্তেসিথ	চিন্তেসিম্‌হা

অথবা

একবচন	চিন্তযি	চিন্তযি	চিন্তযিং
বহুবচন	চিন্তযিংসু	চিন্তযিথ	চিন্তযিম্‌হা

ভবিস্‌সতি

একবচন	চিন্তেস্‌সতি	চিন্তেস্‌সসি	চিন্তেস্‌সামি
বহুবচন	চিন্তেস্‌সন্তি	চিন্তেস্‌সথ	চিন্তেস্‌সাম

অথবা

একবচন	চিন্তযিস্‌সতি	চিন্তযিস্‌সসি	চিন্তযিস্‌সামি
বহুবচন	চিন্তযিস্‌সন্তি	চিন্তযিস্‌সথ	চিন্তথিস্‌সাম

চুরাদিগণীয় ধাতু √পূজ্ (পূজা করা)

বত্তমানা

একবচন	পূজেতি	পূজেসি	পূজেমি
বহুবচন	পূজেন্তি	পূজেথ	পূজেম

		অথবা	
একবচন	পূজযতি	পূজযসি	পূজেযামি
বহুবচন	পূজযন্তি	পূজযথ	পূজেযাম
		পঞ্চমী	
একবচন	পূজতু	পূজেহি	পূজেমি
বহুবচন	পূজেন্তু	পূজেথ	পূজেম
		অথবা	
একবচন	পূজযতু	পূজযহি	পূজযামি
	পূজযন্তু	পূজযাথ	পূজযাম
		সত্তমী	
একবচন	পূজেয্য	পূজেয্যাসি	পূজেযামি
বহুবচন	পূজেয্যং	পূজেয্যাথ	পূজ্যেযাম
		অথবা	
একবচন	পূজেয্য	পূজযেয্যাসি	পূজযেয্যামি
বহুবচন	পূজেয্যুং	পূজযেয্যাথ	পূজযেয্যাম
		অজ্জতনী	
	পঠম পুরিসো	মজ্ঝিম পুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	পূজেসি	পূজেসি	পূজেমিং
বহুবচন	পূজেসুং	পূজেথ	পূজেসিম্হা
		অথবা	
একবচন	পূজযি	পূজযি	পূজযিং
বহুবচন	পূজযিংসু	পূজযিথ	পূজযিম্হা
		ভবিস্সতি	
একবচন	পূজেস্সতি	পূজেস্সসি	পূজেস্সামি
বহুবচন	পূজেস্সন্তি	পূজেস্সথ	পূজেস্সামি
		অথবা	
একবচন	পূজযিস্সতি	পূজযিস্সসি	পূজযিস্সামি
বহুবচন	পূজযিস্সন্তি	পূজযিস্সথ	পূজস্সিসসাম

চুরাদিগণীয় ধাতু √ পূর্ (পূর্ণ করা)

বত্তমানা

	পঠম পুরিসো	মজ্ঝিম পুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	পূরোতি	পূরোসি	পূরেমি
বহুবচন	পূরোন্তি	পূরেথ	পূরেম

অথবা

একবচন	পূরযতি	পূরযাসি	পূরযামি
বহুবচন	পূরযন্তি	পূরযথ	পূরযাম

পঞ্চমী

একবচন	পূরেতু	পূরোহি	পূরেমি
বহুবচন	পূরেন্তু	পূরেথ	পূরেম

অথবা

একবচন	পূরযতু	পূরযাহি	পূরযামি
বহুবচন	পূরযন্তু	পূরযাথ	পূরযাম

সত্তমী

একবচন	পূরেয্য	পূরেয্যাসি	পূরেয্যামি
বহুবচন	পূরেয্যুং	পূরেয্যাথ	পূরোয্যাম

অথবা

একবচন	পূরযেয্য	পূরেযেয্যাসি	পূরেযেয্যামি
বহুবচন	পূরযেয্যুং	পূরযেয্যাথ	পূরযেয্যাম

অজ্জতনী

একবচন	পূরেসি	পূরেসি	পূরেসিং
বহুবচন	পূরেসুং	পূরেসিথ	পূরেসিম্হা

ভবিস্সতি

একবচন	পূরেস্সতি	পূরেস্সসি	পূরেস্সামি
বহুবচন	পূরেস্সন্তি	পূরেস্সথ	পূরেস্সাম

অথবা

	পঠম পুরিসো	মজ্ঝিম পুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	পূরযিস্সতি	পূবযিস্সসি	পূরযিস্সামি
বহুবচন	পূরযিস্সন্তি	পূরযিস্সথ	পূরযিস্সাম

চুরাদিগণীয় ধাতু

√চুর (চুরি কথা)

একবচন	চোরেতি	চোরেসি	চোরেমি
বহুবচন	চোরেন্তি	চোরেথ	চোরেম

অথবা

একবচন	চোরযতি	চোরযসি	চোরযামি
বহুবচন	চোরযন্তি	চোরযথ	চোরযাম

পঞ্চমী

একবচন	চোরতু	চোরহি	চোরমি
বহুবচন	চোরন্তু	চোরথ	চোরেম

অথবা

একবচন	চোরযতু	চোরযাহি	চোরযাসি
বহুবচন	চোরযন্তু	চোরযাথ	চোরযাম

সত্তমী

একবচন	চোরেয্য	চোরেয্যাসি	চোরেয্যামি
বহুবচন	চোরেয্যুং	চোরেয্যাথ	চোরেয্যাম

অথবা

একবচন	চোরযেয্য	চোরযেয্যাসি	চোরেযেযামি
বহুবচন	চোরযেয্যুং	চোরযেয্যাথ	চোরযেয্যাম

অজ্জতনী

একবচন	চোরেসি	চোরেসি	চোরেসিং
বহুবচন	চোরেয্যুং	চোরেসিথ	চোরেসিম্হা

অথবা

একবচন	চোরযি	চোরযি	চোরযিং
বহুবচন	চোরযিংসু	চোরযিথ	চোরযিম্হা

ভবিস্সতি

একবচন	চোরেস্সতি	চোরেস্সসি	চোরেসস্সামি
বহুবচন	চোরেস্সন্তি	চোরেস্সথ	চোরেস্সাম

অথবা

একবচন	চোরযিসস্তি	চোরযিস্সসি	চোরযিস্সামি
বহুবচন	চোরযিস্সন্তি	চোরযিস্সথ	চোরযিস্সাম

কয়েকটি ভুবাদিগণীয় ধাতু

√জীব (জীবন ধারণ করা), জীবতি, √কস্ (কর্ষণ), কসতি, √চজ্ (ত্যাগ করা), চজতি (ত্যাগ করা), √রুদ্ (রোদন) রোদতি, √যাচ্ (যাচনা করা) যাচতি, ইস্ (ইচ্ছা), ইচ্ছতি, √সহ (সহ্য) সহতি, √ঠা (দাঁড়ান) তিট্‌ঠতি, √যা (যাওয়া), যাতি।

কয়েকটি ধাদিগণীয় ধাতু

√ছিদ (ছেদন করা), ছিন্দতি, √ভুজ্ (ভোজন করা), ভুঞ্জতি √ যুজ্ (সংযোজন) যুঞ্জতি, √হিস্ (হিংসা করা), হিংসতি।

কয়েকটি গবাদিগণীয় ধাতু

√তুস্ (তুষ্ট), তস্‌সতি, ফুস্ (পার্থ) ফুস্‌সতি, গা (গান করা) গাযতি √ঝা (ধ্যান) ঝাযতি, √ভী (ভয়) ভযতি।

কয়েকটি কিয়াদিগণীয় ধাতু

√মু (বন্ধন) মুনাতি, √থু (প্রশংসা), থুনাতি, √ধু (নাড়া) ধুনতি।

কয়েকটি তনাদিগণীয় ধাতু

√মন্ (মন করা) মনোতি, √সন্ (দান করা) সনোতি।

কয়েকটি চুরাদিগণীয় ধাতু

√কথ্ (কথা বলা) কথেতি, কথায়তি, √চিন্ত (চিন্তা করা) চিন্তেতি, চিন্তয়তি, √পুর্ (পূর্ণ করা) পূরেতি, পূরযতি, √গণ্ (গণনা) গণোতি, গণয়তি, √পুজ্ (পুজা করা) পুজেতি, পুজযতি, √রচ্ (রচনা করা) রচেতি, রচযতি।

অনুশীলনী

ক. **ঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও :**

১। **বর্তমান কালে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হলে ধাতুর উত্তর কোন বিভক্তি হয়?**

ক. বত্তমানা খ. পঞ্চমী

গ. অজ্জতনী ঘ. ববিস্‌সন্তি

২। **তি, অন্তি কোন কালের বিভক্তি?**

ক. সত্তমী খ. পঞ্চমী

গ. অজ্জতনী ঘ. বত্তমানা

৩। √ভূ ধাতুর বত্তমানার প্রথম পুরুষের একবচন কোনটি?

ক. ভবসি
খ. ভবতি
গ. ভবসি
ঘ. ভবত

৪। √লভ্ ধাতুর অজ্জতনী বিভক্তির প্রথম পুরুষ একবচন কোনটি?

ক. লভিং
খ. লভিত্থ
গ. লভি
ঘ. লভিংসু

৫। √বিদ্ ধাতুর সত্তমী বিভক্তির মধ্যম পুরুষের বহুবচন কোনটি?

ক. বদেয্য
খ. বদেয্যুং
গ. বদেয্যাথ
ঘ. বদেয্যাসি

একাদশ অধ্যায়

কারক ও বিভক্তি

কারক

করোতি কিরিযং নিপ্ফাদেতী'তি কারকং। যা ক্রিয়ার কার্য সম্পন্ন করতে সাহায্য করে তাকে কারক বলে। কারক ছয় প্রকার। যথা-কত্তা (কর্তা), কম্ম (কর্ম), করণ, সম্পদান (সম্প্রদান), অপাদান এবং ওকাস (অধিকরণ)।

১। কত্তা কারক (কর্তৃকারক) : যো করোতি সো কত্তা। যে ক্রিয়া সম্পাদন করে সে-ই কর্তা। যথা- মাতা পুত্তং পঠযতি-মা পুত্রকে পড়াচ্ছে। এখানে মাতা কর্তৃকারক।

২। কম্মকারক (কর্মকারক) : যং করোতি তং কম্ম। কর্তার ক্রিয়ার দ্বারা যা হয় তা কর্মকারক। অর্থাৎ যা দেখে, করে বা শুনে তাই কর্মকারক। যথা- সো ভত্তং ভুঞ্জতি-সে ভাত খায়। এখানে ভত্তং কম্মকারক।

৩। করণকারক : যেন বা কযিরতে তং করণং। যা দ্বারা কর্তার ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় বা সম্পন্ন হয় তাকে করণ কারক বলে। যথা- দারকো হত্থেন কম্মং করোতি-বালকটি হাত দ্বারা কাজ করে। এখানে হত্থেন করণকারক।

৪। সম্পাদান কারক : যস্স দাতুকামো রোচিতে বা ধারযতে বা তং সম্পদানং। কর্তা যাকে দান করতে ইচ্ছা করে তাকে সম্প্রদান কারক বলে। যথা-ভিক্খুস্স অন্নং দেহি। ভিক্ষুকে অন্নদান কর। এখানে ভিক্খুস্স সম্প্রদান কারক।

৫। অপাদান কারক : যস্মা দপেতি ভযং আদত্তে বা তদাপাদানং। যা হতে দূরে গমন, ভীতি গৃহীত হয় তাকে অপাদান কারক বলে। যথা-রুক্খস্মা ফলং পততি-বৃক্ষ হতে ফল পড়ছে। এখানে রুক্খস্মা অপাদান কারক।

৬। অধিকরণ কারক : যো ধারো তং ওকাসং। যা ক্রিয়ার আধার তার নাম ওকাস বা অধিকরণ কারক। যথা- আকাসে বিহগা বিচরন্তি-পাখিরা আকাশে বিচরণ করে। এখানে আকাসে অধিকরণ কারক।

আদর্শ অনুবাদ

রামো গচ্ছতি-রাম যাচ্ছে। রামো সমণং চীবরং দদাতি-রাম শ্রমণকে চীবর দান করছে।
রামো পাদের গচ্ছতি-রাম পা দিয়ে গমন করছে।

গামা অন্তরধাযতি চোরা-চোরগুলো গ্রাম হতে অন্তর্ধান করছে।

সীহো বনে বসতি-সিংহ বনে বাস করে।

দারকো চন্দং পস্সতি-বালক চন্দ্র দেখছে।

অনুশীলনী

রচনামূলক :

১। কারক কয় প্রকার ও কী কী? কোন কারকে কোন বিভক্তি হয় তা উদাহরণ সহযোগে দেখাও। প্রত্যেক কারকে একটি করে উদাহরণ দাও।

২। অপাদান কারক দিয়ে পাঁচটি বাক্য রচনা কর। করণ কারকের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

৩। উদাহরণ সহযোগে সম্পাদান কারক ও অধিকরণ কারকের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

পালিতে অনুবাদ কর :

গাছে অনেক ফুল আছে। গাছ হতে আমগুলো পড়ছে। বনে বাঘ বাস করে। পিতা ছেলেকে পড়াচ্ছেন। সে ভিক্ষুদের চীবর দান করছে। ভিক্ষুকে অন্ন দাও। রাম কলম দ্বারা লিখছে। আনন্দ বাড়ি যাচ্ছে। সে বিদ্যালয় হতে আসছে।

বিভক্তি প্রকরণ

বিভক্তি

যা দ্বারা কারক সম্পর্কে ধারণা জন্মে তাকে বিভক্তি বলে। বিভক্তি দ্বারা কারকের পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। বিভক্তি সাত প্রকার। যথা-পঠমা (প্রথমা), দুতিযা (দ্বিতীয়া), ততিযা (তৃতীয়া), চতুত্থী (চতুর্থী), পঞ্চমী, ছট্ঠী (ষষ্ঠী), সত্তমী (সপ্তমী)।

পঠমা বিভক্তি

১। **লিঙ্গত্থে পঠমা :** লিঙ্গার্থে শব্দের উত্তর প্রথমা বিভক্তি হয়। যথাঃ বুদ্ধ, ফলং।

২। **কত্তরি চ :** কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা : দারকো রোদতি- বালকটি কাঁদছে। সকুণা কূজন্তি—পাখিরা কূজন করছে।

৩। **করণ কম্মে :** কর্মবাচ্যে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা- বুদ্ধেন দেসিত ধম্মো- বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত ধর্ম।

৪। **নামাদিযোগে :** নাম প্রভৃতি অব্যয়যোগে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা- বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তো নামে একো রাজা অহোসি- বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন।

৫। **আলাপনে পঠমা :** সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা :- ভো পুরিসো- ওহে মানব।

দুতিযা বিভক্তি

১। **কম্মাতি দুতিয়া :** কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা : ভিক্খু ধম্মং দেসেতি- ভিক্ষু ধর্মদেশনা করছেন। সিসু দুদ্ধং বিপতি- শিশু দুধ পান করছে।

২। **কালদ্ধানং অচন্তসংযোগে :** কাল বা স্থানের সংযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- থেরো মাসং ঝাযতি- স্থবির মাসব্যাপী ধ্যান করছে। সরদং রমণীযা নদী-শরৎকালে নদী রমণীয় থাকে। যোজনং দীর্ঘ সালবনং- একযোজন দীর্ঘ শালবন।

৩। **গতি-বুদ্ধি-ভুজ-পঠ-হর-কর-সযাদীনং কারিতে বা :** গতিবোধাত্মক ও, ভুজ, পঠ, হর, কর, সয প্রভৃতি ধাতু ণিজন্ত হলে ণিজন্ত ক্রিয়ার কর্ম বিকল্পে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- পিতা পুত্তং বিজ্জালয়ং গমাযতি-পিতা পুত্রকে বিদ্যালয়ে পাঠায়। উপাসিকা ভিক্খুং ভত্তং ভোজাযতি-উপাসিকা ভিক্ষুকে ভোজন করাচ্ছেন। ব্যাগঘো সারসং গলত্থিং হারযতি-ব্যাঘ্র সারসের সাহায্যে গলার অস্থি বের করাচ্ছে। সো পুরিসং গামং গমযতি- সে লোকটিকে গ্রামে পাঠাচ্ছে। বেজ্জো গিলানো পরিসং সেয্যং সযাপযতি-চিকিৎসক রোগীকে শয্যায় শয়ন করাচ্ছেন।

কম্মপ্পবচনীয় যুত্তে : কর্ম প্রবচনীয় শব্দের প্রয়োগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- অনু, পতি, পরি, অভি এ কয়টি উপসর্গ যখন লক্ষণ, বিচ্ছা (ব্যপ্তি), ইত্থম্ভূত (এ রকমভাব) ভাগ, সহ ও হীন অর্থে প্রযুক্ত হয় তখন তাদিগকে কর্মপ্রবচনীয় বলে। তাছাড়া ধী ইত্যাদি নিপাতযোগেও দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা-

পব্বতং অনু বহতি বায়ু- পর্বতের দিকে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। গেহং অনু বিজ্জতে সুরিয- সূর্য গৃহের পর গৃহ আলোকিত করছে। সাধু দেবদত্ত মাতরং পতি- দেবদত্ত মাতার প্রতি সদয়। দীনং পতি সদযো ভব - দরিদ্রের প্রতি সদয় হও। মগ্‌গং অভিতো রুকখো-রাস্তার দু ধারে বৃক্ষ আছে। কপণং ধি-কৃপণকে ধিক। ধি ব্রাহ্মণং হন্তারং-ব্রাহ্মণ হত্যাকারীকে ধিক।

৫। কচি দুতিয়া ছট্‌ঠীনং অত্থে : ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থে কখনো কখনো শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- তং খো পন ভগবন্তং এবং কল্যানো কীত্তি সদ্দো অবেভাগ্‌গতে- সেই ভগবানের এ রকম সুফল উত্থিত হয়েছে।

৬। কিরিয়া বিসেসনাতি : ক্রিয়া বিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- দারিকা মধুরং হসতি-বালিকা মধুর হাসি হাসছে।

৭। অব্যয যোগে চ : অন্তরা, অন্তো, তীরো, অভিতো, পরিতো ইত্যাদি অব্যয় যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- অন্তরা চ নালন্দং অন্তরা চ রাজদেহং- নালন্দা রাজগৃহের মধ্যবর্তী। অন্তো নগরং কোরাহং উপজ্জি-নগরের মধ্যে কোলাহল উৎপন্ন হয়েছিল। রাজা অভীতো নগরং খন্ধাবারং ঠপেসি-রাজা নগরের সন্নিকটে শিবির সংস্থাপন করলেন। পচ্চমিত্তো তীরে রজ্জং নিব্বত্তি-শত্রু রাজ্যের বাইরে গেছে।

৮। ততিযা সত্তমীঞ্চ : তৃতীয়া ও সপ্তমীর অর্থে কখনও কখনও দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- ধম্মং বিনা সুখং নত্থি-ধর্ম বিনা সুখ সেই। একং সমযং ভগবা সাবত্থিযং বিহরতি জেতবনে-একদা ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে বাস করছিলেন। সো মং নালপিস্‌সতি- সে আমার সাথে কথা বলে না।

ততিযা বিভক্তি

১। করণে ততিযা : করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- সো পদসা গচ্ছতি- সে পায়ে হাঁটছে। উন্দুরো দন্তেহি বত্থং ছিন্দি-'ইঁদুর দাঁত দিয়ে কাপড় কাটছে। কস্‌সকো কুদ্দালেন ভূমিং খণতি-কৃষক কোদাল দ্বারা মাটি খনন করছে।

২। কত্তরি চ : কর্ম ও ভাববাচ্যে কর্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- রাবণো রামেন হতো- রাম কর্তৃক রাবণ নিহত হয়েছে। স্বাকখাতো ভগবতো ধম্মো-ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ব্যাগ্‌ঘেন হত মিগ-ব্যাগ্র কর্তৃক হত হরিণ। ইমিনা অগ্‌গিনা পচিতং মংসং-এ অগ্নিদ্বারা মাংস পাক করা হয়েছে।

৩। সহাদি যোগে চ : সহ, সদ্ধিং, অলং কিং, বিনা প্রভৃতিযোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- পিতা পুত্তেন সহ গচ্ছতি-পিতা পুত্রসহ গমন করছে। অলং চিকিচ্ছায-চিকিৎসার প্রয়োজন সেই। কিং মে জটাহি- আমার জটার কি দরকার, ধম্মেন বিনা গতি নত্থি-ধর্ম বিনা গতি নেই। রামো লক্‌খণেন সদ্ধিং বনং গচ্ছি-রাম লক্ষণের সাথে বনে গিয়েছিল।

৪। হেত্বত্থে চ : হেতু অর্থে এবং হেতু শব্দযোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- সো দুক্‌খেন রোদতি-সে দুঃখের কারণে কাঁদে। কেন হেতুনা বিবাদতি-ঝগড়া করছো কেন? মাণবো অত্তনো কম্মেন জযতি-মানুষ নিজের কর্মের দ্বারাই জন্মগ্রহণ করে।

৫। যেনঙ্গ বিকারো : শরীরের যে অংগ বিকারগ্রস্থ সে অংগবাচক শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- পাদেন খঞ্জো-এক পা খোঁড়া। সো অক্‌খিনা কাণো-তার এক চোখ কানা। সোতেন বধিরো-কানে শোনে না।

৬। বিসেসনে চ : বিশেষণার্থে শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- গোত্তেন গোতম- গোত্রের দ্বারা গৌতম। জাতিযা খত্তিযো-জন্মের দ্বারা ক্ষত্রিয়।

৭। সত্তম্যত্থে চ : সপ্তমী বিভক্তির অর্থেও তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- তেন সমযেন ভগবা উরুবেলাসং বিহরতি। সে সময়ে ভগবান উরুবেলায় বাস করছিলেন। এত্তকেন সমযেন আগচ্ছি-এ সময়ের মধ্যেই আসবে।

চতুর্থী বিভক্তি

১। সম্পাদনে চ : সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা- সো ভিক্‌খুস্‌স চীরবং দদাতি-সে ভিক্ষুকে চীবর দান করছে। ব্রাহ্মণস্‌স ধনং দেহি- ব্রাহ্মণকে ধন বিতরণ কর। ইসিনো অন্নং চ পানং চ দেহি- ঋষিগণকে অন্নপানয়ি দাও।

২। আরোচনাত্থে : জ্ঞাপনার্থ শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা- সো রঞ্ঞো তং পবত্তিং আরোচেসি-সে রাজাকে এ সংবাদ জানাল। আমন্তযামি ভো ভিক্‌খূ-হে ভিক্ষুগণ, আমি আপনাদের আহ্বান করছি।

৩। নিমিত্তত্থে : নিমিত্ত বা জন্য বোঝালে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা- দেবমনুস্‌সায় হিতায ধম্মং দেসেতু দেবমনুষ্যের হিতের জন্য ধর্মদেশনা করুন। ভিক্‌খু পিন্ডায রচতি-ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য বিচরন করছেন। কুণ্ডলায় সুবণ্ণং-কুন্ডল তৈরির জন্য স্বর্ণ।

৪। তুমত্থে : তুং প্রত্যয়ান্ত, ক্রিয়া উহ্য থাকলে উহার কর্মে অথবা তুং অর্থে শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা- সো ফলানং উয্যানং যাতি-সে ফলের জন্য বাগানে যায়। সো পঠনত্থায বিজ্জালযং গচ্ছতি-সে পড়ার জন্য বিদ্যালয়ে যায়। অহং বুদ্ধং দস্‌সনত্থায আগচ্ছিং- আমি বুদ্ধকে দেখার জন্য এসেছি।

৫। অলমত্থে : অলং শব্দটি সকক্ষ অথবা নিষ্প্রয়োজন অর্থবোধক শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা- অলং মলো মলস্‌স- একজন মল অন্য মলের সমকক্ষ। অলং বীরো বীরায-একজন বীর অন্য বীরের সকক্ষ। অলং মে রজ্জং-আমার রাজ্যের প্রয়োজন নেই।

২০২৬

৬। গত্যত্থে কম্মানি : গতিবোধাত্মক ধাতুকর্মে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা- অপ্‌পো সগ্‌গং গচ্ছতি-অল্পলোক স্বর্গে যায়।

৭। নমোযোগাদিস্বানি চঃ নমো, সোত্থি, সুগত ইত্যাদি সম্মানসূচক শব্দের প্রয়োগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা- নমো তস্‌স ভগবতো-ভগবানের উদ্দেশ্যে নমস্কার। সোত্থি তে ভগিনী-ভগ্নি, তোমার শান্তি হোক। স্বাগতং তে-তোমায় স্বাগতম।

৭। মঞ্ঞানাদরপ্‌পাণিনী : অনাদর বা অবজ্ঞা বোঝালে মঞ্ঞ ধাতু যোগে অবজ্ঞার্থে প্রযুক্ত অপ্রাণী বাচক কর্মে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা- অহং জীবিতং তিণায় ন মঞ্ঞামি- আমি জীবনকে তৃণতুল্য জ্ঞান করি না। কট্‌ঠস্‌স তুবং মঞ্ঞে-তোমাকে আমি কাষ্ঠের ন্যায় মনে করি।

৯। আসিংসযে : যাকে আশীর্বাদ করা হয় তার সম্প্রদান সংজ্ঞা অর্থাৎ চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা- সুখং ভবতো হোতু-তুমি সুখী হও।

পঞ্চমী বিভক্তি

১। অপাদানে পঞ্চমী : অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা- রুরখস্মা ফলং পততি-বৃক্ষ হতে ফল পড়ছে। পাপচিত্তং নিবারযে-পাপ হতে চিত্তকে নিবারিত করবে। নগরা নিগ্‌গতো রাজা-রাজা নগর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন।

২। ধাতুনামানং উপসগ্‌গযোগে : কতকগুলো ধাতু ও বিশেষ্যপদের সাথে কতকগুলো উপসর্গ যুক্ত হলে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা-

হিমবন্ত পভবতি পঞ্চ মহানদিযো- হিমালয় পর্বত হতে পাঁচটি মহানদী প্রবাহিত। তম্‌হা সমাধিম্‌হা উট্‌ঠহিত্বা-সেই সমাধি হতে উত্থিত হয়ে। বুদ্ধমহা পরাজিত অঞ্ঞতিত্থিয়া-তির্থিকগণ বুদ্ধ কর্তৃক পরাজিত।

৩। হেতুত্থে: হেতু অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা- কস্মা হেতুনা তুং ইধাগতো- কিসের জন্য তুমি এখানে এসেছ? যস্মা তুং ভীতুসি-যার জন্য তুমি ভীত হয়েছ।

৪। অদ্ধকাল নিম্মাণে : স্থান ও কালের পরিধি নির্দেশ করতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়া। যথা- ইতো চতুসো যোজনেসু সঙ্কস্‌স নহগরং অত্থি-এখান হতে চারক্রোশ যোজন দূরে সাংকাশ্য নগর অবস্থিত। গামস্‌স কোসমত্থকে নদীং পবাহিত-গ্রাম হতে এক ক্রোশ দূরে নদী প্রবাহিত।

৫। দিসা যোগে : দিকবাচক শব্দযোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা- অবিচিতো উপর-অবীচি নরকের উপরে। উদ্ধং পাদতলা-পায়ের তলা হতে উপরের দিকে।

৬। ত্বা লোপে কম্মাধিকরণেসু : ত্বা প্রত্যয় শব্দের লোপ হলে কর্ম ও অধিকরণ কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা- সকটা ওতরি-শকট হতে অবতরণ করলেন। আসনা উট্‌ঠহতি-আসন হতে উঠেছেন।

৭। তুলনত্থে : দুয়ের মধ্যে তুলনা বোঝালে নিকৃষ্টতাবোধক শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা- ধনম্মা বিজ্জা সেয্য-ধন হতে বিদ্যা শ্রেষ্ঠ। দেবদত্তো অঙ্গুলিমালস্‌স দুস্‌সীলতরো-দেবদত্ত অঙ্গুলীমালের চেয়ে দুঃশীলপরায়ণ।

৮। রক্‌খনট্‌ঠামিচ্ছিতং : যে সমস্ত বস্তু অন্যের আক্রমণ থেকে রক্ষার প্রয়োজন হয় তার উপর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা- কাকে রক্‌খন্তি তণ্ডুলা-কাক হতে চাউল রক্ষা করে।

ছট্‌ঠী বিভক্তি

১। সামীস্মিং ছট্‌ঠী : স্বামী বা সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা- রঞ্ঞো সাসনং- রাজার শাসন। মনুস্‌সানং আবাসো- মানুষের আবাস। পুপ্‌ফকানং গন্ধো-ফুলের গন্ধ।

২। নিদ্ধারণে চ : অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দ্বারা পৃথক করার নাম নির্ধারণ। নির্ধারণে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা- দেবানং সেট্‌ঠো ইন্দো-ইন্দ্র দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। নরানং চক্‌খুমান সেট্‌ঠো-মানুষের মধ্যে চক্ষুষ্মান শ্রেষ্ঠ। মনুস্‌সানং খত্তিযো সুরতমো-মানুষের মধ্যে ক্ষত্রিয় বীর্যবান।

৩। অনাদরে চ : অনাদর বা অবজ্ঞা বুঝালে অবজ্ঞাত জিনিসের উপর ষষ্ঠী বা সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা- সো রোদনস্‌স দারকস্‌স পব্বজি-ছেলেটি রোদন করা সত্ত্বেও তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। রাজা গীলানস্‌স পুরিসস্‌স দণ্ডং অদাসি-রাজা লোকটি রুগ্ন হওয়া সত্ত্বেও তাকে শাস্তি প্রদান করলেন।

৪। ততীযা সত্তমীঞ্চ : তৃতীয়া ও সপ্তমীর অর্থে কখনও কখনও ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা- পুপ্‌ফস্‌স বুদ্ধং পূজেতি-ফুল দ্বারা বুদ্ধকে পুজা করে। অযং দারিকা নচ্চগীতিস্‌স কুসলা-এ বালিকা নাচগানে দক্ষ।

৫। সামিস্‌সরাধিপতি : দাযাদ, সক্‌খি, পতিভূ ইত্যাদি শব্দ যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। বিম্বিসারো কোসরস্‌স অধিপতি অহোসি-বিম্বিসার কোসল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। অহং ধম্মস্‌স দাযাদ ভবিস্‌সামি- আমি ধর্মের উত্তরাধিকার হব। কো এত্থ অথস্‌স সক্‌খি-এখানে মোকদ্দমার সাক্ষী কে?

৬। দুতিযা পঞ্চমীঞ্চ : দ্বিতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তির অর্থে ক্বচিৎ ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা- সব্বে তসন্তি দণ্ডস্‌স-সকলেই শাস্তিকে ভয় করে। সব্বে ভাযতি মচ্চুনো-সকলেই মৃত্যুভয়ে ভীত। রাজা অম্হাকং জীবতিস্‌স দাতা-রাজা আমাদের জীবনদানকারী। পাপস্‌স অকরণং সুখং-সুখের মধ্যে পাপ করতে নেই।

৭। তুল্যত্থে চ : তুল্য, সদিস, সম শব্দযোগে ও ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা- বিনযস্‌স সদিসো গুণ নত্থি- বিনয়ের মত গুণ নেই।

৮। কিলমত্থে চ : কিং যোগে, অলং যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা- তস্‌স অলং-তার প্রয়োজন নেই। কিং তস্‌স সুট্‌ঠী তার পক্ষে কি ভাল?

সত্তমী বিভত্তি

১। ওকাসে সত্তমী : ওকাস বা অধিকারণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা- তস্মিং সরে উদকং মন্দং-সেই সরোবরে জল কম। আকাসে সকুণা বিচরতি-আকাশে পাখিরা উড়ছে। ভগবা সাবত্থিযং বিহরতি-ভগবান শ্রাবস্তীকে বাস করছেন।

২। কাল ভাবেসু : কালার্থে ও ভাবার্থে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা- সাযণ্হ সময়ে অগামিস্সামি-আমি সন্ধ্যায় আসব। অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তো হত্থীযোনিযং নিব্বত্তি-অতীতে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব হস্তীকূলে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সুরিয উগ্গচ্ছন্তে অন্ধকারং অন্তরধাযতে-সূর্য উদিত হলে অন্ধকার দূরীভূত হয়। সুরিয উগ্গচ্ছন্তে পদুমং বিকসতি-সুর্য উদিত হলে পদ্ম ফুল প্রস্ফুটিত হয়।

৩। উপধারধিক ইস্সরবচনে : উপ এবং অধি উপসর্গ যথাক্রমে অধিক এবং ঈশ্বর অর্থবাচক হলে শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তি হয়।

যথা- অধিদেবেসু বুদ্ধো-দেবতা হতে বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ। উপনিক্ক কহাপণং-নিক্ক হতে কহাপণ অধিক।

৪। কম্ম করণে নিমিত্তত্থেসু সত্তমী : কর্ম, করণ ও নিমিথার্থে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা-

সো পত্তে চম্বতি-সে পুত্রকে চুম্বন করে। তে রাজস্মিং আভিবাদেন্তি-তারা রাজাকে অভিবাদন করছে। ব্যাগ্ঘা চম্মেসু হনযতে-চামড়ার জন্য বাঘকে হত্যা করা হয়েছে। নত্থি বালো সহয়তা-মুর্খের সাথে সহায়তা করতে নেই।

৫। সম্পদানে চ : সম্প্রদান অর্থে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা- সঙ্গে দিন্নং মহাপফলং হোতি- সঙ্গে দান দিলে মহাফল হয়।

৬। পঞ্চম্যত্থে চ : পঞ্চমীর অর্থেও সত্তমী বিভক্তি হয়। যথা-

কদলীসু গজং রক্খতি-কলাগাছ হতে হাতিকে রক্ষা করে। জেতবনে অন্তরা ধাযতি ভগবা-ভগবান জেতবন হতে চলে যাচ্ছে।

৭। অনাদরে চ : অনাদর বা অবজ্ঞা বুঝালে অবজ্ঞার উত্তর সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা-

গোপা রোদন্তস্মিং দারকস্মিং পব্বজ্জি- গোপা ক্রন্দনরত বারককে প্রব্রজ্যা প্রদান করলেন।

৮। মন্ডিতুস্সুক্কেসু চ : মড়িতার্থে (সন্তুষ্ট) এবং উৎসুকার্থে (উৎসুক) সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা- ঞাণে মন্ডিতো-জ্ঞানে সন্তুস্ট-

ঞাণে উস্সুকো- জ্ঞান উজ্জীবিত।

অনুশীলনী

ক. ঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। 'ওকাস' বলতে কোন কারককে বুঝায়?

ক. অধিকরণ খ. কর্ম

গ. করণ ঘ. সম্প্রদান

২। দারকং চন্দং পস্সতি-বাক্যটির মধ্যে 'দারকং' শব্দটি কোন বিভক্তি?

ক. প্রথমা খ. দ্বিতীয়া

গ. তৃতীয়া ঘ. চতুর্থী

৩। অধিকরণ কারক কয় ভাগে বিভক্ত?

ক. দু ভাগে খ. তিন ভাগে

গ. চার ভাগে ঘ. পাঁচ ভাগে

৪। ক্রিয়ার আধারকে কোন কারক বলে?

ক. কর্ম খ. করণ

গ. সম্প্রদান ঘ. অধিকরণ

৫। সহাদিযোগে কোন বিভক্তি হয়?

ক. প্রথমা খ. দ্বিতীয়া

গ. তৃতীয়া ঘ. চতুর্থী

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. কারক ও বিভক্তির মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

২. বিভক্তি কাকে বলে? বিভক্তি কয় প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক বিভক্তির সংজ্ঞা সহ উদাহরণ দাও।

৩। তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তি কীভাবে গঠিত হয় উদাহরণ সহ লেখ।

গ. পালিতে অনুবাদ কর :

ভারতবর্ষে অশোক নামে এক রাজা ছিলেন। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের অনুগমন করেছিলেন। সে আমার সাথে কথা বলে না। তার আর পুস্তকের প্রয়োজন নেই। বুদ্ধকে বন্দনা করবে। কিসের জন্য, বেঁচে থাকতে চাও। সঙ্ঘকে পিণ্ডদান কর। সে ভিক্ষুর জন্য বস্ত্র বয়ন করছে। কাম হতে ভয় উৎপন্ন হয়। মুনি গ্রাম হতে চলে গেলেন। নদীর তীরে একটি আমগাছ আছে। এটি অমৃত লাভের পথ। মাতার ক্রন্দন সত্ত্বেও ছেলেটি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করল। ঐ দেশে কোন রাজা নেই। আমাদের মধ্যে একজন ক্ষত্রিয়।

দ্বাদশ অধ্যায়

অব্যয়

সংজ্ঞা : বচন, পুরুষ, কাল ইত্যাদি ভেদে অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই যে পদের কোনো হ্রাসবৃদ্ধি বা আকারের পরিবর্তন হয় না, তাকে অব্যয় বলে।

অব্যয় দু' ভাগে বিভক্ত। যথা- উপসর্গ ও নিপাত।

ক. উপসগ্গ (উপসর্গ)

উপেচ্ছখং সজন্তীতি উপসগ্গা।

নামপদ বা অন্যান্য শব্দের পূর্বে বসে বা যুক্ত হয়ে যারা বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে তাদের উপসর্গ বলে। উপসর্গ সর্বমোট বিশটি। যথা- প, পরা, নি, নী, উ, দু, সং, বি, অব, অনু, পরি, অধি, ভি, পতি, সু, আ, তি, অপি, অপ, উপ।

কোন কোন উপসর্গ ধাতুর উত্তর প্রকৃতিগত অর্থবোধে বাধা জন্মায়। কোন কোন উপসর্গ ধাতুর অর্থের অনুগমন করে। কোন কোন উপসর্গ ধাতুর অর্থ বিশেষভাবে প্রকাশ করে। যথা-

পরি + ধাব = পরিধাবতি,	প+ভা = পভাতি
পুরা + জি = পরাজেতি,	নি + গম = নিগচ্ছতি,
অনু + সর = অনুসরতি,	উ + গম = উগচ্ছতি,
অনু + নী = অনুনযতি,	অধি + কর = অধিকরোতি,
পতি + গম = পটিগচ্ছতি,	উপ + নি = উপনাযতি,
সু = আক্খ্যাত = স্বাক্খাতো,	সং + এগ্রা = সংজানতি,
অভি + নী = অভিনযতি,	বি + কর = বিকরোতি,
অপ + গম = অপগচ্ছতি,	আ + নী = আনযতি।
অব + ঠা = অবতিট্ঠতি।	

খ. নিপাত

সদিসা যে তি-লিঙ্গেরসু সব্বাস্সু চ বিভত্তিসু

বচনেসু চ সব্বেসু তে নিপাতাতি কিত্তিতা।

যারা তিন লিঙ্গে, সকল বিভক্তিতে এবং সকল বচনে একই অবস্থাতে থাকে তাদেরকে নিপাত বলে। নিপাত শব্দগুলোর কোনো পরিবর্তন হয় না। নিম্নে কয়েকটি নিপাত শব্দ দেওয়া হল।

অজ্জ, স্বে, হিয্যো ইদানি, তদা, যদা, কদা, সদা, সব্বাদা, রত্তিং, দিবা, চিরং, সাযং, পাতো, ইধ, তত্থ, কত্থ, কুত্থ, কত্থং, কদাচি, এবং, খিপ্পং, ধুবং, অচিরং, ধীরং, পুন, বিয, তুনতি, অদ্ধা, নুন, অপ্পেব, অপ, পি, সযং, মুসা, অতীব, অথ, না, ন, ইতি প্রভৃতি।

সম্বন্ধীয় অব্যয়ের কয়েকটি উদাহরণ

উপরি, পচ্ছা, পচ্ছতো, হেট্‌ঠা, অন্তরে, পুরতো, দূরে, দরতো, সমন্তা, সন্তকে, সমীপে, অবিদূরে, অনতিদূরে, বিনা, অলং, অম্ম, আবুসো, যাবতা, নো, ভন্দ, ভন্দে, সম্ম, সহ, সদ্ধিং।

নিত্য সম্বন্ধীয় সংযোজক অব্যয়ের কয়েকটি উদাহরণ

যত্থ, তত্থ, যদাতদা, যেন তেন, যাবতা তাবতা, যথরিব, যস্মা অস্মা, যতো ততো।

আবেশসূচক অব্যয় কয়েকটি উদাহরণ

অম্মো, সম্ম, আবুসো, আম, ভো, ভনে, মঞ্ঞে ইংরেজি ব্যাকরণে যা Adverb, Preposition, Conjunction and Interjection নামে অভিহিত পালি ব্যাকরণে তাই নিপাত।

আদর্শ অনুবাদ

স্বাক্‌খাতো ভগবতা ধম্মো-ভগবানের সুব্যাখ্যাত ধর্ম।

তস্‌স অলং- তার কোন প্রয়োজন নেই।

ধম্মেন বিনা গতি নত্থি-ধর্ম বিনা গতি নেই।

চিরং তিট্‌ঠতু সাসনং- শাসন চিরস্থায়ী হোক।

যেন তেন পকারেন-যে কোন প্রকারে।

কুলস্‌স সমীপে-কুলের সমীপে।

সুরিযো উগ্‌গচ্ছতি-সূর্য উদিত হয়।

সো মগ্‌গং বিকরোতি-সে পথ পরিবর্তন করে।

সো আচররিযং ভাসনং অনুকরোতি-সে আচার্যের ভাষণকে অনুকরণ করে।

সতঞ্চ গন্ধো পটিগচ্ছতি-সৎলোকের গন্ধ বাতাসের বিপরীত দিকে যায়।

উপসর্গ ও নিপাতঘটিত বাক্যের উদাহরণ:

উপসর্গ

১। বালিকা বিপরীত দিকে যায়-দারিকা পটিগচ্ছতি।

২। সে বালকটির পশ্চাতে দৌড়ায়-সো দারকং অনুধাবতি।

৩। সূর্য পুর্বদিকে উদিত হয়- সুরিয পুরত্থিমায উগ্‌গচ্ছতি।

৪। বিদ্যালয় পরিষ্কার কর- বিজ্জালয়ং পরিকরোতি।

৫। সে পুস্তকটি পরীক্ষা করে-সো পোত্থকং পরিক্খতি।

৬। শিক্ষককে অনুসরণ কর-আচরিযং অনুগচ্ছতি।

৭। সে সত্যকে অস্বীকার করে-সো সচ্চং অপজানাতি।

৮। উপাসক বুদ্ধকে পুজা করে-উপাসকো বুদ্ধং উপতিট্ঠতি।

৯। চোর বালিকা অপহরণ করে-চোরা দারিকং অপনযতি।

নিপাত

১। শাসন চিরস্থায়ী হোক- চিরং তিট্ঠতু সাসনং।

২। আজও সে মূর্খ- অজ্জাপি সো বাল।

৩। যেমন বাপ তেমন বেটা-যদিসো পিতা তদিসো পুত্তো।

৪। সর্বদা সত্যকথা বলবে-সব্বদা সচ্চং ভণ।

৫। কারণ ছাড়া কার্য নেই- হেতুনা বিনা ধম্মং নত্থি।

৬। সে রোগের হেতু বিদ্যালয়ে যায়নি-সো রোগং নিস্সায় বিজ্জালয়ং ন গচ্ছি।

৭। সে আমাকে জাতক সম্বন্ধে বলেছিল-সো মং জাতকং আরব্ভ কথেসি।

৮। আমার পিতা ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন-মম পিতরো বেসজ্জো সন্তিকং গচ্ছতি।

৯। যদি সে আসে-সচে সো আগচ্ছতি।

১০। বিদ্যালয়টি নগরের সম্মুখে- বিজ্জালযং নগরস্স সমীপে।

অনুশীলনী

ক. ঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। নিপাত বাক্যের কোন কোনস্থানে বসে?

ক. প্রারম্ভে খ. শেষাংশে

গ. মধ্যাংশে ঘ. পদের মধ্যে

২। উপসর্গের গতি কয় ধরনের?

ক. এক ধরনের খ. দু ধরনের

গ. তিন ধরনের ঘ. চার ধরনের

২০১৫

৩। **নিপাত সকল কারক ও সকল বিভক্তিতে কী রকম থাকে?**

ক. পরিবর্তিত রূপ খ. সঠিক রূপ

গ. অপরিবর্তিত রূপ ঘ. একই রূপ

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গ কয়টি? উদাহরণ দাও।

২. নিপাত কাকে বলে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

৩. নিম্নলিখিত নিপাতগুলো দ্বারা বাক্য রচনা কর ঃ

ইদানি, অজ্জ, চিরং, অথ, সব্বদা, উপরি, অন্তরে, সাযং, বিয, মা, পুরতো, পন, সচে, সক্‌খা, যথা তথা, যদা তদা, যেন তেন, সম্ম, ভন্দে, সাযং।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সমাস

নামানং সমানো যুত্তত্থো

দুই বা ততোধিক নামের একপদীকরণকে সমাস বলে। সমাস ছয় প্রকার। যথা- দ্বন্দ্ব, কম্মধারয়, দিগু, তপ্পুরিসো, বহুব্বীহি এবং অব্যযীভাব।

দ্বন্দ্ব সমাস

নামানং সমুচ্চযো দ্বন্দো

একই বিভক্তি যুক্ত দুই বা ততোধিক পদের যে সমাস হয় তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। এ সমাসে প্রত্যেক পদের অর্থ প্রধান থাকে। দ্বন্দ্ব সমাসকে ব্যাসবাক্যে পরিণত করার সময় প্রত্যেক পদের শেষে 'চ' অব্যয়পদ যোগ করতে হয়। দ্বন্দ্ব সমাস দু প্রকার। ইতরেতর দ্বন্দ্ব ও সমাহার দ্বন্দ্ব।

ইতরেতর দ্বন্দ্ব : এখানে সমাসবদ্ধ শব্দটি বহুবচনান্ত হয় এবং শেষ পদ অনুযায়ী লিঙ্গ ও বিভক্তি প্রাপ্ত হয়। যথা- সমণো চ ব্রাহ্মণ চ = সমণব্রাহ্মণা

চন্দিমো চ সুরিযো চ = চন্দিমসুরিযা।

সমাহার দ্বন্দ্ব : শেষের পদ যে লিঙ্গের হোক না কেন সমাসবদ্ধ হয়ে শব্দটি যদি নপুংসক লিঙ্গও একবচন হয় তখন তাকে সমাহার দ্বন্দ্ব বলে। যথা-

জরা চ মরণং চ = জরামরণং, হত্থি চ অস্সা চ = হত্থিস্সং।

১। তথা দ্বন্দ্ব পানি তুরিযযোগ্গো সেনংগ খুদ্দকজন্তুক বিবিধ বিরুদ্ধ বিসভাগ অথাধিনক্ষ।

প্রাণীর তুর্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরুদ্ধ স্বভাব বিশিষ্ট পরস্পর বিরোধী গুণবাচক শব্দের নিত্য সমাহার দ্বন্দ্ব হয়। যথা-

প্রাণিবাচক- হত্থ চ পাদা চ = হত্থ পাদং,

তুর্যবাচক-গীতং চ বাদিতং চ = গীতবাদিতং,

ক্ষুদ্রপ্রাণিবাচক ডংসং চ মসকং চ = ডংসমসকং,

বিরুদ্ধ স্বভাব বিশিষ্ট-অহি চ নকুলো চ = অহিনকুলং,

পরপর বিরোধী গুণ-কুসলং চ অকুসলং চ = সুসলাকুসলং,

সেনাবাহিনীর অংশবিশেষ-অসি চ চম্মং চ = অসিচম্মং।

২। রুক্‌খ, তীণ, পসু, ধন, ধঞ্ঞাদিনঞ্চ।

বৃক্ষ, তৃণ, পশু, বন, ধান্যবাচক শব্দের সমাহার দ্বন্দ্ব হয়। যথা- বৃক্ষবাচক = তালং চ তমালং চ = তালতমালং

তৃণবাচক = কুসো চ দুব্বা চ = কুসদুব্বং

পশু বাচক = আজো চ এলকো চ = অজেলকং

ধনাবাচক = মনি চ মুত্তা চ = মনিমুত্তং

ধান্যবাচক = সালি চ যবং চ = সালিযবং

কম্মধারয সমাস

দ্বিপদে তুল্যাধিকরণে কম্মধারয।

বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে যে সমাস হয় তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। কর্মধারয় সমাসে বিশেষণ পদ সাধারণত আগে বসে। যথা-

মহন্তী নদী = মহানদী।

কম্মধারয সমাস নয় প্রকার। যথা- ১) বিসেসন পুব্বপদ কম্মধারয ২. বিসেসন পরপদ কম্মধারয, ৩. বিসেসন উভযপদ উভয়ধারয ৪. উপমান উত্তর পদ কম্মধারয ৫. সম্ভাবনা পুব্বপদ কম্মধারয, ৬. অবধারক পুব্বপদ কম্মধারয, ৭. ন-নিপাত পুব্বপদ কম্মধার, ৮. কু-নিপাত পুব্বপদ কম্মধারয, ৯. প-আদি পুব্বপদ কম্মধারয।

১. বিসেসন পুব্বপদ কম্মধারয। বিশেষণ পদ পূর্বে পসে। যথা- মহেন্তা বীরো = মহাবীরো, নীলং উপপলং = নীলোপ্পলং।

২। বিসেসণনপরপদ কম্মধারয এখানে বিশেষণ পদ পরে বসে। যথা- নরো সেট্‌ঠো = নরোনেট্‌ঠো সারিপুত্তো থেরো = সারিপুত্তথেরো।

৩। বিসেসন উভযপদ কম্মধারয। পূর্বপদ এবং পরপর উভয় পদই বিশেষণ হয়।

অন্ধো চ বধিরো = অন্ধবধিরো, ছিন্নং চ ভিন্নং চ = ছিন্নভিন্নং।

৪। উপমান উত্তরপদ কম্মধারয। এ সমাসে পূর্বপদের সাথে উত্তরপদের উপমা বা তুলনা করা হয়। যথা-সীহবিয নরো = নরসীহো, সাগার বিয় বিনযো = বিনয়সাগরো।

২০১৫

৫। সম্ভাবনা পুব্বপদ কম্মধারয় অর্থাৎ পূর্বপদ পরপদের সম্ভাবনা বা পূর্বপদের সাথে পরপদের সম্পর্ক ব্যক্ত হয়ে পরিস্কারভাবে অর্থ বুঝানোর জন্য দুই পদের মধ্যে ইতি, হুত্বা, সংখাতো ইত্যাদি শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়। যথা-

অনিচ্চ ইতি সঞ্ঞা = অনিচ্চসঞ্ঞা, হেতু হুত্বা পচ্চযো = হেতুপচ্চযো।

৬। অবধারণ্ পুব্বপদকম্মধারয অর্থাৎ পূর্বপদের অর্থই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। যথা-

অবিজ্জা এবং মলং = অবিজ্জামলং, গুণ এবং ধনং = গুনধনং।

৭। ন-নিপাত পুব্বপদ কম্মধারয। এ সমাসে ন এ নিপাত পূর্বপদ হয়। স্বরবর্ণ পরে থাকলে 'ন' স্থানে 'অন' এবং ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে 'ন' স্থানে 'অ' হয়। যা-

ন অরিয়ো = অনরিয়ো, ন কুসলো = অকুসলো।

৮। কু-নিপাত পুব্বপদ কম্মধারয। এ সমাসে 'কু' এ নিপাত সব সময় পূর্বপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিবরণ পরে থাকলে 'কু' এর স্থানে 'কদ হয় এবং ব্যাঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে 'কু' এর স্থলে মাঝে মাঝে 'কা' হয়। যথা-

কু + আচারো = কদাচারো, কু + পুরিসো = কাপুরিসো।

৯। প-আদি পুববপদ কম্মধারায। এই সমাসে পা বা কিংবা অন্য কোন উপসর্গ যুক্ত হয়। যথা- পা + বচনং = পাবচনং, প + বুদ্ধো = পবুদ্ধো, অধি + সীলং = অধিসীলং।

দ্বিগু সমাস

সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বে বসে যে সমাস হয় তাকে দ্বিগু সমাস বলে। দ্বিগু সমাস দুই প্রকার। যথা- সমাহার ও অসমহার।

১। সমাহার দ্বিগু

এ সমাসে অনেক বস্তু বা ব্যক্তির সমাহার বা সমষ্টি বুঝায় এবং সে সমষ্টিকে একটি বস্তু হিসেবে ব্যক্ত করে। এ সমাসে একবচন ও নপুংসক লিঙ্গ হয়। যথা-

তযোলোকা = তিলোকং, তিনি রতনানি = তিরতনং, তিনি চীরবানি = তিচীবরং, পঞ্চসীলনি = পঞ্চসীলং।

২। অসমাহার দ্বিগু

এ সমাসে ব্যক্তি বা বস্তুরসমাহার বুঝায় না। এ সমাস বহুবচন হয়। যথা-

পঞ্চ ইন্দ্রিযানি = পঞ্চিন্দিযানি, তিনি সহস্সানি = তিসহস্সানি, তযোভবা = তিভবা।

তপ্পুরিসো সমাস

অমাদাযো পরপদোহি তপপুরিসো।

যে সমাসে পূর্বপদ দ্বিতীয়া হতে সপ্তমী বিভক্তি যুক্ত হয় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। সমাস করার পর পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় কিন্তু পূর্বপদের বিভক্তি অনুসারেই তৎপুরুষ সমাসের নাম হয়।

তৎপুরুষ সমাস ছয় প্রকার। যথা-দুতিযা তপ্পুরিসো, ততিযা তপ্পুরিসো, চতুত্থী তপ্পুরিসো, তপ্পুরিসো পঞ্চমী, ছট্‌ঠী তপপুরিসো ও সত্তমী তপ্পুরিসো।

উদাহরণ

১। দ্বিতীয় তৎপুরুষ (দুতিয়া তপ্পুরিসো)

সরণঙ্গাতো = সরণগতো, মিচ্ছং বাদী = মিচ্ছাবাদী।

২। তৃতীয়া তৎপুরুষ (ততিয় তপ্পুরিসো)

জাতিযাঅন্ধো = জচ্চান্ধো, সীলেরন সম্পন্নো = সীলসম্পন্নো।

৩। চতুর্থী তৎপুরুষ (চতুত্থী তপপুরিসো)

সঙ্ঘস্‌স দানং = সঙ্ঘদানং,

৪। পঞ্চমী তৎপুরুষ (পঞ্চমী তপ্পুরিসো)

রাজতো ভয়ং = রাজভয়ং, রুক্‌খস্মা পতিতো = রুক্‌খপতিতো।

৫। ষষ্ঠী তৎপুরুষ - ছট্‌ঠী তপ্পুরিসো

বুদ্ধস্‌স সাসনং = বুদ্ধসাসনং

ফলানং রসো = ফলরসো

ধম্মস্‌স দাযাদো = ধম্মদাযাদো

নদীযা তীরং = নদীতীরং

৬। সপ্তমী তৎপুরুষ (সত্তমী তপ্পুরিসো)

বিকালে ভোজনং = বিকালভোজনং, নরেসু উত্তমো = নরোত্তম।

পববজাযসুখং = পব্বজাসুখং।

অলুত্ত তম্পুরিসো (অলুপ্ত তৎপুরুষ) কোন তৎপুরুষ সমাসে বিভক্তি লুপ্ত হয় না তাদের অলুপ্ত তৎপুরুষ (অলুত্ত তপ্পুরিসো) সমাস বলে। যথা-

পভংকরো = পভংকরো,

অন্তেবাসিকো = অন্তেবাসিকো,

মচ্ছুনোপদং = মচ্ছুনোপদং

২০২১

বহুব্রীহি সমাস (বহুব্বীহি সমাস)

অঞ্ঞপদত্থেসু বহুব্বীহি।

যে সমাসে সমস্যমান পদ সমুহের অর্থ প্রধান রূপে না বুঝিয়ে অন্য একটি পদের অর্থ প্রধান হয় তাকে বহুব্বীহি বা বহুব্রীহি সমাস বলে। বহুব্রীহি সমাস অন্যপদের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যে পদের বিশেষণ হয় সে পদের লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তি প্রাপ্ত হয়। উদাহরণ-

জিতানি ইন্দ্রিযানি যেন = জিতেন্দ্রিযো (শ্রমণ), দসবলানি যস্স = দসবল (বুদ্ধ),

বিজিত মারো যেন = বিজিতমারো (ভগবান), ছিন্নহথো যস্স = ছিন্নহিথো (পুরুষ);

সীহস্স বিয নাদ যস্স = সীহনাদং, মহন্তী বলং যস্স = মহাবরং,

দণ্ড পাণিয্িঞ্ঞ যস্স = দণ্ডপাণি, মহন্তী পঞ্ঞা যস্স = মহাপঞ্ঞো (ভগবা), কেসেসু কেসেসু গহেত্বা পবত্তিতং যুদ্ধ = কেসাসোসি।

অব্বযীভাব

উপসগ্গ নিপাত পুব্বেকো অব্বযীভাব

যে সমাসের পূর্বে অব্যয় থাকে (উপসর্গ ও নিপাত) এবং অব্যয়ের অর্থ প্রধান থাকে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। যথা-

নগরস্স সমীপং = উপনগরং, কুলস্স সমীপং = উপকুলং,

রথস্স পচ্ছা = অনুরথং, ভিক্খায় অভাবো = দুবিভক্খং,

আমিস্সস অভবো = নিরমিসং, পব্বতস্স তীরো = তীরো পব্বতং

পচ্চেকং গেহং = পাটিগেহং, খুদ্দকং গেহং = উপগেহং,

মরণং পরিযন্তং = আমরণং, সমুদ্দং পরিযন্তং = আসমুদ্দং।

অনুশীলনী

ক. ঠিক উত্তরে পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দাও :

১। দুই বা বহুপদের একপদীকরণকে কী বলে?

ক. পদ খ. কারক

গ. সমাস ঘ. ক্রিয়া

২। ক পূর্বপদে থাকলে কোন সমাস হয়?

ক. অব্যয়ীভাব খ. দ্বন্দ্ব

গ. কর্মধারয় ঘ. তৎপুরুষ

খ. নিম্নের শব্দগুলোর ব্যাসবাক্যসহ সমাস লেখ :

জরামরণং, সুখদুকখং, মণিমুত্তং, অন্ধবধিরো,

মহাভযং, নরসীহো, বিকপেপা, দসসিক্‌খাপদং,

সঙ্ঘদানং, নদীতীরং, দুবিভক্‌খঙ, উপবনং, দীপংকরো,

চন্দসুরিযো, কদারিযং, গীতবাদিতং, দসবলানি,

কুসলাসকুসলং, গুণধনং, কাপুরিসো, দসসীলং,

সুগন্ধি, চোরভযং, বুদ্ধভাসিতং, সমুদ্দতীরং, যথাকম্মং।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. সমাস কাকে বলে? সমাস কয় প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক সমাসের একটি করে উদাহরণ দাও।

২. কর্মধারয় সমাস কাকে বলে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

৩. দ্বিগু ও কর্মধারয় সমাসের পার্থক্য নির্ণয় কর।

৪. বহুব্রীহি ও অব্যয়ীভাব সমাসের সংজ্ঞা উলেখপূর্বক উভয়ের পার্থক্য নির্ণয় কর।

৫. পঞ্চমী ও সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসের সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।

চতুর্দশ অধ্যায়

ণিজন্ত ক্রিয়া

কোন ক্রিয়া বা কাজ নিজে না করে অন্যের দ্বারা করালে তাকে ণিজন্ত ক্রিয়া বলে। সাধারণত ধাতুর উত্তর অয অথবা আপয প্রত্যয় যোগে ণিজন্ত ক্রিয়া গঠিত হয়। অয এবং আপয পরিবর্তিত হয়ে যথাক্রমে ই এবং আপ হয়। যথা-

অয প্রত্যয় যোগে

$\sqrt{}$ ভুজ্ + অয + তি = ভুজযতি, ভোজেতি; $\sqrt{}$ গম্ + অয + তি + গমযতি, গবেতি; $\sqrt{}$পুচ্ছ + অয + তি = পুচ্ছযতি, পুচ্ছেতি।

অপয় প্রত্যয় যোগে

$\sqrt{}$ দা + আপয় + তি = দাপযতি, দাপেতি; $\sqrt{}$ঠা + আপ + তি = ঠাপযতি, ঠাপেতি; $\sqrt{}$ছিদ্ + আপয + তি = ছদাপযতি, ছিদাপেতি।

উভয় প্রত্যয়যোগে

$\sqrt{}$কর্ = কারযতি, কারেতি, কারাপযতি, কারাপেতি।

বাক্য রচনা

ক) উপাসিকা ভিক্ষুকে ভোজন করাচ্ছে-উপাসিকা বিক্খুং ভোজযতি।

খ) শিক্ষক ছাত্রকে হাসাচ্ছেন-সিক্খকো সাবকং হাসাপেতি।

গ) রাজা দরিদ্রকে ধন বিতরণ করাচ্ছেন-রাজা দলিদ্দস্স ধনং দাপযতি।

ঘ) পিতা পুত্রকে বিদ্যালয়ে পঠাচ্ছেন-পিতা পুত্তং বিজ্জালযং গমযতি।

যঙন্ত ক্রিয়া

ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য ও অতিশয় অর্থে ধাতুকে দ্বিরাবৃত্তি করে যে ক্রিয়া গঠিত হয় তাকে যঙন্ত ক্রিয়া বলে। যথা-

$\sqrt{}$গম্- গ + গম্ + তি = জঙ্গমতি, $\sqrt{}$ চল্- চ + চল্ + তি = চঞ্চলতি, কম্ - ক + কম্ + তি = চঙ্কমতি, $\sqrt{}$জিল্ - জ + জল + তি = জজ্জলতি, $\sqrt{}$জন্- জন + জন্ + তি = জঞ্জনতি।

বাক্য রচনা

ক) স্থবির চংক্রমন করছেন-থেরো চঙ্কমতি।

খ) বালকটি আঙিনায় ছুটাছুটি করছে-দারকো অঙ্গনে চঞ্চলতি।

গ) আকাশে তারাগুলো পুনঃ পুন জ্বলছে-আকাসে নক্খত্তা জলজলতি।

ঘ) রাজা উদ্যানে ইতস্তত বিচরণ করছেন-রাজা উয্যানে জঙ্গমতি।

সনন্ত ক্রিয়া

কর্তার ইচ্ছাকে বুঝাতে ধাতুর উত্তর খ, ছ, স প্রত্যয়যোগে যে ক্রিয়া গঠিত হয় তাকে সনন্ত ক্রিয়া বলে।

নিয়মাবলি

১। খ, ছ, স প্রত্যয় পরে থাকলে একস্বর বিশিষ্ট ধাতুর আদ্য ব্যঞ্জন বর্ণ দ্বিত্ব হয়। দ্বিত্ব হলে পূর্ব ব্যঞ্জনবর্ণকে অভ্যাস বলে।

২। অভ্যাসের দীর্ঘস্বর হয়।

৩। বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ অভ্যাস হলে তদস্থানে যথাক্রমে সে বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ আদেশ হয়।

৪। অভ্যাসের ক, গ এবং হ স্থানে জ আদেশ হয়।

৫। অভ্যাসের ক স্থানে চ হয়।

৬। অভ্যাসের অন্তস্থিত স্বরবর্ণ স্থানে ই আগম হয়।

উদাহরণ

(ক) খ প্রত্যয় যোগে

√দিস্ + খ = দিদিক্খতি, √ভুজ্ + খ = ভভুক্খতি, √তিজ্ + খ = তিতিক্খতি, √মুজ্ + খ = মমক্খতি।

(খ) ছ প্রত্যয় যোগে

√দা + ছ = দিচ্ছতি, √দিত্ + ছ = চিকিচ্ছতি, √ঘস্ + ছ = জিঘিচ্ছতি, √গুপ্ + ছ = জিগুচ্ছতি।

(গ) স প্রত্যয় যোগে

√পা + স = পিপাসতি, √গম্ + স = জিগমিস্সতি, √ঠ + স + তিট্ঠাসতি, √জ + স + জিগঙসতি।

বাক্য রচনা

১। ব্যাধ পাখিটিকে হত্যা করতে ইচ্ছা করে- লুদ্ধকো সকুণং জিঘাসতি।

২। সে ত্রিপিটক পাঠ করতে ইচ্ছা করে-সো তিপিটকং পিপটিঠসতি।

৩। কেউ মরতে চায় না-কোচি ন মুমুস্সতি।

৪। তারা ধর্ম শ্রবণ করতে ইচ্ছা করে-তে ধম্মসবনং সস্সুসতি।

ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

ধাতুর উত্তর, অন্ত, মান, ত, তব্ব, তনীয় ইত্যাদি প্রত্যয়যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠিত হয়। প্রত্যয় যে বিশেষ্য পদের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় সে বিশেষ্য পদের লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তির আকৃতি প্রাপ্ত হয়। ক্রিয়াবাচক বিশেষণ তিন প্রকার। যথা- বর্তমান ক্রিয়াবাচক বিশেষণ, অতীত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ও ভবিষ্যত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ।

ক্রিয়ার রূপ যখন একই সঙ্গে ক্রিয়া এবং বিশেষণের কাজ সম্পন্ন করে তখন তাকে ক্রিয়া বাচক বিশেষণ বলে। যেমন-মহ্ + মানো = মহীযমানো, ভূ + তব্ব = ভূতব্ব।

১। বর্তমান ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

ধাতুর সাথে অন্ত, অং, মান, আন ইত্যাদি প্রত্যয়যোগে বর্তমান ক্রিয়া বাচক বিশেষণ গঠিত হয়। যথা- অন্ত, অং যোগে

পচ্ + অন্ত = পচন্ত, পচ্ + অং = পচং, গম্ + অন্ত = গচ্ছন্ত, গম্ + অং = গচ্ছং।

মান, আন যোগে

√পচ + মান = পচমান, √চর + মান = চরমানি, √পচ + আন = পচান, √চর + আন = চরান।

২। অতীত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

অতীতকাল বোঝালে ধাতুর সাথে ত, ন, তবন্ত, তাবী ইত্যাদি প্রত্যয়যোগে অতীত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠিত হয়। অতীত ক্রিয়া বাচক বিশেষণ দ্বিবিধ। যথা- জি + তব্ব = জিতব্ব।

উদাহরণ

ত, অন্ত, তাবী প্রত্যয় যোগে

√জি + ত = জিত, √জি + তবন্ত = জিতবা, √জি + তাবী = জিতাবী, √গী + ত = গীতি, গী + তবন্ত = গীতবা, গী + তাবী = গীতাবী।

ত, ন প্রত্যয় যোগে

√ভিক + ত = ভিন্ন, √দা + ত = দন্ন, √ছিদ + ত = ছিন্ন, √পা + ত = পীত।

ভবিষ্যৎ ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

উচিত অর্থে ধাতুর উত্তর তবব, অনীয় ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ভবিষ্যত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠিত হয়।

যথা-

তব্ব প্রত্যয় যোগে

√গম্ + এব = গন্তব্ব, √দা + তব্ব = দাতব্ব।

অনীয় প্রত্যয়যোগে

√পুজ্ + অনীয় = পুজনীয়, √পচ্ + অনীয় = পচনীয়, √গম্ + অনীয় = গমনীয়।

য প্রত্যয় যোগে

√ভুজ্ + য = ভোজ্জ, √গ্ম + য = গম্ম, √পা + য = পেয।

বাক্য রচনা

আমি ক্রন্দনরত লোকটাকে দেখলাম- অহং রোদন্তং নরং পস্সিং।

আমাকে বাড়ি যেতেই হবে-মযা গেহং গন্তব্বং।

তোমাদের ধর্ম শ্রবণ করা উচিত-তুম্হেহি ধম্মং সোতব্বং।

সে দাঁড়িয়েই কাঁদছিল-সো রোদমনা ব অট্ঠাসি।

অসমাপিকা ক্রিয়া

যে ক্রিয়ার দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না তাদিগকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। অসমাপিকা ক্রিয়া দুই প্রকার। যথা-Gerund এবং Infinitive- এ দুটি ক্রিয়া দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না বলে এদের অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।

১। Gerund ক্রিয়ার মূল অথবা প্রতিপাদিকের সাথে ত্বা, ত্বান, তুন, য প্রত্যয় যোগে যে ক্রিয়া গঠিত হয় তাকে Gerund বলে। বাংলায় ক্রিয়ার সাথে ইয়ে, ইংরেজিতে ক্রিয়ার সাথে ing যোগ হয়। Gerund কে ত্বা প্রত্যয় বলে। যথা- পঠ + ত্বা = পঠিত্বা।

ত্বা প্রত্যয় যোগে

√গম্ + ত্বা = গন্ত্বা, √পচ্ + ত্বা = পচিত্বা, √লভ্ + ত্বা = লভিত্বা, √দা + ত্বা = দত্বা, √কর্ + ত্বা = কত্বা, √জা + ত্বা = জেত্বা, নি + নি + ত্বা = নেত্বা।

য প্রত্যয় যোগে

√ভুজ্ + য = ভুঞ্জেয, √চিন্ত্ + য = চিন্তিয।

ত্বান প্রত্যয় যোগে

√কর্ + ত্বান = কত্বান, √গম্ + ত্বান = গন্ত্বান, √দা + ত্বান = দত্তান।

তুন প্রত্যয় যোগে

√কর্ + তুন = কাতুন, √দা + তুন = দাতুন।

১। Infinitive ক্রিয়ামূল অথবা প্রতিপাদিকের সাথে তবে, তুযে, তাবে, তুযং-এ চারটি প্রত্যয় যোগ করে যে ক্রিয়া গঠিত হয় তাকে Infinitive বলে। বাংলায় ক্রিয়ার সাথে ইয়া প্রত্যয় যুক্ত করে এবং ইংরেজিতে ক্রিয়ার আগে to যোগ হয়। Infinitive কে তুং প্রত্যয় বলা হয়।

ক) তুং প্রত্যয় যোগে

√পচ্ + তুং = পচিতুং, √দা + তুং = দাতুং, √গম্ + তুং = গনতুং, √নি + তুং = নেতুং, √ছিদ্ + তুং = ছিন্দিতুং, √সু + তুং = সোতুং।

খ) তাবে, তুযে, তাযে প্রত্যয় যোগে

দা + তাবে = দাতবে, পহ + তাবে = পহাতবে, মর + তুযে = মরিতুযে, দিস + তাযে = দক্খিতাযে।

২০২৫

বাক্য রচনা

আমি বাড়ি গিয়ে ভাত খাব- অহং গেহং গন্তা ভত্তং ভুঞ্জিস্সামি।

আমি প্রব্রজ্যা গহণ করতে ইচ্ছা করি- অহং পব্বজিতুং ইচ্ছামি।

বাড়ি এসে আমি তাকে দেখলাম- ঘরং আগন্ত্বা অহং তং পস্সিং।

চাকরেরা ভাত খেয়ে চলে গেল- দাসা ভত্তং খাদিত্বা গচ্ছিংসু।

আমি তাকে স্কুলে যেতে দেখলাম- অহং তং বিজ্জালযং গন্তুং পস্সিং।

সে এখানে গান গাইতে আসবে- সো ইধং গীতুং আগচ্ছিস্সতি।

রাম বাড়ি গিয়ে কাজ করবে- রামো গেহং গন্ত্বা কম্মং করিস্সসি।

দুষ্ট বালকেরা বিদ্যালয়ে যেতে চায় না- বাল দারকা বিজ্জালয়ং গচ্ছিতুং ন ইচ্ছন্তি।

অলস লোকেরা কাজ করতে ইচ্ছা করে না- অলসা কম্মং কাতুং ন ইচ্ছন্তি।

সে বনে গিয়ে গাছ কেটে ফিরে এল- সে বনং গন্ত্বা রুক্খং ছিন্দিত্বা পচ্ছাগমি।

নামধাতু

বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের আয়, ইয, ঈয এবং আপ যুক্ত হয়ে কতকগুলো ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। আচরণ করা, ইচ্ছা বা কামনা করা ইত্যাদি অর্থে নামধাতু ব্যবহৃত হয়। নামপদের উপর বিভক্তি যোগ করে এ সকল ক্রিয়াপদ গঠিত হয় বলে এদের নামধাতু বলে।

উদাহরণ

আয় প্রত্যয়যোগে-

পব্বত = পব্বতাযতি, করুণা = করুণাযতি, ধন = ধনাযতি, মেত্তং = মেত্তাযতি।

ইয় এবং ঈয় প্রত্যয় যোগে

পুত্ত = পুত্তীযতি, নদী = নদীযতি, পত্ত = পত্তীযতি, চীবর = চীবরযতি।

আপ প্রত্যয় যোগে

দুক্খ = দুক্খাপেতি, সুখ = সুখাপেতি।

বাক্য রচনা

দরিদ্র ধন লাভ করতে ইচ্ছা করে- দলিদ্দো ধনাযতি।

নগরে প্রাচীরটি পর্বতের কাজ করে- নগরস্স পাকারং পব্বতাযতি।

ভিক্ষু উপাসকের নিকট চীবর পেতে ইচ্ছা করে- ভিকখু উপাসকং চীবরাযতি।

ছেলেটি হ্রদকে সমুদ্র মনে করে- দারকো রদং সমুদ্দাযতি।

শিক্ষক ছাত্রকে পুত্রের ন্যায় আচরণ করে- সিক্খকো সাবকং পুত্তীযতি।

অনুশীলনী

ক. ঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। আ এবং আপয এর পরিবর্তিত ক্রিয়া কোনটি?

ক. সমাপিকা ক্রিয়া খ. ণিজন্ত ক্রিয়া

গ. সনন্ত ক্রিয়া ঘ. যঙন্ত ক্রিয়া

২। ক্রিয়াবাচক বিশেষণ কত প্রকার?

ক. দু প্রকার খ. তিন প্রকার

গ. চার প্রকার ঘ. পাঁচ প্রকার

৩। অসমাপিকা ক্রিয়া কয় প্রকার?

ক. দু প্রকার খ. তিন প্রকার

গ. চার প্রকার ঘ. পাঁচ প্রকার

খ. পালিতে অনুবাদ কর :

মাতা কন্যাকে বিহারে পাঠাচ্ছেন। দেবদত্ত বিম্বিসারকে হত্যা করিয়েছেন। রাজা উদ্যানে ইতস্তত বিচরণ করছেন। মাতা পুত্রশোকে বার বার কাঁদছে। তার সমুদ্র দেখতে ইচ্ছা করে। সে পুস্তক পড়তে ইচ্ছা করে। আমি তাকে যেতে দেখেছিলাম। তুমি কার ভয়ে ভীত। দরিদ্রকে কিছু দান করা উচিত। ছেলেরা নদীতে গিয়ে মাছ ধরল। সে ভিক্ষুকে দর্শন করতে এসেছিল। সে বাড়ি গিয়ে ভাত খাবে। সন্তানের উন্নতি পিতামাতাকে সুখী করে। সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী পোষণ কর।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. ণিজন্ত ক্রিয়া কীভাবে গঠিত হয়? উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর।

২. পালিতে যঙন্ত ক্রিয়া কীভাবে গঠিত হয়? উদাহরণ দাও।

৩. যঙন্ত ক্রিয়ার সংজ্ঞা লেখ।

৪. সনন্ত ক্রিয়া কীভাবে গঠিত হয়? বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর।

৫. ক্রিয়াবাচক বিশেষণ কাকে বলে? ইহা কয়প্রকার ও কী কী?

৬. বর্তমান ও ভবিষ্যত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ কীভাবে গঠিত হয়। উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে দাও।

৭. অসমাপিকা ক্রিয়ার সংজ্ঞাসহ উদাহারণ দাও।

৮. অসমাপিকা ক্রিয়া কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও।

৯. পালিতে ত্বা এবং তুং প্রত্যয় কীভাবে গঠিত হয় দেখাও।

১০. কিভাবে নামধাতু গঠিত হয় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

অনুবাদ

ভূমিকা

এক ভাষা হতে অন্য ভাষায় রূপান্তর করাকে অনুবাদ বলে। ইংরেজি অথবা বাংলা ভাষা হতে পালি ভাষায় পরিবর্তন বা রূপান্তর করার নাম পালি অনুবাদ। তেমনি পালি থেকে বাংলা ভাষায় পরিবর্তন করার নাম বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ সাধারণত দু ধরনের। যথা- আক্ষরিক অনুবাদ এবং ভাবানুবাদ। মূলটাকে অক্ষুন্ন রেখে যে অনুবাদ করা হয় তাকে আক্ষরিক এবং মূলের ভাবটুকু অনুবাদকে ভাবানুবাদ বলে। তবে পালিতে সাধারণত আক্ষরিক অনুবাদই হয়ে থাকে।

বিশুদ্ধ বাংলা বাক্যের অনুকরণে বাংলা ভাষার বিভক্তি, বচন, লিঙ্গ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ রেখে পালি ভাষায় অনুবাদ করতে হয়। অনুরূপভাবে পালি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদের সময়ও একই দিকে অনুরূপ দৃষ্টি দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, বাক্যের মধ্যে বিশেষ্যের যে লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তি হয় বিশেষণেরও সে লিঙ্গ, বচন, বিভক্তি হয়।

পালি একটি উন্নত ভাষা এবং আকর্ষণীয় তার রূপ। অতএব, পালিতে অনুবাদের সময় পালি ভাষার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকা বাঞ্চনীয়।

অনুবাদের নমুনা

১। পালি থেকে বাংলায় অনুবাদ :

এবং মে সুতং- একং সময়ং ভগবা সাবিত্থিযং বিহরতি জেতবনে অনাথপিন্ডিকস্‌স আরামে। তেন খো পন সমযেন সাবত্থিযং অঞ্ঞতরো ভিক্‌খু অহিনা দট্‌ঠো কালকতো হোতি। অথ খো সম্বহুলা ভিক্‌খু যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমিংসু; উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু। একমন্তং নিসিন্না খো তে ভিক্‌খু ভগবন্তং এতদ্‌বোচুং- "ইধভন্তে, সাবত্থিযং অঞ্ঞতরো ভিক্‌খু অহিনা দট্‌ঠো কালকতো"তি।

বাংলা অনুবাদ : আমি একসময় এরূপ শুনেছি- ভগবান তখন শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিন্ডিক শ্রেষ্ঠীর আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন শ্রাবস্তীর জনৈক ভিক্ষু সর্পের দ্বারা দংশিত হয়ে কালপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। অতঃপর কতিপয় ভিক্ষু যেখানে ভগবান ছিলেন সেখানে গমন পুর্বক ভগবানকে অভিবাদন করে এক পাশে বসলেন। তাঁরা একপাশে বসে ভগবানকে বললেন- ভন্তে, এ শ্রাবস্তীর জনৈক ভিক্ষু সর্প দংশিত হয়ে কালপ্রাপ্ত হয়েছেন।

শব্দার্থ- অহিনা-সর্প দ্বারা, দট্‌ঠো-দংশন; কালকতো-কালপ্রাপ্ত।

২। বাংলা থেকে পালিতে অনুবাদ :

মগধাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু রাজগৃহে ভগবানের দেহাবশেষের উপর স্তূপ নির্মাণ ও পূজা করলেন। বৈশালীর লিচ্ছবীগণ বৈশালী নগরে, কপিলাবস্তুর শাক্যগণ কপিলাবস্তুতে, অলকপ্পবাসী বুলয় রাজগণ অলকপপে, রামগ্রামের কোলিয়গণ রামগ্রামে, বেঠদ্বীপের ব্রাহ্মণরাজা বেঠদ্বীপে, পাবানগরের মলগরাজগণ পাবানগরে, কুশীনারার মলরাজগণ কুশীনারায় ভগবানের দেহাবশেষের উপর স্তূপ নির্মাণ এবং পূজা করলেন।

পালি অনুবাদ :

রাজা মগধো অজাতসত্তু বেদেহিপুত্তো রাজগহে ভগবতো সরীরং যুপঞ্চ মহঞ্চ অকাসি। বেসালিকাপি লিচ্ছবি বেসালিযং, কপিলবথুবাপি সক্যা কপিলবত্থুস্মিং, অলকপ্পকাপি বুলযো অলকপ্পে, রামগামকাপি কোলিযা রামগামে, বেঠদীপকোপি ব্রাহ্মণো বেঠদীপে, পাবেয্যকাপি মলা পাবাযং, কোসিনারাকাপি মলা কুসিনারাযং ভগবতো সরীরং থূপঞ্চ অকংসু।

৩। কতকগুলো প্রয়োজনীয় বাক্যের অনুবাদ ঃ

মানুষ মরণশীল- মাণবো মরণধম্মো।

স্বাস্থ্যই সম্পদ - আরোগ্যং পরমং ধনং।

পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে- পঠবী সুরিযং পরিতো আবত্ততি।

মিথ্যা কথা মহাপাপ- মুসাবাদো মহাপাপো।

সর্বদা সত্য কথা বলবে- সব্বদা সচ্চং ভণ।

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর- ধূমপানো আরোগ্যলাভস্স অহিতকর।

জ্ঞানী লোকের সংশ্রবে থাকবে- পঞ্ঞাবন্তেহি সন্নিবস।

ঢিলটি মারলেই পাটকেলটি খেতে হয়- যথা কম্মং তথা ফলং।

কয়লা ধুলেও ময়লা ছাড়ে না- অঙ্গারো ধুপি ত্বাপি অত্তনো মলো ন বিজ্জতে।

কষ্ট না করলে সুখ মেলে না- বিনা কিলেসেন সুখং ন লভতে।

দুঃখের পর সুখ- দুক্খস্স পচ্ছা সুখং।

কারও পৌষমাস কারও সর্বনাশ- কস্সচি ফুস্সমাসো, অঞ্ঞস্স সব্বনাসো।

অতিভক্তি চোরের লক্ষণ- অতিগারবো চোরস্স লক্খণং।

অর্থই অনর্থের মূল- অত্থং অনত্থস্স মুলং।

জোর যার মুলক তার- যস্স বরং তস্স সব্বং।

গুণই ধন- গুণং এব ধনং।

অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত্রি- অন্ধস্স অহোরত্তং একমেব সদিসং।

অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী- অপ্পবিজ্জা ভয়ঙ্করং।

এগারটায় বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়- একাদশ ঘটিকায় বিজ্জালযস্স কম্মারব্ভো হোতি।

স্বাধীনতাই সুখ, পরাধীনতাই দুঃখ- অত্তনো বসো সুখং; পরবসো দুখ্খং।

সূর্য উদিত হচ্ছে- সুরিযো উগ্‌গচ্ছতি।

বালকেরা আমগুলো খাচ্ছে- দারকা অম্বে খাদন্তি।

শিক্ষক শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছেন- আচরিযো সিস্‌সং ওবদতি।

ধর্ম ব্যতীত সুখ কোথায়?- ধম্মেন বিনা কুতো সুখং?

আমি ধর্মের জন্য প্রাণ ত্যাগ করব- অহং ধম্মস্‌স অত্তায় জীবিতং পরিচজ্জামি।

বৃক্ষ হতে ফলগুলো পড়ছে- রুক্‌খস্মা ফলানি পতন্তি।

তক্ষশিলায় একজন প্রখ্যাত শিক্ষক বাস করতেন- তক্কসিলাযং একো দিসাপামোক্‌খো আচরিযোগ বসতি।

বালিকাটি ভাত পাক করছে- দারিকা ভত্তং পচতি।

দেবদত্ত বাণ দ্বারা হাসকে বিদ্ধ করেছিল- দেবদত্তো বাণেন হংসং বিজ্‌ঝি।

শত্রুরা পর্বতে প্রবেশ করেছিল- অরী পব্বতং পবিংসু

কৃষকেরা মাঠে বীজ বপন করছে- কস্‌সকা খেত্তে বীজং বপিংসু।

তারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে- তে পব্বজিস্‌সন্তি।

তোমরা পঞ্চশীল গ্রহণ করবে-তুম্‌হে পঞ্চসীলং গণ্‌হিস্‌সথ।

আমাকে একখানি বস্ত্র দিন- বত্থং মে দেহি।

এ পুর্ণকর্মের দ্বারা আমার যেন দেবলোকে জন্ম হয়- ইমিনা পুঞ্‌ঞকম্মেন অহং দেবলোকং নিবব্বত্তস্‌সমি।

৪। পালিতে অনুবাদ কর :

লুম্বিনী

ক. বোধিসত্ত্ব লুম্বিনী উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সম্রাট অশোক এ স্থানে এসে বন্দনা করেছিলেন। তিনি সেখানে একটি পাথরের স্তম্ভ নির্মাণ করেন। তোমরা আজও সে স্তম্ভ দেখতে পাবে। এ স্তম্ভ দেখেই বলা যায়, এ স্থানই মহামতি বুদ্ধের জন্মস্থান।

সংকেত : পাথরের স্তম্ভ - পাসাণথম্ভ, আজও- অজ্জাপি, বুদ্ধের জন্মস্থান - বুদ্দস্‌স জাতটানং।

খ. একদিন বোধিসত্ত্ব তার ভৃত্যকে অশ্ব প্রস্তুত রাখতে বলেন। ভৃত্য তাঁর প্রিয় অশ্বটি আনলেন। পুত্র গৃহত্যাগ করেছে জেনে রাজা সকালে অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়েন। বোধিসত্ত্ব আরাঢ় কালামের আশ্রমে উপনীত হন। সেখানে তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেন। পরবর্তীকালে বোধিবৃক্ষের নিচে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন।

সংকেত : অশ্ব প্রস্তুত রাখা-অস্‌স কপ্‌পেত্থুং, অবসাদ (দুঃখভারাক্রান্ত)- কিলিট্‌ঠ, আশ্রম- অস্‌সম, বোধিবৃক্ষের নিচে- বোদিরুক্‌খমূলে।

গ. সে উচ্চশিক্ষার জন্য বারাণসী গিয়েছিল। ধনী ব্যক্তিটি দরিদ্রদের মধ্যে কাপড় বিতরণ করল। সে মাসব্যাপী ইতিহাস পড়ছে। দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় না। অশ্বটি দ্রুত দৌড়াচ্ছে। গ্রামের চারদিকেই খেত রয়েছে। কাকটি একটি হালকা গাছের উপর শুয়ে আছে।

সংকেত : উচ্চশিক্ষার জন্য- উচ্চতর সিক্‌খা লভিতুং, বিতরণ করল- বিভাজেসি, মাসব্যাপী-মাসং নিস্‌সায়, দুঃখ বিনা- দুক্‌খং বিনা, গ্রামের চারদিকে-সমন্তা গামং পরিযন্তং, শুয়ে থাকা-সযতি।

৫। বাংলা কর :

ক. যস্মিং পন সময়ে বোধিসত্তো লুম্বিনীবনে জাতো

ততস্মিং এব সময়ে রাহুলমাতা দেবী, ছন্ন অমচ্চো

কালুদায়ী অমচ্চো, কন্থক অস্সরাজা, মহাবোধি

রুক্খ, চত্তারো নিধিকুম্ভিযো চ জাতা।

সংকেত : জাত- জন্মগ্রহণ, অমচ্চো- অমাত্য।

খ. বোধিসত্তো মাতুকুচ্ছিম্হা নিক্খমি। দারিকা পিপাসিতস্স উদকং দদাতি। আচরিযস্স সাবকো পুপ্ফস্স বুদ্ধং পূজাতি। গহপতি সীহস্স দিট্ঠায পলাযাতি। অতীতে বারণসীযং ব্রহ্মদত্ত নাম রাজা অহোসি। চোরা মম ভণ্ডানি হরিংসু। পিতা অম্হাকং একং পোত্থকং কিণিস্সতি। অনুগ্গহং কত্বা তস্স একং পোত্থকং দেহি। সচে অজাতসত্তু পিতরং ন অবধিস্স সোতপত্তি ফলং অলভিস্সা। সচে আচরিযং সদ্ধায ঞাণং লভেয্য।

সংকেত : মাতুকুচ্ছিম্হা- মাতৃগর্ভ হতে; পিপাসিতস্স- তৃষ্ণার্ত; সাবকো- শিষ্য, দিট্ঠিযা-দেখে; ভণ্ডানি- জিনিষপত্র; পোত্থকং-পুস্তক; পিতরং ন অববিস্স-পিতৃহত্যা না করলে।

৬। পালিতে অনুবাদ কর :

ক. বোধিসত্ত্ব বুদ্ধগয়ায় মহাজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হয়েছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার ধর্মপ্রাণ উপাসকেরা এখানে প্রতিবছর আসে এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এখানে বুদ্ধের ধ্যানমগ্ন মূর্তি দেখা যায়। বুদ্ধগয়া বৌদ্ধদের পবিত্র তীর্থস্থান।

সংকেত : মহাজ্ঞান- সম্বোধি, ধর্মপ্রান উপাসক-ধম্মানুরাগ উপাসক,

শ্রদ্ধা নিবেদন করা- গারবেন বন্দতি, ধ্যান-ঝান।

পুরাকালে কোশল নামে এক রাজ্য ছিল, তার রাজধানীর নাম শ্রাবস্তী।

ষোল বছর বয়সে তিনি ত্রিপিটক এবং আঠারটি বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করলেন।

পাখিরা শাখাসমূহে গান করছে। এখন থেকে সকলের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ কর।

বৈরিতাকে অবৈরী দ্বারা জয় করতে হয়। বিদ্যা ধনের চেয়ে শ্রেয়।

সংকেত : পুরাকালে-পুরাকালে, রাজধানী-রাজধানী, দক্ষতাঅর্জন,-উগ্গণ্হি,

আঠারটি বিজ্ঞান-অট্ঠারস সিপ্পানি, শাখাসমূহে সাখান্তরেসু,

এখন থেকে- ইতো পট্ঠায, বিদ্যা-বিজ্জা, ধন-ধনং।

খ. অনুবাদ

কালভেদে

আমরা ভাত খাচ্ছি- মযং ভতং খাদাম।

রোগী হাসপাতালে আসছিল- রোগী বেজ্জাসালাং আগাচ্ছি।

বিশাখা বাড়িতে আসেন নি- বিসাখা গেহং ন আগাচ্ছি।

আমরা দেওয়ালে ঘড়ি দেখে পাঠশালায় যাব- মযং পাচীরে দিবাঘটিকং পস্সিত্বা বিজ্জালযং গমিস্সাম। আমরা এই বইগুলো পেয়েছিলাম-ময়ং এতানি পোত্থকানি লভিম্হা।

অনুশীলনী

ক. ঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দাও :

১। কুশাল ধর্মভাবনা করবে।

ক. কুসলো ধম্মং ভাবেহি। খ. কুসলো ধম্ম ভাবেহি।

গ. কুসলানি ধম্মেহি ভাবেন্তি। ঘ. কুসলাহি দম্মাহি ভাবেতি।

২। সিংহ বনে বাস করে।

ক. সহি বনে বসতি। খ. সীহো বনে সবতি।

গ. সীহে বনে বসতি। ঘ. সহি বসে বসতি।

৩। রাজা নগর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন।

ক. নগরা নিগ্গতো রাজা। খ. রাজা নগরস্মিং নিগ্গতো।

গ. নগরা রাজা নিগ্গতো। ঘ. রাজা নগরা নিগ্গতো।

৪। সকল প্রাণী সুখী হোক-বাক্যটির সঠিক পালি কোনটি?

ক. সব্বে সত্তা ভবন্তু সুকিতত্তা। খ. সব্বে সত্তা হোতু সুখিত্তা

গ. সব্বে সত্তা হোন্তু সুকিতত্তা। ঘ. সব্বে সত্তা হোন্তু সুখিতত্তা।

৫। জেতবনে অন্তরধাযতি ভগবা-এর সঠিক অনুবাদ কোনটি?

ক. ভগবান জেতবন হতে চলে যাচ্ছে। খ. ভগবান জেতবন হতে চলে গেলেন।

গ. ভগবান জেতবনে চলে গেলেন। ঘ. ভগবান জেতবনের দিকে চলে যাবেন।

খ. নিচের বাক্যগুলো পালিতে অনুবাদ কর :

বালকেরা পড়ছে। উপাসিকা বিহারে যাচ্ছে। দাসী জল তুলছে। শাস্তা এ রকম বলেছিলেন। আমি সাগর দেখেছি। কাঠমিস্ত্রি কাঠ কাটছে। পাখিরা কুলায় প্রত্যাবর্তন করেছে। সে আমাকে পানি দিয়েছে। তুমি আমাকে ডেকেছো? স্থপতি নগর নির্মাণ করবেন।

গ. নিচের বাক্যগুলো বাংলায় অনুবাদ কর :

দারকো রোদতি। সকুণা কূজন্তি। চন্দো আভাতি। বিসাখা মিগার মাতাবি মঞ্ঞাতি। দাসো কম্মং করোতি। পঠবী সব্বং ধারেতি। সরদং রমণীয়া নদী। কিং তে আজিন সাটিযা? ভিক্খুস্স চীবরং দেহি। নমো তস্স ভগবতো।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

নবম ও দশম : পালি

পরনিন্দা ভালো নয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।